ওমর খৈয়াম ও তাঁর রোবাইয়াৎ

ইংরেজ কবি ফিট্জিরাল্ডের (Edward F. Fitzgerald) অনুগ্রহে 'ওমর খৈয়াম' আজ বিশ্বের পরিচিত এবং তাঁর 'রোবাইয়াৎ' আজ নিখিল-জন-সমাদৃত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে পারস্যের এই অমর কবির জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

ওমরের সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্ত্তী কালের দেড় শত বৎসরের মধ্যে যে সকল লেখক তাঁর সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা ক'রে গেছেন তা থেকে ওমর-জীবনীর একটা মোটামুটি ধারণা হলেও কবি-চরিত্রের একটা নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায় না।

পারস্যের খোরাসান প্রদেশের নৈশাপুর গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। আন্দাজ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়। (তাঁর জন্মতারিখ আজও নির্ণীত হয়নি।) তাঁর সম্পূর্ণ নাম ছিল গিয়াসুদ্দিন ইবন্ আবুল-ফতেহ্ ওমর বিন্ ইব্রাহিম্ অল্ খৈয়াম।)

খোরাসানের জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ মহামনীষী ইমাম মওবাফাক্ সাহেবের নিকট তিনি কৈশোরে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন আলী ইশাক্ তৌসী ও হাসান্ বেন্ সাব্বা। এঁরা তিন বন্ধুতে একদিন পরস্পরের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন যে—তাঁদের তিন জনের মধ্যে যে কেউ ভবিষ্যৎ জীবনে সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠবে সেই তার সৌভাগ্য অপর দুই সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে সমানভাবে ভাগ ক'রে নিয়ে ভোগ করবে!

গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত ক'রে তারা তিনটি বন্ধু জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত হবার পর দীর্ঘকাল আর তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু বহুদিন পরে আলী ইশাক্ তৌসী যখন 'নিজাম উল্ মুল্ক্' উপাধি ভূষিত হ'য়ে পারস্যের সুলতানের উজীর-পদে প্রতিষ্ঠি হয়েছিলেন, তখন তাঁর সেই দুই পুরাতন সহপাঠী এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। নিজাম্ উল্ মুল্ক প্রকৃত সত্যাশ্রয়ীর মতো তাঁর পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পা করেছিলেন।

হাসান্ বেন্ সাব্বা রাষ্ট্রীয় বিভাগের কোনও এক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চেয়েছিলেন, উজীর নিজাম্ উল্ মুল তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু হাসান বেন সাব্ব ক্রমিক পদোন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে শেষে সুলতা ও উজীরের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন; কি কৃতকার্য্য হতে না পেরে তিনি ধরা পড়েন ও পদচ্যুত হন এই হাসান্ বেন্ সাব্বাই পরে এক 'গুপ্ত ঘাতক সম্প্রদায় গঠন ক'রে পারস্যের ইতিহাসে দুর্দ্দান্ত নরহত্যাকারীরূপে চিত্রিত হয়েছেন এবং অনুমান এঁরই দলের কোনও ঘাতকের গুপ্ত ছুরিকার মুখে বেন্ সাব্বার এক সময়ের পরম উপকারী বন্ধু উজীর নিজাম্-উল্-মুল্ক্কে প্রাণ হারাতে হ'য়েছিল।

ওমর খৈয়াম কিন্তু সহপাঠীর সেই বাল্যের প্রতিশ্রুতির সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠপদ উচ্চ উপাধি বা প্রভূত ঐশ্বর্য্য সম্পদ কিছুই প্রার্থনা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন ভাগ্যবান বন্ধুর সম্পদের তরুচ্ছায়াতলে একটি নিভৃত নির্জ্জন কোণে বসে নিশ্চিন্ত চিত্তে গভীর জ্ঞানানুশীলনের অবাধ সুযোগ! ওমরের এরূপ ইচ্ছা শুনে উজীর প্রথমটা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছলেন! তিনি বন্ধুকে জায়গীর, উপাধি উচ্চপদ প্রভৃতি গ্রহণ করবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু ওমর তা বারবার প্রত্যাখ্যান করায় তি

অবশেষে কবির অভিলাষই পূর্ণ করেছিলেন। ওমরকে তিনি রাজসরকার থেকে বার্ষিক ১২০০ মিথ্ কাল (পারস্যের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা) অর্থাৎ প্রায় ৯০০০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন!

'খৈয়াম' শব্দের অর্থ তাঁবুকার। ওমরের নামের সঙ্গে এই বংশগত ব্যবসায়বাচক 'খৈয়াম' শব্দ সংযুক্ত থাকলেও তিনি নিজে কখনও তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। তাঁর পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, বা স্ত্রী, পুত্র সম্বন্ধে কোন সংবাদই জানা যায়-নি।

জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ওমর নৈশাপুরেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকবার সুযোগ পান-নি। মধ্যে তাঁকে রাজ্যে এসে সুলতান্ মালিক্‌শাহের আদেশে পারস্যের পঞ্জিকা সংস্কারকার্য্যে সাহায্য করতে হ'য়েছিল। এই সময় থেকেই 'জালালী সম্বৎ' প্রচলিত হয় এবং "জিজি মালিকশাহী" নামে তিনি একখানি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া গ্রহতত্ত্ব বিষয়ে আরও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং অঙ্কশাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁর একাধিক রচনা দেখতে পাওয়া যায়। কবির চেয়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসাবেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট আরব পারস্য-সাহিত্য-রচয়িতা ওমর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেছেন প্রসিদ্ধ রুষ পণ্ডিত শুকোভ্‌স্কী (Schukovski) ১৮৯৭ খৃঃঅব্দে তার 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রবন্ধটিতে মূল আরব ও পারস্য হ'তে সেগুলি উদ্ধৃত করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার রুষ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সার্ ডেনিসন্ রস্ (Dr. Sir. E. Denison Ross) ইংরাজীতে শুকোভ্‌স্কীর এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করায় (Omar Khayyam and the Wandering Quatrains—the Journal of the Royal Asiatic Society 1898 p. p. 349—66) ওমরের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নূতন তথ্য জানতে পারা গেছে।

ওমর যদিও একাধারে কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কিন্তু কবি হিসাবে তাঁর কোনও খ্যাতি ছিল না। বিশ্বাসের অভাবে তিনি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তিনি যখন মক্কাতীর্থ পরিভ্রমণ ক'রে আসেন তখন লোকে বলেছিল যে ওমর পুণ্যার্জ্জন ক'রতে যায়নি, নিজের কৌতূহল চরিতার্থ ক'রতে গিয়েছিল। মক্কা থেকে ফেরবার পথে তিনি যখন বোগ্দাদে এসেছিলেন তখন বোগ্দাদের বিদ্বজ্জন সম্প্রদায় তাঁকে প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত ক'রতে চেয়েছিল, কিন্তু ওমর তা গ্রহণ ক'রতে সম্মত হন-নি। তিনি যে শুধু অভিনন্দনই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই নয়, বোগ্দাদের সুধীসমাজের সঙ্গে পরিচিত হ'তেও অনিচ্ছা জানিয়েছিলেন।

তাঁর অধিকাংশ রোবাইএর মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মবিধির প্রতি একটা অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছিল ব'লে তিনি কোনওদিনই লোকপ্রিয় হ'তে পারেন নি। একাধিক লেখক তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিল কিন্তু তিনি গুরুগিরি ক'রতে একেবারেই গররাজি ছিলেন।

সকল দেশের সকল যুগের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মতো ওমরও স্বাধীন-চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যের সন্ধানে তিনি দেশের প্রচলিত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথ ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রসর হ'য়ে গেছলেন। তিনি যে সুফী সম্প্রদায়ের রহস্য-ময় সাধন-পথের পরিপন্থী ছিলেন এ পরিচয় তাঁর একাধিক রোবাইএর মধ্যে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগের সুফীদের মতের সঙ্গে ওমরের অনেক স্থলে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে কেবল তাঁর ধর্ম্মভাবের বহিরাবণটুকু মাত্র! তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের নিগূঢ় পরিচয়ের মধ্যে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতি শাস্ত্রশাসন ও যাজক বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ দেখতে পাওয়া যায়।

পারস্যের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি সমরখন্দ্‌বাসী নিজামী উরূসী তাঁর "পুরাতন প্রসঙ্গ" শীর্ষক পুস্তকে কবির মৃত্যু সম্বন্ধে লিখেছেন—জ্ঞানীর রাজা ওমর খৈয়ামের ৫১৭ হিজরীতে (অর্থাৎ ১১২৩ খৃঃ অব্দে) নৈশাপুরে মৃত্যু হয়েছিল। দর্শনে ও বিজ্ঞানে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন,

তাঁকে সে যুগের একজন আদর্শ জ্ঞানী বলা চলে। তিনি আমার গুরুতুল্য ছিলেন, প্রভাতে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার নানা বিষয়ের আলোচনা হ'তো। একদিন তিনি বলেছিলেন যে 'আমার কবর এমন একটি যায়গায় হবে যেখানে কুসুমিত তরু শাখা হ'তে বর্ষে বর্ষে আমার সমাধির উপর পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হবে।' তাঁর একথা আমি সেদিন কবির কল্পনা ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেম। কিন্তু ওমরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আমি যখন কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় নৈশাপুর যাই, সেই সময় গুরুজীর সমাধি দর্শন করতে গিয়েছিলেম। গিয়ে দেখি একটি কুঞ্জ-প্রান্তে তাঁর শেষ অন্তিম-শয্যা বিরচিত হ'য়েছে। ফুল-ভারাবনত বৃক্ষনিচয় যেন কুঞ্জপ্রাচীরের উপর দিয়ে তাদের শাখাবাহু প্রসারিত ক'রে কবির সমাধিবক্ষে পুষ্প-অর্ঘ্য দিচ্ছে! রাশিকৃত ঝরা-ফুলের 'ক্ষঙ্কিপোষে' কবরের পাষাণ-বেদী সমাবৃত হ'য়ে আছে! ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর শেষ-সাধ আজ এমন বর্ণে-বর্ণে সফল হ'য়েছে দেখে বিস্ময়ে পুলকে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম!"

চার্ব্বাক মতাবলম্বী বা এপিকিউরীয় (Epicurean) সম্প্রদায়ভুক্ত জড়বাদী ও দেহাত্মবাদী বলে' তাঁর যে দুর্নাম আছে, ফরাসী লেখক মশিঁয়ে নিকে লা (Nicholas) তার দৃঢ় প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন যে, তিনি সুরা ও সাকীর রূপকের মধ্যে সেই অরূপেরই সন্ধান দিয়েছেন। পরবর্ত্তী যুগে হাফেজ প্রভৃতি পারস্যের প্রসিদ্ধ সুফী কবিদের তিনিই ছিলেন আদিগুরু! ফিট্‌জিরাল্ড্ কিন্তু মশিঁয়ে নিকোলার মত গ্রহণ ক'রতে পারেন নি, তিনি তাঁর রোবাইয়াতের পরবর্ত্তী সংস্করণে তাঁর প্রাচ্য-বিদ্যারণ্যের পথ-প্রদর্শক অধ্যাপক কাউয়েল (Prof. Cowell) সাহেবের দোহাই দিয়ে বলেছেন যে গ্রীক্ শিক্ষা ও সভ্যতার উৎকর্ষ ও গ্রীক্ দর্শনের প্রভাব তাঁর উপর বেশ গভীর ভাবেই শক্তি বিস্তার করেছিল। লুক্রেশিয়াস্‌এর (Lucretius) মতো তিনি দেশের যুক্তিহীন অসার ধর্ম্ম ও তার মিথ্যা উপাসনার ভণ্ডামী নতশিরে সহ্য করেননি। প্রকৃত সত্যসন্ধানীর মতো ঐ সকল কপটাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

তাঁর রচনা থেকে এ কথা কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যা[য়] তিনি নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুব করে মানতেন বলেই বোধ হয় এমন জোর ক'রে ব[লতে] পেরেছিলেন—

"মানুষেরে হীনচেতা
তুমিই ক'রেছ হেথা,
তোমারই সৃজিত যত কাল-ফণীদল
আনন্দ-নন্দনে আনে তীব্র হলাহল!
যত কিছু মহাপাপে কলঙ্কিত মানুষের মুখ—
সে তোমারই চুক!
ক্ষমা চাও মানুষের কাছে,
ক্ষমা করো দোষ তার যত কিছু আছে!"

ওমর ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। পুরুষকা[রে] বিশেষ আমল দেন নি; বিশ্বের নর-নারীকে তিনি নিয়[তির] হাতের ক্রীড়নক মাত্র বলেছেন—

"ঘুঁটি তো কেউ কয় না কথা
নির্ব্বিচারে নিরুপায়ে
খেলুড়েরই ইচ্ছা মতো
ঘুরতে থাকে ডাইনে-বাঁয়ে!
তোমায় নিয়ে খেলার ছকে
চাল চেলেছেন আজকে যিনি
তোমার কথা সব জানা তাঁর
সবার কথাই জানেন তিনি!"

কুম্ভকারের হাতে গড়া মাটির হাঁড়ি কলসী ও খে[লার] পুতুলের মতো এক অদৃশ্য শক্তি যে তাঁর নিজের খে[য়াল] মতো আমাদের গ'ড়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, ওমর দর্শনের [এই] অংশটুকু ফিটজিরাল্ড "কুজা-নামা' শীর্ষক একটি বি[শেষ] বিভাগে সন্নিবিষ্ট ক'রে গেছেন। জন্মান্তর ও পরকা[ল] প্রতি তাঁর যে বিশেষ আস্থা ছিল না এ কথা তিনি একাধিক রোবাইএর মধ্যে সুস্পষ্ট স্বীকার ক'রে গেছে[ন]। যেমন—

"মুহূর্ত্তের শুধু অভিনয়
চ'লেছে লো এই বিশ্বময়,
সাঙ্গ হ'লে রঙ্গ-লীলা যবনিকা-পারে,
গাঢ়তম চির-অন্ধকারে
নট-নটী করিছে প্রবেশ!
জীবনের অবসানে নাটকেরও হ'য়ে যায় শেষ!
তিনিই একাকী তাঁর আনন্দের অবসর ছলে
নিজেই রচেন নাট্য, নিজে অভিনেতা
দেখেনও নিজেই কুতূহলে!"

বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে যে নানাস্থানে ওমরের চিন্তাধারার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, উপরি উক্ত শ্লোকটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেখানে তিনি ব'লছেন—

"সত্য একা বিশ্বব্যাপী
সত্য ছাড়া নাইরে কিছু,
সেই একেরে কেন্দ্র ক'রেই
বহুর প্রকাশ হ'চ্ছে পিছু!"

কিম্বা— "যাঁহার গোপন-স্থিতি ওতপ্রোত সৃষ্টির লীলায়,
ছোট-বড় নানারূপে দিকে দিকে যাঁহার বিকাশ
সবার মাঝারে থেকে তবু যিনি সদা অপ্রকাশ,
জরা-মৃত্যু-যৌবনের বিশ্বজোড়া বিবর্ত্তের মাঝে
একা সেই নির্ব্বিকারে নিয়ত বিরাজে!"

অথবা— "এই শক্তি, এই প্রাণ,
এ সকলই তব দান,
মোর সত্ত্বা, আত্মা, মন
এ তো প্রভু তব ধন!
আমার এ দেহখানি
তোমারই হে নাথ, জানি;
একান্ত তোমারই আমি
তুমিও আমারই স্বামী,
কেহ নাই তুমি ছাড়া,
তোমাতেই আমি হারা!"

এরপর আর ওমরকে জড়বাদী বা নিরীশ্বরবা সাহস হয় না। তাঁর এই একেশ্বরবাদের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের আশ্চর্য্য রকম মিল থাকলেও তিনি কিন্তু ও জন্মান্তরবাদ কোথাও স্বীকার করেন নি। হিন্দু-দর্শনের সঙ্গে তাঁর মূল প্রভেদ। তিনিও মিথ্যা মায়া—" "বিশ্ব কেবল শূন্য ফাঁকা" ইত্যা বলে গেছেন, এমন কি—ত্যাগের সাধনা ব্যতীত যে হয় না, এ কথাও তাঁর রচনার মধ্যে দু' এক স্থ যায়।

'দু-দিনের জন্য এই জগতে আসা', 'চোখ ব সব শেষ হ'য়ে যাবে!' এ সব কথাও তিনি ব বলেছেন বটে, কিন্তু ওটা কিছু নূতন-তত্ত্ব বা বড়-ব ওমরের তত্ত্বকথার প্রধান সুর হচ্ছে মৃত্যুর পরপ কিছু নেই, শুধু বিরাট অন্ধকার! অনাদি মা সেই চিরন্তন প্রশ্ন—

"কেন এলুম এই জগতে,
কেমন ক'রে কোথা হ'তে
কেউ জানে না খবর কিছু তার,
জীবন যেন জলের স্রোতে ভাস্‌ছে অনিবার!
কে জানে সে বইছে কোথায়—কোন্ প্রবাহের
হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে পুনঃ কোন্ মরুতে ফিরে?"

এই দুর্জ্জেয় প্রহেলিকার কোনও রহস্যভেদ না পেরেই তিনি যেন কেবলমাত্র বর্ত্তমানকে বলে আঁক্‌ড়ে ধরবার বিপুল প্রয়াস ক'রেছেন। প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্য দেখ্‌তে পাওয়া য এই ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেই। এ ভিতর থেকেই মানুষটিকে যেন সহজে চিনতে পা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় আকুল অন্তর এই কবি যেন নিজের সারে কখন সত্য উপলব্ধি ক'রে প্রায় বলবা করেছেন—'সোহম্'! তাই বোধ হয় যারা পরক পক্ষপাতী আবার ইহকালেরও অনুরাগী, সেই দো ভেসে-বেড়ানোর দলকে ডেকে বলেছেন—

"মূর্খ, তোদের ঈপ্সিত ধন কোথাও যে রে নাই!"

তারা যা' চায় তা' যে এখানেও নেই এবং অন্য কোনখানেও নেই, তাঁর এই কথাটা আরও সুস্পষ্ট শোনা যায়, তিনি যখন ব'লছেন—

"পাঠাইয়াছিনু একদিন
আমার আত্মারে সেই পরিচয়হীন
সুদূর অদৃশ্য-লোক যথা—
জানিবারে জীবনের ওপারের দু' একটি কথা!
দীর্ঘ দিন-পরে মোর আত্মা এসে ফিরে
ডেকে বলে ধীরে—
চেয়ে দেখ স্বামী,
স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি!"

অজানাকে জানবার একাগ্র চেষ্টাকে তিনি বিদ্রূপ করলেও নিজে কখনও সে চেষ্টা থেকে বিরত হ'ন নি। তিনি যখন জানতে পারলেন—

"অজ্ঞাত সে পথের খবর
পায়নি তো' কেউ সন্ধানে!"

এবং দেখলেন—

"কেবল গেল না বোঝা যে রহস্য বুঝিবার নয়—
দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য চিরকাল
মানুষের মৃত্যু আর ললাটের ভাগ্য লিপি জাল!"

তখনই যেন তিনি গেয়ে উঠলেন—

"পূর্ণ ক'রে দাও সখী! পান-পাত্র মোর,
অফুরন্ত হ'য়ে থাক্ স্বপনের ঘোর;
বার বার মিছে আর বোল' না আমায়
কেমনে চরণ-তলে
পলে পলে
জীবনের দিন বহে যায়!
বিদায়-সঙ্কেতবাণী হায়,
নিশিদিন ভীতমনে, প্রতিক্ষণে কে শুনিতে চায়?
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অনুরাগে
আজ যদি বর্ত্তমানই শুধু ভাল লাগে,
কেন তবে অকারণে ভেবে তুমি হারাও সম্বিত
অনাগতকাল আশে—অথবা যা' হ'য়েছে অতীত!"

ওমরের 'সুরা' ও 'সাকী' সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক অর্থ প্রচারিত হ'য়েছে সম্ভবতঃ সেজন্য দায়ী তাঁর এই ধরণের রোবাইগুলি—

"ঢালিছে যে সুধা শাশ্বত সাকী
নিখিল পাত্র'পরে,
কোটী বুদ্বুদ উঠিছে ফুটিয়া
ফেনিল সে নির্ঝরে!
তোমার আমার মতো কতশত
সেই স্রোতে সদা ভাসে,
সাকীর পাত্র পূর্ণ সতত
কেউ যায়, কেউ আসে!"

কিন্তু সর্ব্বত্রই তিনি যে এই অর্থেই 'সুরা ও সাকীর' উল্লেখ ক'রেছেন এ কথা মেনে নিলেও জোর ক'রে বলা চলে না। ওমরের কবিতাগুলি মোটামুটি পাঁচটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে—

প্রথম—অভিযোগ। অর্থাৎ নিয়তির চক্র দুর্ব্বার, অদৃষ্টের বিধি অপরিহার্য্য, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, জীবন ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বরের অবিচার,—ইত্যাদি।

দ্বিতীয়—বিদ্রূপ। মানুষের ভণ্ডামীর জন্য, নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য, যুক্তি হীনতার জন্য, অন্ধ-বিশ্বাসের জন্য, গোঁড়ামীর জন্য, স্পর্দ্ধার জন্য,— ইত্যাদি।

তৃতীয়—প্রেম। বিরহের দুঃখ, মিলনের আনন্দ, দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা, অদর্শনের বেদনা, প্রেমের সার্থকতা, প্রণয়ের প্রভাব—ইত্যাদি।

চতুর্থ—সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির শোভা, নব বসন্তের রূপ, সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্প, সুছন্দ কবিতা, সুমধুর সঙ্গীত, বিহগের কল-কাকলী, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, নিকুঞ্জের বনশ্রী, তরুণী রূপসীর লাবণ্য, শ্যামতৃণাচ্ছাদিত নদীতীর, প্রভাতের প্রশান্ত আকাশ—ইত্যাদি।

পঞ্চম—ধর্ম্ম। অধ্যাত্ম-দর্শন, ভগবৎ-তত্ত্ব, সৃষ্টি-রহস্য, পাপ-পুণ্যের আলোচনা, স্বর্গ ও নরক বিচার, সুরা ও সাকীর বন্দনা, জন্ম, মৃত্যু, ঈশ্বরবাদ—ইত্যাদি।

য়ুরোপ প্রাচ্যের এই কবিকে যে এত সুচক্ষে দেখেছিল তার কারণ আর কিছুই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগাঢ় অনুশীলনের ফলে প্রতীচ্যের মন দেশের লোক-ভুলানো ভণ্ড ধর্ম্মের প্রতি তার সরল বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল। তাই তাদেরই দেশের একজন কবি যখন ওমরের এই বাণী তাদের শোনালেন—

"ভেবে কি দেখেছো সখী, ক্ষণস্থায়ী কত এ জীবন,
একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন,
মরা-বাঁচা শুধু এক বেলা—
খেয়ালীর সৃজনের খেলা।"

তখন তারা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে এই কবিকে তাদের আপন জন ব'লে বরণ ক'রে নিলে। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তা'রাও গেয়ে উঠল—

"দেবতা মানব নিয়ে মিছে আর হ'য়োনা বিহ্বল,
তর্ক তুলি প্রতিদিন স্বর্গ-মর্ত্ত্য বিচারে কি ফল?
কালের সমস্যা যত কালে হোক লয়
জীবনে যেটুকু আজও র'য়েছে সময়
সুরা-সংবাহিনী সখী, উচ্ছ্বসিত বক্ষতলে যার
যৌবনের যুগল আধার,
বেড়ি তার ক্ষীণ কটি চপল ভঙ্গীতে
ডুবে যাও মিলন-সঙ্গীতে!"

দেখতে দেখতে য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই ওমর খৈয়ামের 'রোবাইগুলি' অনুবাদ হ'য়ে গেল! ওমরের তারা এমন অনুরাগী ভক্ত হ'য়ে উঠলো যে দেশে দেশে ওমরপন্থী সম্প্রদায় সৃষ্টি হ'য়ে গেল, তারা 'ওমর সমিতি' 'ওমর সঙ্ঘ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতে লাগল। তাদের ওমর-প্রীতি এমনিই প্রবল হ'য়ে উঠল যে তাঁর রচিত আরও কবিতা আছে কিনা দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে তারা পারস্যের চারিদিকে অনুসন্ধান সুরু করে দিলে, তারই ফলে আজ পর্য্যন্ত ওমরের প্রায় ১২০০ রোবাই আবিষ্কৃত হ'য়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, তার মধ্যে ওমরের নিজের রচনা মাত্র তিনশতের অধিক নয়!—বাকী সবগুলিই প্রায় প্রক্ষিপ্ত! শুকোভস্কী তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ৮২টি রোবাই হাফেজ, আত্তার, নিজামী, জিলালুদ্দী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পারস্য কবিদের রচনা! বিলাতের বো[illegible] লাইব্রেরীর (Bodleian Library) সংগৃহীত প্রাচীন ১৫৮টি রোবাই ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে মিঃ হেরন আ[illegible] Heron Allen) মূলের আলোকচিত্র সহ যথাযথ অনুবাদ ক'রে প্রকাশ ক'রেছিলেন। হেরেন আলেনে[র] অনুবাদ প্রকাশ হবার পর প্রথম জানা গেল যে ফিট্‌জি[রাল্ড] মূলের অবিকল অনুবাদ করেননি। তিনি আপন ইচ্ছ[ায়] কোথাও ওমরের মাত্র একটি পদকে বিস্তৃত করে চতুষ্পদীতে রূপান্তরিত করেছেন, কোথাও বা দুটি [বা] চতুষ্পদীকে ভেঙে নিয়ে একটি চতুষ্পদীর মধ্যে ঘ[নীভূত] ক'রে দিয়েছেন! হেরন আলেনের গদ্যানুবাদ থেকে ট্য[ালবট] (Arthur B. Talbot) সম্পূর্ণ ১৫৮টি রোবাই যথাযথ কবিতায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন।

তৎপূর্ব্বে (১৮৮৩ খৃঃ) হুইন্‌ফিল্ড সাহেব (E. Whinfield M. A.) ওমরের পাঁচ শত রোবাই ফার্সীসহ একেবারে মূলানুসারে কবিতায় অনুবাদ [ক'রে] প্রকাশ ক'রেছিলেন। শুকোভস্কীর প্রবন্ধের ইংরাজী অনু[বাদ] ও এই বইগুলি ছাড়া ওমর খৈয়ামের আরও কতক[গুলি] প্রসিদ্ধ অনুবাদ দেখতে পাওয়ার সুযোগ হওয়াতে আ[মার] পক্ষে ফার্সী না জেনেও ওমরের মূলগত কবিত্ব রসের আ[স্বাদ ও] সৌন্দর্য্যটুকু উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হ'য়েছিল।

লক্ষ্ণৌয়ে প্রাপ্ত ওমর খৈয়ামের পুঁথির ৭৬২টি রো[বাই] দীর্ঘ তিরিশ বৎসরের পরিশ্রমে অনুবাদ ক'রে প্রক[াশ] করেছিলেন মিঃ জন্‌সন্ (E. A. Johnson); কিন্তু তাঁকে পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছিলেন মিঃ জন পে[ইন] (John Payne) ইনি ওমরের ৮৪৫টি রোবাই ইংরাজী[তে] অনুবাদ ক'রেছেন। ফিটজিরাল্ডের পরেই গ্যালিয়ে[ন] (Richard de Gallienne) কেবলমাত্র সুরা ও সা[কী] সম্বন্ধীয় ওমরের যে ২৬১টী রোবাইএর সুমধুর অনুবাদ প্রকা[শ] করেছিলেন সেগুলি আবার সব চেয়ে সুন্দর! এতগুল[ি] বই নেড়ে চেড়েও আমি কিন্তু ফিটজিরাল্ডের মোহ কাটি[য়ে] উঠতে পারিনি!

সার্ ই, ডেনিসন্ রস্ বলেন ওমরের রোবাইয়ের যথায

অনুবাদ না হ'লেও ফিট্‌জিরাল্ড, মূলের ভাব ও সৌন্দর্য্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেননি! আমি তাই তাঁর পরিবর্ত্তন সমস্তই মেনে নিয়েছি। কেবলমাত্র ১১নং রোবাইটি তিনি বাদ দিয়েছিলেন; আমি কিন্তু দুটি বিভিন্ন রোবাই মিলিয়ে সেটি রেখেছি, লোভ ছাড়তে পারিনি; এবং ৪নং রোবাইয়ে তিনি ওমরের যে দুটি চতুষ্পদীকে মিলিয়ে একটি ক'রে নিয়েছিলেন, আমি সেটিকে আবার ভেঙে মূলানুযায়ী দু'টি পৃথক কবিতাই ক'রে নিয়েছি। অপরগুলির বেলা সেরূপ করবার কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি!

ওমর খৈয়াম্ নামে কেউ কখন ছিলেন কিনা এই নিয়ে মধ্যে একটা খুব হৈ চৈ হয়ে গেল! সম্প্রতি বিলাতের 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্রিকায় ঐতিহাসিক মিলার সাহেব (Dr. A. H. Millar) একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ওমরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই তর্কের মূল ভিত্তি ছিল যে, যে নিজাম-উল-মুল্‌কের ওমর সম্বন্ধীয় রচনাটুকুকে প্রামাণ্য বলে ধরা হয়েছে সেই নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ স্বয়ং ১০৯২ খৃঃ অব্দে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হ'য়েছিলেন, অথচ তিনিই যখন লিখ্‌ছেন যে ১১২৩ খৃঃ অব্দে নৈশাপুরে ওমর দেহত্যাগ করেছিলেন অর্থাৎ ওমরের মৃত্যুর পরও তিনি যে কিছুকাল বেঁচে ছিলেন এইটেই যখন এতে প্রমাণ হ'চ্ছে, তখন বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী! আসলে ওমর নামে পারস্যে কোনও কবিই ছিল না।

কিন্তু ডাঃ সার্ ই, ডেনিসন্ রস্ অবিলম্বে মিলার সাহেবের সমস্ত উক্তি ও যুক্তি খণ্ডন ক'রে 'মর্ণিং পোষ্টে'র সেই প্রবন্ধের একটি উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি তাতে দেখিয়েছেন যে নিজামী উরুসী নামে পারস্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি ১১১২ খৃঃ অব্দে ওমরের সঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ১১৩৫ খৃঃ অব্দে নিজে গিয়ে ওমরের সমাধি-বেদী দেখে এসেছেন। এ তথ্যটি যে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক—ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। এ ছাড়া তিনি ১১৭৬ সাল থেকে ১৩৪০ সালের মধ্যে রচিত এমন অনেক ফার্সী বইয়ের নাম করেছেন যার মধ্যে কবি হিসাবেই ওমরের উল্লেখ আছে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পারস্যভাষার অধ্যাপক ব্রাউন সাহেবের পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস থেকেও (A Literary History of Persia, from Firdausi to Sadi. By E. G. Browne M. A. MB. F. B. A. p. p. 246—259.) ওমরের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারা যায়। কবি নিজামী উরুসীর ১১৫৫ খৃঃ অব্দে রচিত সেই 'চাহার মকালা' বা চার বিষয়ের কথা প্রভৃতি প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ থেকে আরম্ভ ক'রে—একেবারে একালের সব পারস্য কিতাবে উল্লিখিত ওমর বিবরণের একাধিক পরিচয় এই ইতিহাসের মধ্যে আছে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪এর প্রবাসীতে প্রকাশিত 'খোয়াজা ইমাম অবুল ফতেহ্ ওমর-বিন-ইব্রাহীম-অল-খৈয়ামী' শীর্ষক প্রবন্ধটি অনেকটা প্রায় ওমর সম্বন্ধে এই ইতিহাসোক্ত বিবরণেরই পুনরুক্তি মাত্র হলেও, অর্থাৎ তার মধ্যে ওমর সম্বন্ধে কোনও নূতন সন্ধান না থাকলেও অল্প কথার মধ্যে ওমরের বিষয়ে অনেকটা সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। তবে এই প্রবন্ধকার অন্যত্র যে অভিযোগ করেছেন—'ওমর খৈয়ামের কবিতা ইরাণ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছে, সেখান হইতে জাহাজে চড়িয়া বাংলা দেশে আসিতে তাহার এতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে চিনিতে পারা যায় না!' তাঁর এ কথাটা যে একেবারে নিতান্তই অতিশয়োক্তি—এটা তাঁরই অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ তিনি যে রোবাইটির মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন তাই থেকেই বুঝতে পারা যায়! এখানে তাই সেদুটি উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া গেল—

মূল ফার্সীর এক একটি শব্দের অনুবাদ—

"আমি ত একজন পাপী জীব, তোমার করুণা কোথায়?
আমার হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছাদিত, তোমার পবিত্র
জ্যোতি কোথায়?
আমাকে যদি উপাসনার পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গ দাও,
সেত' আমার মজুরী (বেতন) হইল,
তোমার করুণা ও দয়ার দান কোথায়?"

ইংরাজী অনুবাদের বাংলা রূপান্তর—

"নিমজ্জিত পাপে আমি, করো নাথ তুমি ক্ষমা করো
আঁধার এ হৃদে মোর তব দীপ জ্বেলে আজি ধরো;
স্বর্গ যদি পাই প্রভু দীর্ঘকাল সাধনার পরে—
সে তো হবে উপার্জ্জন, নহে সে তো পাওয়া তব বরে!"

তথাপি মূল ফার্সীর যতটা কাছাকাছি হয় এই উদ্দেশ্যে আমি বর্ত্তমান সংস্করণে এই রোবাইটি একটু পরিবর্ত্তন করে দিয়েছি এবং আরও অন্যান্য অনেকগুলি রোবাই ছন্দ মিল ও শব্দ ব্যঞ্জনার সৌকর্য্যের খাতিরে এবারে একটু বেশী রকমই অদল বদল করে দিতে বাধ্য হ'য়েছি।

যে রোবাইগুলির মধ্যে ওমরের নাম পাওয়া গেছে অধিকাংশস্থলে আমি সেইগুলিই আসল ব'লে গ্রহণ ক'রেছি। অনুবাদের মধ্যে আমি সাধ্যমত কোথাও নিজের কবিত্ব ফলাবার চেষ্টা করিনি, মাত্র দু' এক স্থলে ঈষৎ একটু পরিবর্ত্তন ছাড়া একেবারে হুবহু অক্ষরানুবাদেরই প্রয়াস পেয়েছি। তাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য হয়ত' নানা স্থানে ব্যাহত হ'য়েছে, কিন্তু মূলের ভাব বৈশিষ্ট্য যা'তে কোথাও ক্ষুণ্ণ না হয় আদ্যোপান্ত সেই চেষ্টাই ক'রেছি। কারণ আমার মতে অনুবাদ অনুসরণ না হ'য়ে অনুলিখন হওয়াই উচিত! ওমরের মূল ফার্সী চতুষ্পদীগুলি সমস্তই একই ছন্দে রচিত নয় জেনে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক 'চতুষ্পদীর' গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নানা বিচিত্র ছন্দের সমাবেশ করেছি, কারণ এতগুলি কবিতা সবই যদি এক সুরে গাওয়া হয় তাহ'লে সেগুলি নিতান্ত একঘেয়ে লাগতে পা
গম্ভীর, চটুল, শান্ত প্রভৃতি যেখানে যে রোবাইটি
ব্যক্ত হয়েছে আমি সেখানে সেটি ঠিক তদ্রূপ
প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি! শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত
চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও আগ্রহ না থাকলে এবং
রসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বি, এল, সুকবি গি
বসু, ও কথা-শিল্পী শ্রীনির্ম্মল দেব প্রভৃতি বন্ধুগণে
সাহায্য না পেলে হয়ত' একাজ আমার দ্বারা হোতনা
রূপদক্ষ শ্রীমান পূর্ণ চক্রবর্ত্তী ও উপেন্দ্র ঘোষ দস্তিদা
রঙীন তুলিকার স্পর্শে এই বইখানিকে 'সচিত্র' ক
বাঙলা ভাষায় 'সচিত্র' ওমর খৈয়াম এই প্রথ
অনেক ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের আ
থানির সমাদর হয়েছে দেখে আমি আমার
সার্থক বোধ করছি!

শ্রীনরেন্দ্র দে

"ভোরের পাখী শিস্ দিয়ে যেই উঠ্ল চারিধারে
পান্থশালার দ্বারে
দাঁড়িয়েছিল অপেক্ষাতে যারা
ব'ল্লে হেঁকে তারা
"দুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো ভাই,
সময় যে আর নাই ;"



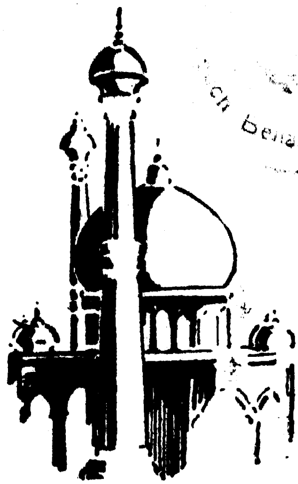
জাগো, জাগো, রাত ফুরালো
তরুণ প্রাতের আঁখির আলো,
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে!
চাওগো সখী, চাঁদ-বধূরা লজ্জানত মুখে
ত্রস্ত-পদে পলায় যেন ত্রাসে!
পূব-আকাশের শিকারী ওই
জ্যোতির জালে জড়িয়ে লো সই
রংমহালের মিনার ঘিরে জয়োল্লাসে হাসে!

১

আজ অরুণের প্রথম ভোরে
শুনেছি কোন স্বপন-ঘোরে
তৃষ্ণা-কাতর
কী যেন স্বর
করুণ সুরে বাজে;
ডাক্ দিয়ে কে ব'ল্‌ছে এসে পান্থশালার মাঝে
জাগো, জাগো, ওগো আমার তরুণ সখার দল,
বিলম্বে কি ফল?
জীবন-সুরা শূন্য হবার আগে,
পাত্রখানি নাও ভ'রে নাও নিবিড় অনুরাগে!

২





ভোরের পাখী শিস্ দিয়ে যেই উঠ্‌ল চারিধারে
পান্থশালার দ্বারে
দাঁড়িয়েছিল অপেক্ষাতে যারা
ব'ল্‌লে হেঁকে তারা
দুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো ভাই,
সময় যে আর নাই;
ক্ষণেক শুধু ব'স্‌তে মোরা এসেছি এই পারে—
হতাশ হ'লে এ জীবনে হয়ত ফির্‌বো নারে!

৩

নওরোজে আজ নূতন সুরে
ওরে আমার চিত্ত-পুরে
উঠ্‌ছে জেগে লোভ!
ফেলে-আসা জীবন-পথের অতৃপ্ত সব ক্ষোভ
দিচ্ছে মনে সাড়া;
ভাবের দুলাল হৃদয় আমার সদাই লক্ষীছাড়া
উধাও হ'য়ে যায়,
নির্জ্জনতার শান্তিটুকু যেখানটিতে পায়!



আজকে সখি সকল ব্যথা ভুলি
সাজিয়ে তোলে ধরণী তার শ্যামল কুঞ্জগুলি !
ওই দেখনা ফুল ফুটেছে কত
বৃদ্ধমুশার শুভ্র করের মতো
তরুর শাখে শাখে ;
সঞ্জীবিত ক'র্ছে ধরার অসাড় দেহটাকে
ঈশার উষ্ণ-শ্বাস,
জাগিয়ে তোলে নব জীবন তরুণ তৃণের রাশ !

৫

বন্ধ বটে আজ দায়ুদের কণ্ঠভরা ছন্দ গান
কিন্তু শোনো পহ্লবীতে ঝঙ্কারে ওই পাখীর তান—
দাওগো সুরা, দাওগো সুরা,
আর্ত্ত অধর আজ বিধুরা
পান-পিপাসু প্রাণ !
বুল্‌বুলও তাই চুল্‌বুলে আজ, গোলাপ ফুলে কয়
নাই গো সখী ভয় ;
দ্রাক্ষালতার লাক্ষা-রসে পাণ্ডু কপোলখানি
চুণীর মতো রঙীন আভায় রাঙিয়ে দেবো রাণী !

৬

সত্য বটে নাইক ঈরাম আজ
লোপ পেয়েছে তার গোলাপের গর্ব্বকরা ফু
জাম্‌শেদেরও সুধার আধার সপ্ত-বলয়-ঝারা
কেউ জানে না কোথায় হ'ল হা
ফুট্‌ছে তবু এখনও ওই আঙুর ঠোঁটে চুণীর
জুট্‌ছে আজও ফুলের বাগান, স্নিগ্ধ শীতল না

৭

থাক্ সখি পড়ে থাক্ যত গৃহ কাজ,
এস, এস, ছুটে এস আজ
পানপাত্র ত্বরা ভরে' নাও,
ফাগুন-আগুনে ফেলে দাও
শীতের কুহেলি আবরণ ;
কালের বিহঙ্গ ওই অতর্কিতে ওড়ে অ
ক্ষিপ্রগতি পক্ষ দুটি তার
আলোড়ি চলেছে অনিবার
নিঃশেষিয়া জীবনের বায়ু ;
ক্ষণস্থায়ী হেথা সই, মানবের ক্ষীণ-পরম

৮



দেখ্‌ছ নাকি দিনের বাতি,
ছড়িয়ে দিয়ে রঙের পাঁতি;
ফুটিয়ে তোলে
কালের কোলে
লক্ষ ফুলের কলি ;
একটি দিনের ফোটার সুখে
মাটির বুকে মৃত্যুমুখে
নিত্য আবার আনন্দেতেই প'ড়ছে তারা ঢলি !
আন্‌কোরা এই মধুঋতুর এম্‌নি প্রথম মাসে,
রক্ত-অধর কাঁপিয়ে ধীরে গোলাপ যেদিন হাসে,
ভাসিয়ে নে যায়
নূতন নেশায়
দ্রাক্ষা মালঞ্চের—
জাম্‌শেয়াদী কায়কোবাদী সব অতীতের জের !

৯

এইখানে এই তরু-তলে,
তোমায় আমায় কুতূহলে
এ জীবনের যে-ক'টা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিয়ে ;
থাক্‌বে তুমি আমার পাশে,
গাইবে সখি প্রেমোচ্ছ্বাসে,
মরুর মাঝে স্বপ্ন-স্বরগ্‌ ক'রবে বিরচন,
গহন কানন হবে লো সই নন্দনেরই বন !

১০



এই ত' আবার সময় হ'ল প্রিয়ে,
এস তোমার অধর-আধার সুরায় ভ'রে নিয়ে,
ধরণী ওই সাজল দেখ শ্যামল বসনে
ওড়্‌নাটি তা'র উড়ছে যেন লুটিয়ে কাননে ;
মরুর বুকে ফুটছে সুখে সোণার-বরণ ঘাস
কোন্‌ মায়াতে হাওয়ায় মাতে লক্ষ ফুলের বাস ;
মেঘের কোলে উঠ্‌ল ভ'রে বাদল-ধারা যত
আকাশ-পথে অশ্রু-সজল ডাগর চ'খের মত !

১১

সব ছেড়ে সই বেরিয়ে এস
খা'য়াম বুড়োর সঙ্গে আজ,
কায়কোবাদ ও কায়খস্‌রুর
প্রাচীন গাথায় নাইক কাজ,
বীর রুস্তম থাকুন শুয়ে
যেমন তিনি থাক্‌তে চান্‌,
শুনোনা কোন্‌ হাতেম্‌তাই
সান্ধ্যভোজে কখন যান্‌ !

১২

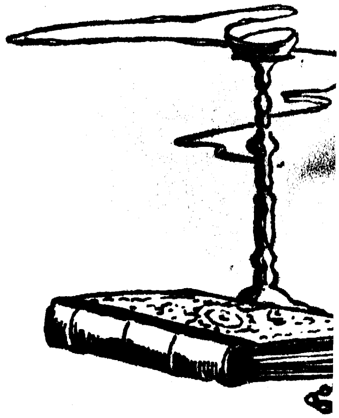
বেরিয়ে চলো আমার সাথে
আজকে কোনও কুঞ্জপথে,
মরুভূমির তপ্তবালু
ভিন্ন যেথা গহন হ'তে
নেই যেখানে বাদ্‌শা গোলাম
দৌলতে দাম, নামের ইনাম,
এমন কি সই পায় না সেলাম
যেখানে ওই মামুদ্‌শা'ও,
তার আসনের অসীম প্রতাপ
আজ যেখানে তুচ্ছ তা'ও !

১৩

দেখনা ওই গোলাপবালার মুখের পানে চেয়ে,
অধর টিপে হাস্‌ছে যেন গন্ধে বাতাস ছেয়ে !
সে বলে সই ধরার বুকে
ফুটেছি আজ মনের সুখে,
ঝাঁপ দিয়েছি সাধ ক'রে লো কণ্টকিত নীড়ে ;
এই আঁচলের রত্ন-থলির রেশ্‌মী-বাঁধন ছিঁড়ে
যে সম্পদ আজ ছড়িয়ে দিচ্ছি মালঞ্চময় হেসে,
ঐশ্বর্য্যের জোয়ারে তার জগৎ যাবে ভেসে !

১৪



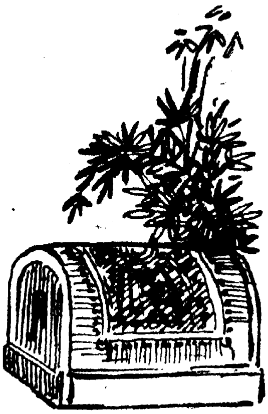


কেউ ভাবে এই ইহকালে
রাজ্য-সুখই ভোগের
কারুর মতে ভবিষ্যতে
স্বর্গ পাওয়াই লাভটা
ছেড়ে দিয়ে তত্ত্ব ওসব
নগ্‌দা হিসাব মিটিয়ে
নেপথ্যের ওই ঢাকের ডাকে
কর্ণে তোমার আঙুল

১৫

আশার মোহিনী ইসারায়
মানুষের মন সদা অনিশ্চিত
সময়ে সবার স্বপ্ন ধূলা-ভস্মে লভে
পূর্ণকাম হয় হেথা শুধু যারা বহু
মরুর মলিন ম্লান-মুখে,
তুষার যেমতি অতি
ক্ষণেক উজ্জ্বল
রূপাভীতে মিশে যা
তেমতি এ ক্ষণিকের খেলা
নিমেষে ফুরায়ে যায় ভাঙিলে

১৬



সঞ্চয় করেছে যারা স্বর্ণ-শস্য সংসারে কেবল,
অথবা যাহারা লয়ে জীবনের যত্ন-লব্ধ ফল,
অনুর্ব্বর বালুকা-বেলায়
বৃষ্টি ক'রে গেছে শুধু বাতাসে হেলায়,
এদের কারুর কাছে ধরা নাহি ধরা দেয় আসি!
প্রবেশি সমাধি-ভূমে কবরের ক্রুর-অধিবাসী
সকাতর শত সাধনায়
আর না ফিরিতে কভু চায়!

১৭

ভেবে দেখ' এ প্রাচীন পান্থশালা যার
দিন আর রাত্রি শুধু আছে দু'টি দ্বার,
আসে, যায়, সেই দুই দুয়ারের মাঝে
প্রভাতে ও সাঁঝে
আকাশের আঁধার আলোক,
অসংখ্য নৃপতি লয়ে অগণিত দাস-দাসী-লোক
রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব-সমারোহ ভার
যাপিয়া দু'একদণ্ড এখানে আবার,
বেলা-শেষে দূরে চ'লে যায়
জানো কি কোথায়?

১৮

জাম্‌শিয়েদের জাঁকের প্রাসাদ
মজ্‌লিশি পান আমোদ আসাদ্
অফুরন্ত চ'লতো যেথা,
ব'লেছে লোকে এখন সেথা
পশুরাজের ব'সছে আসর,
টিক্‌টিকিরা জাগ্‌ছে বাসর,
বার্হামও যে ভীম শিকারী
দুঃসাহসী জোয়ান্ ভারি,
সেও বেঁধেছে আজকে থাসা
মাটীর তলে শীতল বাসা,
বনের গাধা মাড়িয়ে যায়,
নাইক তবু খেয়াল তায়!

১৯

মাঝে মাঝে মনে হয় মোর
গোলাপের রক্ত আভা নহে লো তেমন বুঝি ঘোর;
যেমন রঙিন-রাগে জাগে সে গো সমাধি-শিয়রে
যেথা কোনও মহাবীর সমাহিত শোণিত-নির্ঝরে!
কাননের কুসুমিত কোলে
যত ফুল পড়েছে লো ঢ'লে,
মনে হয় তা'রা কোন্ সুন্দরীর কবরী হইতে
খসিয়া পড়েছে যেন রাঙা-পায়ে শরণ লইতে!

২০

এই যে কিশোর কোমল তৃণের সহাস শ্যামলিমা—
চুম্বনে যার রোমাঞ্চিত নদীর অধর-সীমা,
স্নিগ্ধ-করা যাহার বুকে
শুয়েছি আজ আমরা সুখে,
সাবধানে সই গা ঢাল গো সাম্‌লে দেহের ভার,
কে জানে লো বিস্মৃত কোন্‌ অধর-সুধার সার
পান ক'রে আজ সঙ্গোপনে
উচ্ছ্বসিত, এই বিজনে
হৃদয়খানি তার!

২১

দাও পিয়ালা, প্রিয়া আমার,
এই অধরে, পূর্ণ ক'রে
যাক্‌ অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাবনা ম'রে।
কাল কি হবে—ভাব্‌বো কেন
আজ ব'সে লো তাই,
তার আগে সই এখান থেকে
চ'লেই যদি যাই—
—বিচিত্র নয় তত!
ফুরিয়ে-যাওয়া অসংখ্য দিন নিরুদ্দিষ্ট যত—
তার ভিতরেই কোন্‌ অতীতের লুপ্ত-স্মৃতির প্রায়
মিশিয়ে যাবো হায়!

২২





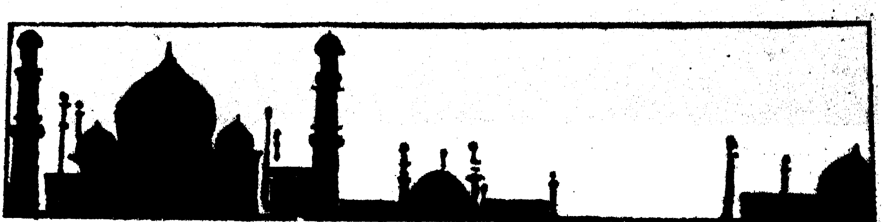
আমরা যা'দের বেসেছিলেম ভালো,
সুন্দরীদের সেরা যারা—রূপ-সাগরের আলো
জ্যোৎস্না যেতো লাবণ্যময় অঙ্গে যা'দের
যা'দের দুটি ঠোঁটের আঙুর বুকের আনার
এই দুনিয়ার অদৃষ্ট আর অনির্দ্দিষ্ট কাল
মত্ত হ'য়ে প্রলয়-লীলায় আনন্দে দেয় তাল ;
সেই রূপসী তরুণীদল উল্লসিত-প্রাণ,
ক'রেছিল পূর্ণপাত্র সবাই সেদিন পা
নেশায় অবশ অঙ্গ তাদের আজ প'
একে একে ধরার বুকে শেষ-বিরামের কো

২৩

আমরা যে আজ ক'রছি আমোদ
পরিত্যক্ত তা'দের দোরে,
বসন্তের এই কান্ত বায়ে
নূতন ফুলের ওড়্‌না প'রে
আমাদেরও দু'দিন বাদে
নাম্‌তে হবে মাটির শেযে
কে জানে সই, তার পরে ফের
এই আসরে আস্‌বে কে

২৪





সেই ত সখি মাটির কোলে
পড়তে শেষে হবেই ঢ'লে,
তাই বলি আয় হিম-অতলে তলিয়ে যাবার আগে—
ভোগ ক'রে যাই প্রাণটা হেসে,
বুক ভ'রে নিই ভালবেসে
এ জীবনের যে-ক'টাদিন সাম্‌নে আজও জাগে!
মাটির দেহ মাটির গেহে হবেই জেনো লীন,
ধূলোর বোঝা মিশবে ধূলোয় এসে;
সুর কি সুরা—গায়ক—আলোক—সকল শোভাহীন
অন্তহারা অসাড় শীতল দেশে!

২৫

পরকালের ভাবনা-ভয়ে
সশঙ্কিত সব সময়ে,
সাবধানে যে সারা জীবন চলে,
বর্ত্তমানের শঙ্কাতেও মনটা যা'দের টলে,
দুই পথেরই যাত্রী ডেকে,
অন্ধকারের মিনার থেকে
মুয়াজ্জীনের কণ্ঠ শোনো বলছে হেঁকে ভাই,
মূর্খ, তোদের ঈপ্সিত ধন কোথাও যেরে নাই!

২৬



সিদ্ধ, সাধু, সকল লোকে,
স্বর্গ-নরক এই দুটোকে
নিত্য ব'সে ক'রতো বিচার জ্ঞানীর মতো যারা,
পীর-দেওয়ানা-আগা-ফকির—কোথায় গেল তারা?
সন্ত-বাণী শুন্‌ছে কে আর?
আজ যে তা'দের বচন অসার,
চল্‌ছে না আর কেউ তা' এখন ভক্তিভরে মানি!
অবহেলার ধূলায় লোটে উপদেশের বাণী!

২৭

ওমার বলে আমার সাথে
বেরিয়ে এস আজ্‌কে রাতে,
তত্ত্বকথার জটিলতা—শাস্ত্র-বচন ভুলে,
একটা কথা সত্য জেনো সকল কথার মূলে—
মহাকালের জোয়ার লেগে
জীবন সদা বইছে বেগে,
দেহের দেউল-ভিত্তি তোমার হ'চ্ছে ক্রমেই ক্ষীণ,
ফুরিয়ে আসে অহর্নিশি হিসাব-করা দিন!
ফুলটি ফুটে প'ড়লে ঝ'রে
নিঃশেষে গো যায় সে ম'রে—
এই কথাটাই সত্য শুধু স্মরণ রেখো মনে
আর সকলই অলীক হেথা ছদ্ম-আবরণে!

২৮



বয়সকালে সে একদিন
সদাই আমি শ্রান্তিবিহীন,
ঘুরেছিলেম দেশ-বিদেশের মনীষীদের পাছে ;
নিত্য তা'দের কাছে
শুন্‌তে যেতেম কী আগ্রহে গভীর জ্ঞানের বাণী ;
কোনও কাজের নয় যে সে-সব তখন কি তা' জানি ?
সাধু-সঙ্গে বেড়িয়ে এতো তত্ত্বকথার কুড়িয়ে সার
হয়নি কিছু সুফল বড় জ্ঞানের বোঝা বাড়িয়ে আর ;
ঘুচ্‌ল না মোর মনের ধোঁকা, চিরদিনের দ্বন্দ্ব যত
অবিশ্বাসের আবছায়াতে এগিয়ে আসে ক্রমাগত !

২৯

দীর্ঘ জীবন হ'য়ে আমি তাদের অনুগত
ধ্যানের ক্ষেতে জ্ঞানের বীজ ছড়িয়েছিলেম যত,
অঙ্কুরিত ক'রতে তা'দের দিবারাত্র নিজে
খেটেছিলেম কী যে !
সফল ক'রে এইবারে শ্রম ফসল গেছে পাওয়া—
"স্রোতের টানে আসা আমার হাওয়ার বেগে যাওয়া !"

৩০





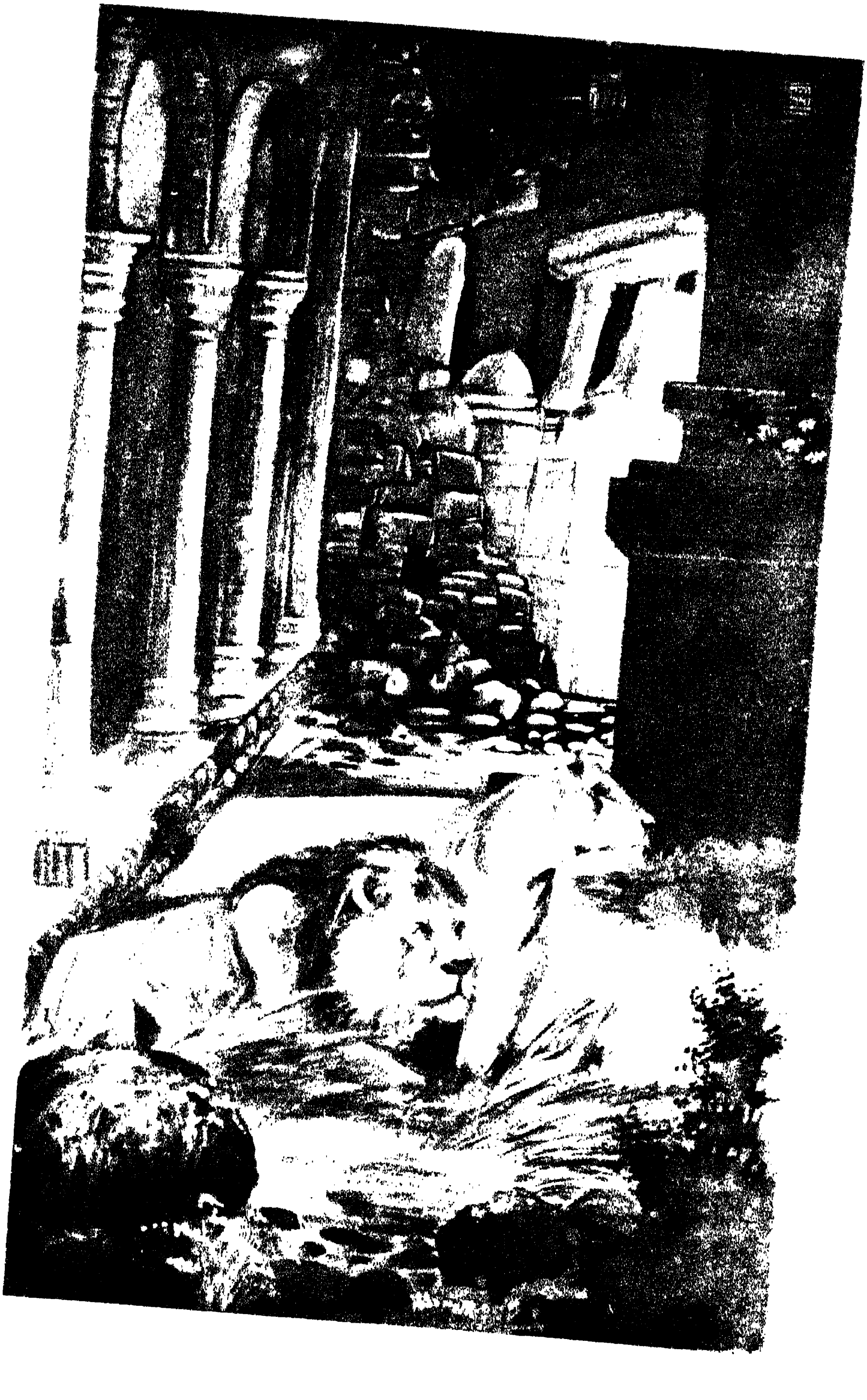
কেন এলুম এই জগতে,
কেমন ক'রে কোথা হ'তে
কেউ জানে না খবর কিছু তার,
জীবন যেন জলের স্রোতে ভাস্‌ছে অনিবার !
কে জানে সে বইছে কোথায়—কোন্ প্রবাহের নীরে,
হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে পুনঃ কোন্ মরুতে ফিরে !

৩১

সুধায়-নি এ প্রশ্ন তো কেউ—
কোন্ অজানার কোল্ থেকে
হঠাৎ কেন হেথায় আসা,
কার আদেশে—ব'ল্‌বে কে ?
ফির্‌তি-বেলাও কেউ জানে না
যাচ্ছে কোথায় কোন্ খানে ?
অজ্ঞাত সে পথের খবর
পায়নি তো কেউ সন্ধানে !
যাক্‌গে, ওসব জটিল ব্যাপার
জীবন গেলেও মিটবে কি ?
আয় লো সাকী সুরায় আজি
ভাবনা যত ডুবিয়ে দি !

৩২

"জাম্‌শিয়েদের জাঁকের প্রাসাদ
মজ্‌লিশি পান আমোদ আসাদ্‌
অফুরন্ত চ'লতো যেথা,
ব'লছে লোকে এখন সেথা
পশুরাজের ব'সছে আসর,
টিক্‌টিকিরা জাগছে বাসর,"





তখন আমি নির্ব্বিচারে
মাটির গড়া এই আধারে,
আঁক্‌ড়ে দুটি হাতে
তুলে নিলেম আগ্রহে মোর অধীর অধর-পাতে ;
জীবন-রসের উৎসটা তার ওষ্ঠপুটে খুঁজি'
চেয়েছিলেম ভ'রিয়ে নিতে শূন্য আমার পুঁজি !
প্রাণে সেদিন পৌঁছাল এই বাণী,
অধর যেন অধর সাথে করছে কানাকানি—
"পান করে নাও রাজা,
যে-ক'টা দিন এই জগতে জীবন আছে তাজা !
মুষ্‌ড়ে যেদিন প'ড়বে মৃত্যুমুখে
ফির্‌বে না আর কোনো কালেই এই ধরণীর বুকে।"

৩৩

ধরণীর কেন্দ্র হ'তে ছুটি'
সুদূর গগন-পথে সপ্তর্ষির সিংহ-দ্বারে উঠি,
ব'সেছিনু জ্যোতিষ্কের সমুজ্জ্বল রত্ন-সিংহাসনে ;
দূর হ'ল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে,
পথে মোর অনেক সংশয়,
কেবল, গেল না বোঝা যে রহস্য বুঝিবার নয়
দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য চিরকাল
মানুষের মৃত্যু আর ললাটের ভাগ্য-লিপি জাল !

৩৪

চির-রুদ্ধ নিয়তির দ্বার !
সহস্র সন্ধানে তবু মেলেনা লো উন্মোচনী তার,
দৃষ্টিরে আড়াল করি' গুণ্ঠন রহে সে মুখে টানা
তা'রে যেন নেহারিতে মানা !
কেবল ক্ষণেক তরে মনে হয় কাণে ভেসে আসে
তোমার আমার কথা কা'রা যেন কহিছে আভাসে !
তারপর চিরদিন নিস্তব্ধ আবার
আমাদের কথা হেথা কেহ কভু কহেনাক আর !

৩৫

শুধাইনু গগনে গগনে,
এ দুখ-লগনে
বল মহারথ—
কোন্ দীপ হাতে ল'য়ে ভাগ্যদেবী নির্দ্দেশিছে পথ
এই তাঁর ভ্রান্তমতি শিশু পুত্রদের ?
আঁধারে চলিতে পথে স্খলিত চরণে,
জীবনে মরণে
নিত্য যারা ব্যথা পায় ঢের ?
আকাশ উত্তর দিল মেঘ-মন্দ্রে মোরে
"শুধু অন্ধ-বিশ্বাসের জোরে !"

৩৬

আজি মোর একথা কেবলই মনে হয়
নির্জ্জীব এ নয়—
এই মৃত মাটির ভৃঙ্গার ;
চির রুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে যার
বাণী আজ উঠিছে আবার,
একদা সে ছিল সঞ্জীবিত,
আনন্দ-উৎসবে এসে হেসে যোগ দিত ;
হায় আজি হিম ওষ্ঠে তার
বৃথা আমি চুমি বার-বার ;
একদিন ছিল, যবে এও মোরে ফিরে অগণন,
দিতে নিতে পারিত চুম্বন !

৩৭

সে-একদিন সাঁঝ-বেলাতে
হাট বেড়াতে এসে,
ভিজে মাটি মাখ্‌ছে দেখি
দু'হাতে তার ঠেসে
নিঠুর কুম্ভকার,
থেঁৎলে বারম্বার !
মৃত্তিকা তার ছিন্ন অসাড় লুপ্ত রসনাতে
বল্‌ছে যেন কাতরভাবে জড়িয়ে ধ'রে হাতে
তীব্র ব্যথার রুদ্ধ অশ্রু-নীরে
"ধীরে, ও ভাই ধীরে !"

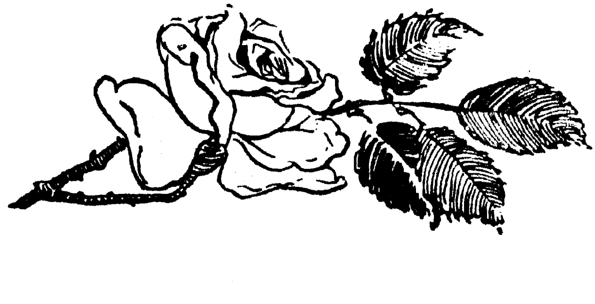
৩৮

পূর্ণ ক'রে দাও সখি পান-পাত্র মোর,
অফুরন্ত হ'য়ে থাক্ স্বপনের ঘোর ;
বার-বার মিছে আর বোল না আমায়
কেমনে চরণ-তলে
পলে পলে
জীবনের দিন বহে যায় !
বিদায়-সঙ্কেতবাণী হায়,
নিশিদিন ভীত-মনে, প্রতিক্ষণে কে শুনিতে চা
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অনুরাগে
আজ যদি বর্ত্তমানই শুধু ভাল লাগে ;
কেন তবে অকারণে ভেবে তুমি হারাও সম্বিত্
অনাগত কাল আশে—অথবা যা' হ'য়েছে অতী

৩৯

বিরাট ধ্বংসের এই বিশ্বগ্রাসী তীরে,
একটি পলক শুধু ঘিরে
জীবন-উৎসের স্বাদ জেনে নেওয়া আজ
শুধু মাত্র নিমেষের কাজ !
দেখ ওই একে একে আকাশের দীপ নিতে
না জানি সে কোন্ শূন্যে ব্যর্থতার নিষ্ফল উ
যাত্রীদল হ'তেছে উধাও ;
নাও, ওগো, ত্বরা ক'রে নাও !

৪০





কতকাল ?—বলো ওগো,—আর কতকাল—
দ্বিধায় ঘুরিবে শুধু ল'য়ে বৃথা তর্কের জঞ্জাল ?
রিক্ত উপবাসী থেকে কিম্বা তিক্তফলে
কেন মিছে সিক্ত হও ব্যর্থ আঁখি-জলে ?
তৃপ্ত করো তা'র চেয়ে জীবনের সাধ,
কণ্ঠে ভরি' দ্রাক্ষা-সুধা-অমৃত-আস্বাদ !

৪১

তোমরা জানো বন্ধু আমার
সেই সেদিনের শুভক্ষণ,
নূতন বিয়ের লগ্নে গৃহে
পানোৎসবের আয়োজন :
তাড়িয়ে দিয়ে সেদিন আমার
সুপ্তি-বিহীন শয্যা হ'তে,
বর্ষীয়সী বন্ধ্যা-নারী
যুক্তিটারে মুক্তি-স্রোতে,
রূপের মধু নূতন বধূ
আঙুর-বালায় প্রাণের 'পরে,
বরণ ক'রে নিয়েছি মোর
এই জীবনের বাসর-ঘরে !

৪২

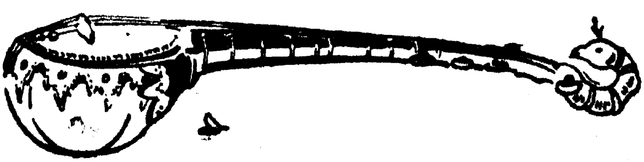


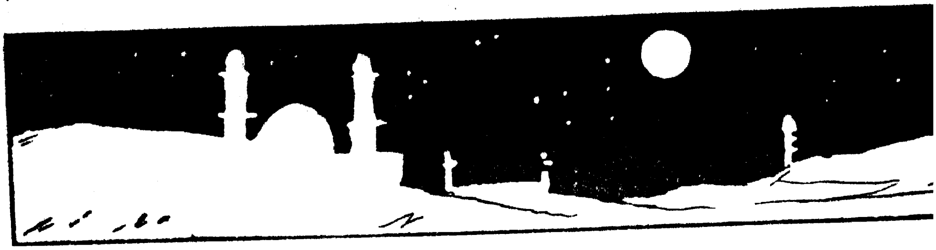
দর্শনের ওই তত্ত্ব যত—
'আছে' কিম্বা 'নাই'—
শাস্ত্রকারের সূত্র ধ'রে
অনেকখানি পাই,
উচ্চ-নীচের ভেদাভেদটা
আছেও কিছু জানা,
রেখা-চক্র বিচারেতেও
নইক' নেহাৎ কাণা,
সকল জানার মধ্যে জানি
রস-তত্ত্বই সার,
এমন গভীর জ্ঞানটি আমায়
নাই কিছুতে আর !

৪৩

এই তো সেদিন পান্থশালার অবারিত দ্বারে,
সাঁঝের অভিসারে
এসেছিল অপ্সরী এক সুধার কলস বাহি' ;
আমার পানে আঁখির কোণে অপাঙ্গে সে চাহি'
ব'ললে হেসে—"তোমার তরেই এনেছি এই সুধা
মিটিয়ে মনের ক্ষুধা—
পান করগো প্রাণ-পিপাসু বঁধু !"
স্বাদ পেয়েছি সেদিন হ'তে সই,
অমৃত এই দ্রাক্ষালতার মধু !

৪৪





আঙুর-রসের এই যে সুধা—
ন্যায়ের অমোঘ বেদ,
এর কাছে নেই জাত-বিচারের
হাজার ভেদাভেদ !
সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিয়ে
প্রেমের পথে যায় সে নিয়ে,
এ যেন কোন্ রসায়নের
ঐন্দ্রজালিক মায়া,
এর পরশে এক নিমেষে
লুপ্ত আঁধার-ছায়া ;
দুঃখ-ব্যথার অচ্ছেদ্য-জাল,
মলিন-মনের বোনা,
মন্ত্র-বলে ঘুচিয়ে যেন
দেয় সে ক'রে সোণা !

৪৫

মহাপ্রতাপ মামুদ সম
দিগ্বিজয়ী বীরের তেজে,
দখল ক'রে রাজ্য তোমার
জয়-পতাকা ওড়ায় সে যে !
মন্ত্র-পূত দৈব-অসির
বজ্র কঠোর তীক্ষ্ণ ঘায়
ধ্বংস ক'রে চূর্ণ ক'রে
অস্ত্রমুখে ছ'ড়িয়ে যায়
কাফের মনের দ্বন্দ্ব-দ্বিধা
অবিশ্বাসের আঁধার-ছায়া,
কর্ম্মফলের সব অনুতাপ
পরকালের মিথ্যা মায়া !

৪৬

বিজ্ঞ সেজে তর্ক ল'ড়ে
জ্ঞানের বড়াই করেন যাঁরা
বিশ্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব যত
মীমাংসা তার করুন তাঁরা
সেই কলহের গণ্ডগোলের
এক ফাঁকে সই একটি কে
খেলবো ব'সে তোমায় আমায়
ভাগ্য নিয়ে আপন-মনে !

৪৭

বাইরে, ঘরে, উপর-নীচেয়
চতুর্দ্দিকেই আজ,
চ'লছে শুধু ঐন্দ্রজালিক
ছায়াবাজীর কাজ !
এই অভিনয় যে মঞ্চে হয়
সূর্য্য-প্রদীপ জ্বেলে,
ভূতের মতো আমরা এসে
যাচ্ছি সেথায় খেলে !

৪৮

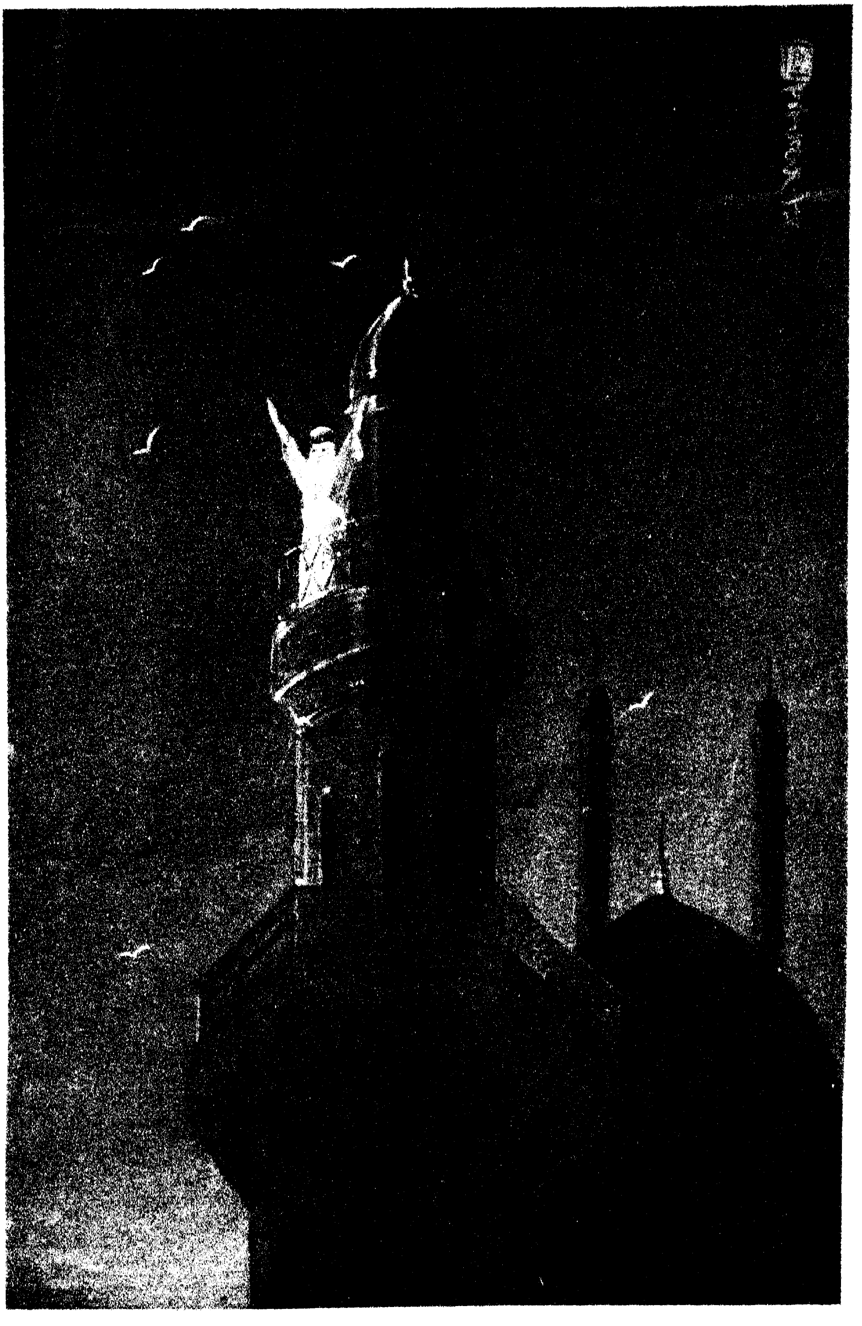


"তুই পথেরই যাত্রী ডেকে,

অন্ধকারের মিনার থেকে

মুয়াজ্জীনের কণ্ঠ শোনো হাঁকে,

মূর্খ, তোদের একূল-ওকূল ডুবল' ঘূর্ণী-পাকে



যে মদিরা পান ক'রেছ,
যে অধরে দিচ্ছ চুমা,
শূন্যে যদি লয় হ'য়ে যায়,
না মেলে তা'য় যদিই ভূমা ;
ভয় কি তোমার, যা' ছিলে তা'ই
থাক্‌বে তুমি তেম্‌নি খাঁটি,
স্বপ্ন যদি সত্য না হয়
হবে না তা'য় কিছুই মাটি !

৪৯

তোমার ও তটিনীর তীরে
গোলাপ ফুটিবে যবে ধীরে,
পান কোরো ওমরের সাথে
প্রতিরাতে
হইয়া বিবশ,
দ্রাক্ষার পীযূষ-ধারা রঙীন সরস !
তারপর, ত্রিদিবের দেবদূত এসে
যেদিন ধরিবে সখী হেসে,
মরণের শেষ-পাত্র অধরে তোমার—
গাঢ়তর সুধা আরও যার,
পান কোরো তা'ও হাসি-মুখে,
কুণ্ঠিতা হোয়োনা যেন বিদায়ের দুখে !

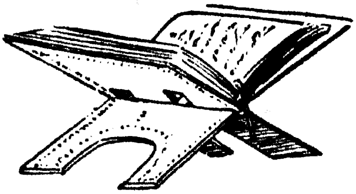
৫০

রাত্রি আর দিনে আঁকা দু'রঙের সাদা-কালো ছকে
সৃষ্টির-আনন্দ-ভরা অফুরান প্রাণের পুলকে
নিয়তির চলে পাশা খেলা—
ঘুঁটির বদলে নিয়ে অগণিত মানুষের মেলা !
এ-ঘরে ও-ঘরে ক'রে ঘোরে ঘুঁটি ছকে আঁকা ফাঁদে ;
কখনও বা চিকে এসে হেসে জোড় বাঁধে,
কেউ মরে, মারে কেউ দানে-দানে আড়ি,
খেলা-শেষে একে-একে ফিরে আসে বাড়ী !

৫১

ঘুটি তো কেউ কয় না কথা,
নির্ব্বিচারে নিরুপায়ে
খেলুড়েরই ইচ্ছামতো
ঘুর্‌তে থাকে ডাইনে-বাঁয়ে !
তোমায় নিয়ে খেলার ছকে
চাল চেলেছেন আজকে যিনি,
তোমার কথা সব জানা তাঁর,
সবার কথাই জানেন তিনি !

৫২



যে অলক্ষ্য হাত তার
দুর্নিবার লেখনীর মুখে
অসংখ্য ললাটে নিত্য অকম্পিত-বুকে
ভাগ্য-লিপি লিখে চ'লে যায়,
তোমাদের নয়ন-ধারায়
সে লিখন আজীবন ধৌত যদি হয়,
তবু তার রেখামাত্র মুছিবার নয়!
তোমার সকল পুণ্য, সর্ব্ব অনুরোধ,
রে অবোধ
ফিরাতে পারে না তারে আর,
একটি কথাও কভু পালটি' সে লেখে না আবার!

৫৩

উপুড়-করা পাত্রটা ওই,
আকাশ মোরা ব'লছি যাকে,
যার নীচেতেই কুঁকড়ে বেঁচে
আঁকড়ে ধ'রি মরণটাকে,
হাত পেতে কেউ ওর কাছেতে
হোয়ো না আর মিথ্যে হীন,
তোমার আমার মতই ওটা
অক্ষমতায় পঙ্গু দীন!

৫৪



মেদিনীর মৃত্তিকার
যে আদিম প্রারম্ভের স্তূপ
গড়িয়াছে মানবের
অন্তিমেরও পরিণত রূপ,
তারই বুকে লুকাইয়া আছে আমি জানি
সর্ব্বশেষ-ফসলেরও বীজগুলি রাণী!
সৃষ্টির প্রথম উষা
শেষ কথা লিখে গেছে জগতের ভালে
প্রলয় প্রভাত আসি'
পড়িবে যা অসংশয়ে সংহারের কালে

৫৫

শোনো, সে কথাটি বলি তবে—
দুর্জ্জেয় গ্রহের ফেরে প্রথম আসিয়াছিনু যবে
সৃষ্টির আদিম উৎস হ'তে,
জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কের রথে,
ধূলি-পথে এই অবনীর,
সেইদিনই হ'য়ে গেছে স্থির
আমার আত্মার পূর্ব্বাপর—
দুর্নিবার ভাগ্য'পরে করিছে নির্ভর!

৫৬

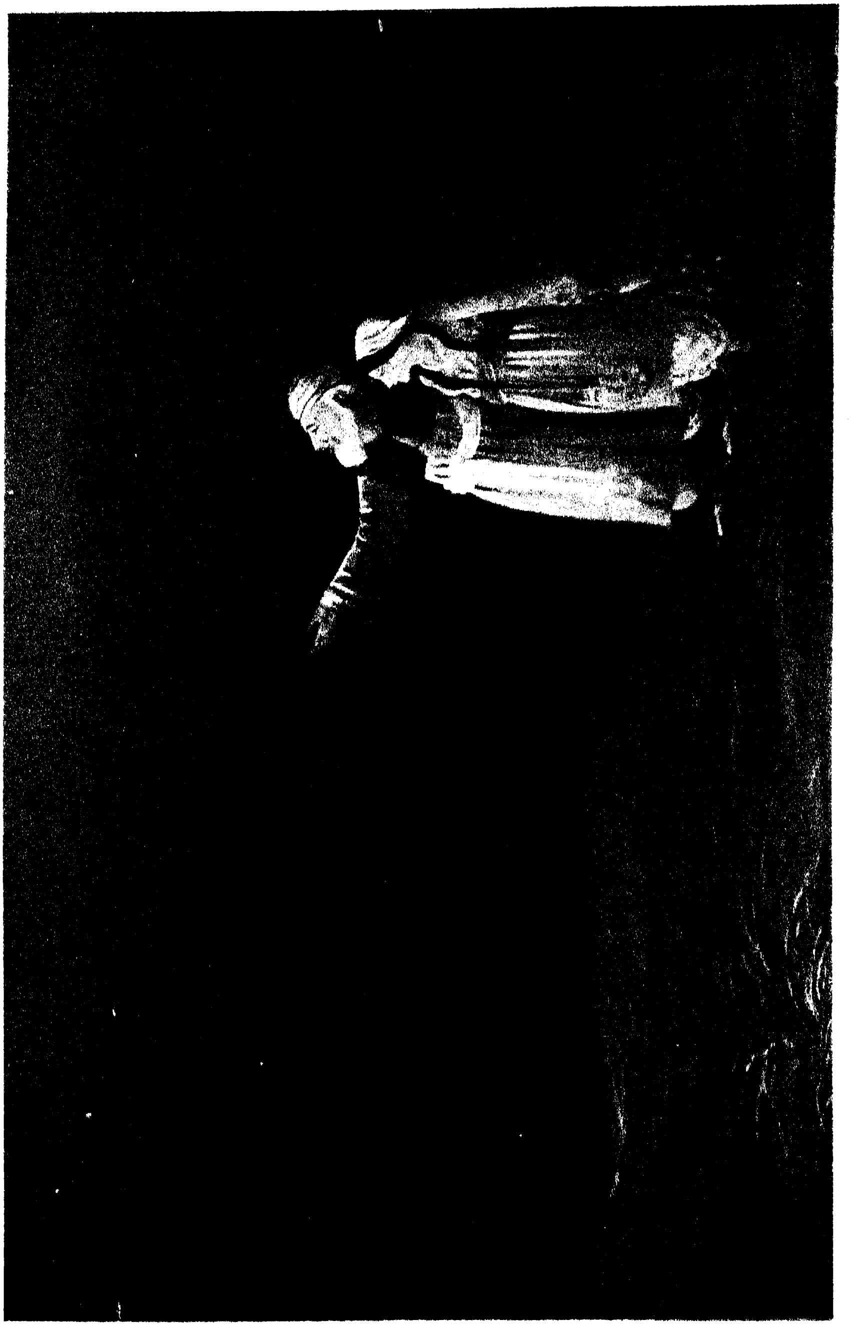


"শুধাইনু গগনে গগনে,

এ দুখ-লগনে

বল মহারথ—

কোন্ দীপ হাতে লয়ে ভাগ্যদেবী নির্দ্দেশিবে পথ"



আমার দেহের শিরায়-শিরায়
জড়িয়ে আছে দ্রাক্ষালতা,
বলে বলুক তাই নিয়ে আজ
সুফীর দলে মন্দ কথা,
হয় তো আমার অধম ধাতুই
গ'ড়তে পারে এমন চাবী,
যার খোঁজে আজ জগৎ পাগল
সৃষ্টি-নিগূঢ় তত্ত্ব ভাবি',
সেই চাবীতেই খুলতে পারে
রহস্যের ওই রুদ্ধ-দ্বার—
ক্রুদ্ধ যত সুফীর সাধক
বাইরে ব'সে চেঁচায় যার!

৫৭

ওগো রাণি!
এই তো আমি জানি—
সত্য-জ্যোতি জ্বালায় যদি প্রেমের প্রদীপ বুকে,
কিম্বা যদি রিষের বিষে জর্জ্জর হই দুখে,
তথাপি এই পান্থশালায়
দেখতে-পাওয়া ঈষৎ আলো,
মন্দিরের ওই অন্ধকারে
হারিয়ে-পাওয়ার চাইতে ভালো!

৫৮



ওগো, আমার চলার পথে তুমি
রাখলে খুঁড়ে পাপের গহ্বর
ব'ইয়ে বিপুল সুরার লহর
ক'রলে পিছল ভূমি!
এখন আমি ঠিক যদি না চ'লতে পারি তালে
শিকল-বাঁধা চরণ নিয়ে প্রারব্ধের ওই জালে,
ব'লবে না ত' ক্রুদ্ধ অভিশাপে—
পতন আমার হ'লো নিজের পাপে!

৫৯

মানুষেরে হীনচেতা
তুমিই ক'রেছ হেথা,
তোমারই সৃজিত যত কাল-ফণীদল
আনন্দ-নন্দনে আনে তীব্র হলাহল!
যত কিছু মহাপাপে কলঙ্কিত মানুষের মুখ
সে তোমারই চুক!
ক্ষমা চাও মানুষের কাছে,
ক্ষমা করো দোষ তা'র যত কিছু আছে!

৬০





সে একদিন,—শোনো আবার বলি,
রম্‌জানেরই শেষ-সাঁঝেতে এসেছিলেম চলি',
সেই কুমোরের দোকান-ঘরে একা,
চাঁদ তখনও দেয়নি ভাল দেখা ;
দাঁড়িয়েছিলেম আপন-মনে, নাই কিছুরই তাড়া,
মাটির পুতুল দল বেঁধে সব সাম্‌নে ছিল খাড়া !

৬১

অবাক্ কাণ্ড ! সেই কুমোরের
পুতুল কটার সারে,
অনেকে বেশ কই'ছে কথা !
হয়তো সবাই নারে ;
হঠাৎ শুনি অধীর হ'য়ে
জান্‌তে চাইছে কে,
"কুম্ভ কে বা, কেই বা কুমোর ??
ব'লতে পারো হে ?"

৬২



পরক্ষণেই তা'দের মাঝে
ব'ললে আর একজন—
"মাটির দেহ সৃষ্টি আমার
হয়নি অকারণ,
রূপ দিয়েছেন আমায় যিনি
যত্ন ক'রে ঢের,
পাঠিয়ে দেবেন তিনিই আমায়
মাটির বুকে ফের !"

৬৩

এর জবাবে আর একজনে
ব'ল্‌লে—"তা কি হয় ?
যে পেয়ালা পান ক'রে তা'র
প্রফুল্ল হৃদয়—
সেই পেয়ালা গুঁড়িয়ে দেবে ফেলে,
কে আর এমন বদ্‌মেজাজী ছেলে ?
গ'ড়লে যে জন পাত্রখানি
যত্নে সমাদরে,
ভাঙ্‌বে কি সে রাগের মাথায়
আছাড় মেরে পরে ?"

৬৪

"না জানি সে কোন্ শূন্যে ব্যর্থতার নিষ্ফল ঊষায়
যাত্রীদল হ'তেছে উধাও ;
নাও, ওগো, ত্বরা ক'রে নাও !"





পারলে না কেউ দিতে কিছুই
এ কথাটার জবাব,
একটু পরেই তুবড়ে বাঁকা
মেটে একটা নবাব
ব'ললে—"লোকে আমায় দেখে
রগড় করে কত!
কুমোরটা কি হাত কাঁপালে
আমার বেলাই যত?"

৬৫

তখন আর একজন
ব'ললে—"ছাখো, যে-সব লোকের মন্দ বড় মন,
নরক-ছোঁয়া নোংরা ধোঁয়ায় দৃষ্টি যাদের কালো,
নয়কো যারা মানুষ মোটেই ভালো!
তারাও কি না হায়,
কিন্‌তে এসে যাচাই ক'রে বাজিয়ে নিতে চায়!
বলে আবার—লোকটা খাঁটি আমাদের এই কুম্ভকার,
ভালই হবে, সওদা জেনো—প্রবঞ্চনা নাইক' তার!"

৬৬



ব'ললে টেনে আর একজনে
মর্ম্ম-ভেদী শ্বাস—
"শুকিয়ে দিলে মাটির এ-বুক
দীর্ঘ উপবাস!
প্রাণটা পূ'রে পাই যদি ফের
আকাঙ্ক্ষিত সুখ,
দ্রাক্ষালতার অধর ছুঁয়ে
ভরিয়ে নিতে বুক,
হয় তো আমি উঠতে পারি
সজীব হ'য়ে ক্রমে,
চাইকি তখন আমায় ছেড়ে
যেতেও পারে যমে!

৬৭

পাত্রগুলি এম্‌নি ক'রেই
ক্রমে যখন ক'ইছে কথা,
নজর গেল আকাশ পানে
ঈদের শশী উঠছে যথা।
চাঁদটি দেখে পরস্পরে
ক'রলে বলাবলি,
এ ওর গায়ে ঢলি'—
"ও ভাই শোনো, শোনো,
মুটের কাঁধের বাঁকের আওয়াজ
পাচ্ছো না-কি কোনও?"

৬৮

নির্ব্বাপিত প্রাণের এ দীপ
দ্রাক্ষা-রসে র'সিয়ে দিও
মৃত্যু-মলিন এই দেহটা
সেই রসেতেই চুবিয়ে নিও,
জ'ড়িয়ে আমার জড়-দেহ
আঙুর-পাতার অঙ্গ-বাসে
কবর দিও স্নিগ্ধ-মধুর
কুঞ্জ-বনের একটি পাশে !

৬৯

সুরা-সরস দেহের আমার
সমাধিস্থ ভস্ম-তাল,
সৌরভেতে বাতাস ছেয়ে
বুন্‌বে এমন গন্ধ-জাল,
ধর্ম্ম-গোঁড়া ভক্ত যারা
সেই পথেতে চ'লতে যাবে,
আচম্বিতে ভাবাবেশের
বিহ্বলতায় তৃপ্তি পাবে !

৭০

ভালবেসে এতকাল যে প্রতিমাদলে,
কুহকিনী কল্পনার ছলে,
ভেবেছিনু জীবনের প্রেয় ;
তারাই আমারে আজ ক'রেছে গো লোক-
ক্ষুদ্র এক পান-পাত্রে ডুবে গে'ছে সম্ভ্রম আম
সঙ্গীতের সুস্বর-ঝঙ্কার
শ্রবণে ভরিয়া অবিরাম
বিকায়ে দিয়েছি মোর জগতের যা কিছু সু

৭১

সত্য সখী, অনুতাপে দগ্ধ শোচনায়
শপথ ক'রেছি আমি কতদিন হায়—
বৃথা বার-বার,
নিশ্চয় করিব এই উন্মাদিনী সুরা পরিহার !
স্থির মতি ছিল না যে সে সময় মত্ত মোর মন
একথা কে জানিত তখন ?
তারপর, একদা যেদিন—
ফাল্গুনের বসন্ত নবীন
আসিল সহাস্য-মুখে খুলি' মোর অন্তরের দ্বা
ভরিয়া অঞ্জলি-পুটে গোলাপের মৃদুগন্ধ-ভার
তারই দু'টি পাদ-পদ্ম 'পরে
ক্ষীণ মোর অনুতাপ ছিন্ন হ'য়ে অর্ঘ্য সম ঝরে

৭২

"এই তো সেদিন পান্থশালার অবারিত দ্বারে,
সাঁঝের অভিসারে
এসেছিল অপ্সরী এক সুধার কলস বাহি' ;"



কৃতঘ্ন এ সুরা আমার
ক'রুক যতই সর্ব্বনাশ,
নিক্‌গে কেড়ে যা'কিছু মোর
মানের বোঝা খ্যাতির রাশ,
অবাক্ তবু ভেবে আমি
এই কথাটাই সারাক্ষণ—
অমূল্য এই পণ্য বেচে
আঙুর চাষী কী পায় ধন ?

৭৩

যেদিন বিদায় ল'য়ে গোলাপ পলায়
বসন্ত তাহার সাথে কেন চ'লে যায় ?
যৌবনের ছন্দ-ভরা গন্ধ-লিপিখানি
কেন যে মেলেনা আর—কিছু নাহি জানি !
এসেছিল বুলবুল কোথা হ'তে শাখে
গান গেয়ে গেল কোথা—কেবা খোঁজ রাখে ?

৭৪

তুমি আমি, প্রিয়তমে,
নিয়তির সাথে
ষড় করি' যদি আজ
মিলি' হাতে-হাতে,
পারিতাম ধরিবারে
স্বজনের ভুল,
উৎপাটন করি এই
বিশ্বেরে সমূল,
চূর্ণ করি ফেলি তারে
ধূলি-কণাবৎ
গড়িতাম মনোমত
নূতন জগৎ !

৭৫

ওগো মোর হৃদয়ের
চন্দ্রমা নবীন,
অক্ষয় অম্লান তুমি
ফুল্ল চিরদিন !
আকাশের চাঁদ ওই
উঠিছে আবার,
উঠিবে সে এর পরও
আরও কতবার,
মেলি' তার ব্যগ্র দৃষ্টি
একদা আমার,
ঘুরে-ফিরে এই কুঞ্জে
খুঁজিবে বৃথায় !

৭৬

তারপর, একদা যেদিন
ফেলি তব চরণ রঙীন,
লীলা-ভরে আসিবে চপল,
যেথা নব অভ্যাগত দল
তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষায়
ব'সে আছে তৃণাসনে তারকার প্রায় ;
তারই মাঝে হেসে যবে
আনন্দ বিতরি' যাবে তুমি,
এস, যেথা ছিল মোর
হৃদয়ের সুখ-তীর্থ-ভূমি !
করুণায় ভরি' তব প্রাণ,
ঢেলে দিও সেথা প্রিয়
নিঃশেষিত শূন্য পাত্রখান !

৭৭

নহে কি এ বিড়ম্বনা,—জীবনের সূত্রটুকু ল'য়ে
আত্মহারা হ'য়ে
বুনে যাওয়া লূতাতন্তু-জাল ?
কিসের আশায় বলো ক'রে যাবে শ্রম চিরকাল ?
কে জানে হয় তো প্রাণ-বায়ু,
অকস্মাৎ ফুরাইলে আয়ু
আজি এই ক্ষণে
নিমেষে নিঃশেষ হবে নিশ্বাসের সনে।

৭৮

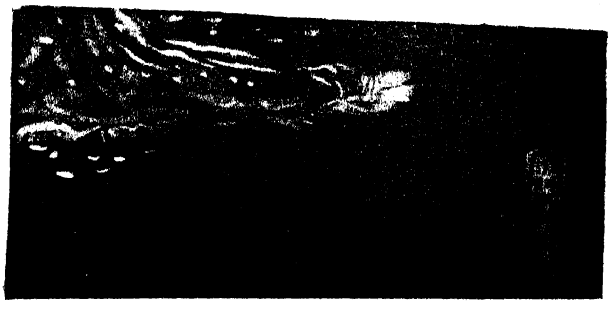


সুলতানী-প্রাসাদ যার
বিপুল-আকার,
দীর্ঘ স্তম্ভ স্পর্শিত গগন ;
নৃপ অগণন
যাহার তোরণ-দ্বারে,
নির্ব্বিচারে
নোয়াইত শির
নিস্তব্ধ গভীর
আজি তার শূন্য ঘরে-ঘ
বনের কপোত একা কাতরে কূজিয়া শুধু

৭৯

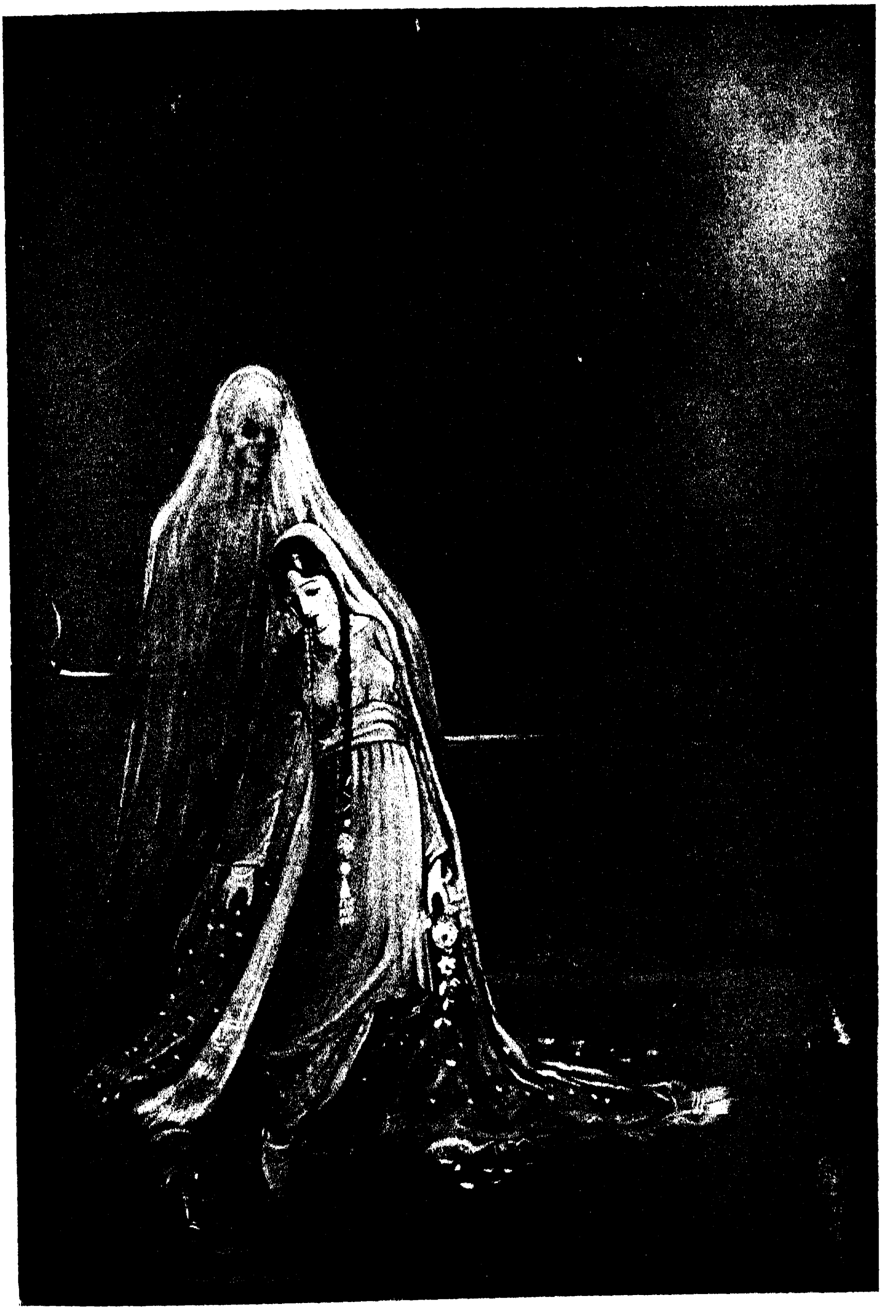
তন্দ্রাঘোরে শুনি আমি
কে যেন গো ভাষে—
কমল মেলিবে আঁখি
প্রভাত-আকাশে,
জাগিলে শ্রবণে বাজে
কা'র কণ্ঠ ক্ষীণ,
কহে যেন, ফুটে ফুল
মরে চিরদিন !

৮০



আজি এই ক্ষণে
নিমেষে নিঃশেষ হবে নিশ্বাসের সনে।

৭৮





জগৎ উত্তর যার দিতে নাহি পারে,
সাগরও বলিতে যাহা নারে,
সুনীল-ফেনিলোচ্ছ্বাসে ফোঁসে দিবাযামী
হারাইয়া স্বামী!
শব্দহীন নিস্তব্ধ আকাশ
অনন্ত নক্ষত্রালোকে পারে নাই করিতে প্রকাশ,
যে বারতা নিজে এত কাল,
সেই অজানার রূপ—অনন্ত—বিশাল—
রেখেছে সে সঙ্গোপনে নাকি,
রাত্রি আর দিবসের আবরণে ঢাকি'!

৮১

জান না কি পুরাকাল হ'তে
এ কাহিনী বিদিত জগতে—
কেমনে গঠিত হয় মানবের বংশ-পরম্পরা?
সৃজনের সে রহস্য বহুদিন পড়িয়াছে ধরা!
সিক্ত এই ধরণীর ল'য়ে শুধু মৃত্তিকার স্তূপ,
গড়িতেছে সৃষ্টিধর নিখিলের অপরূপ রূপ!

৮২

সুধা-সিন্ধুর দু'-এক বিন্দু
পাত্র হ'তে দিই যা' ফেলে,
শুধুই কেবল দগ্ধ-পাদপ
বাঁচে কি তার সঙ্গ পেলে?
কোন্ নয়নের নিবিড় দহন
বহ্নি-শিখার অগ্নি-জ্বালা
জুড়িয়ে দিতে সোহাগভরে
স্নিগ্ধ প্রেমের স্পর্শে বালা,
সঙ্গোপনে সে যায় নেমে
গভীর দুখের পাষাণতলে,
দীর্ঘকালের তৃষ্ণা-অনল
নিত্য যেথা লুকিয়ে জ্বলে?

৮৩

তৃষিত কুসুম যথা—মরমের ক্ষুধা
মিটা'য়ে করিতে পান ত্রিদিবের সুধা,
তুলে ধরে ঊর্দ্ধপানে পুষ্প-পাত্র তার,
তুমিও ধরিবে তা'ই,
তা'ছাড়া উপায় নাই;
তোমরা যে একই শিশু এই মৃত্তিকার!
তারপর একদিন বৃন্তচ্যুত করিয়া তোমায়
নিক্ষেপিবে মহাকাল, ধরাতলে শূন্য-পাত্র প্রায়!

৮৪

কর্ম্ম-ক্লান্ত সংসারের শ্রান্ত এ জীবনে
যতটুকু অবসর পাও,
তোমার ও দু'টি ব্যগ্র বাহুর বেষ্টনে
প্রিয়তমে বুকে টেনে নাও ;
সার্থক করো এ জন্ম আপনা বিলায়ে,
প্রাণ তব ভালবাসে যারে,
হয় তো জননী লবে মুহূর্ত্তে ডাকিয়া
সমাধির আঁধার-দুয়ারে,
নিশীথের মতো তাঁর শান্ত অন্তরের
গাঢ়তর স্নেহ-আলিঙ্গনে,
চিরনিদ্রা যেতে হবে চিররাত্রি-দিন
সংজ্ঞাহীন অনন্ত শয়নে !

৮৫



ঢালিছে যে সুধা শাশ্বত সাকী
নিখিল পাত্র 'পরে,
কোটি বুদ্বুদ উঠিছে ফুটিয়া
ফেনিল সে নির্ঝরে !
তোমার আমার মতো কত শত
সেই স্রোতে সদা ভাসে,
সাকীর পাত্র পূর্ণ সতত,
কেউ যায়, কেউ আসে !

৮৭

ভয় পেও না, যদিই দেখ'
হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে গড়ে,
এই জীবনের লাভের খাতে,
ভাগ্যে তোমার শূন্য পড়ে !
ভেব'না ভাই তবেই হবে
লুপ্ত হেথা তোমার ধারা,
এ কার্‌বার—লোক্‌সানীতে
কোনোদিনই যায় না মারা !

৮৬



জীবনের যবনিকা
অন্তরালে যবে—
যাবো চ'লি তুমি-আমি
ত্যজি' এই ভবে,
তারপরও বহুদিন
এ ধরণী রবে—
আমাদের আসা-যাওয়া
কেবা খোঁজ লবে ?
সিন্ধু-জলে বিন্দু সম
মিশে যাবো সবে !

৮৮

"সে একদিন,—শোনো আবার বলি,
রম্‌জানেরই শেষ সাঁঝেতে এসেছিলেম চলি',
সেই কুমোরের দোকান-ঘরে একা,
চাঁদ তখনও দেয়নি ভাল দেখা ;
দাঁড়িয়েছিলেম আপন-মনে, নাই কিছুরই তাড়া,
মাটির পুতুল থাক্ বেঁধে সব সাম্‌নে ছিল খাড়া !"





তোমার অস্তিত্বকাল—অতি অল্প ক্ষণ,
প্রকৃতি ক'রেছে নিরূপণ !
তুমি তারে করিবে কি ব্যয়,
সৃষ্টির রহস্য-ভেদে নির্ব্বোধের ন্যায় ?
ও বন্ধু, নাও ত্বরা, শেষ করো সকল সন্ধান,
্য-মিথ্যা মাঝে জেনো সূত্রমাত্র শুধু ব্যবধান !
কিসের উপরে তব এ জীবন করিছে নির্ভর—
পারো কিগো দিতে সে উত্তর ?

৮৯

সত্য ও অসত্যে শুধু ভেদ একচুল,
একটি অক্ষরে লেখা কিবা সেই রহস্যের মূল !
পাও যদি সন্ধান তাহার,
পাবে খুঁজে নিখিলের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার
অজানিত কোথা প'ড়ে আছে ?
য়তো যেতেও পারো একেবারে বিধাতার কাছে !

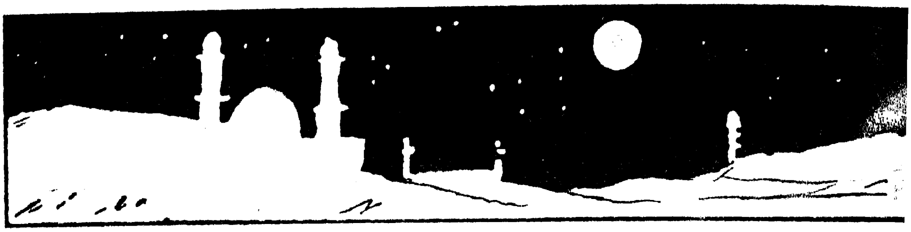
৯০

করুণার ইন্দ্রজালে যাঁর,
জীবনের বেদনা তোমার
পারদ-নির্ঝর সম দ্রুত ঝ'রে যায়,
যাঁহার গোপন স্থিতি ওতঃপ্রোত সৃষ্টির লীলায়,
ছোট-বড় নানারূপে দিকে-দিকে যাঁহার বিকাশ,
সবার মাঝারে থেকে তবু যিনি সদা অপ্রকাশ,
জরা-মৃত্যু-যৌবনের বিশ্ব-জোড়া বিবর্ত্তের মাঝে
একা সেই নির্ব্বিকারে নিয়ত বিরাজে !

৯১

মুহূর্ত্তের শুধু অভিনয়,
চ'লেছে লো এই বিশ্বময়,
সাঙ্গ হ'লে রঙ্গ-লীলা যবনিকা-পারে,
গাঢ়তম চির-অন্ধকারে
নট-নটী ক'রিছে প্রবেশ !
জীবনের অবসানে নাটকেরও হ'য়ে যায় শেষ !
তিনিই একাকী তাঁর আনন্দের অবসর ছলে
নিজেই রচেন নাট্য, নিজে অভিনেতা,
দেখেনও নিজেই কুতূহলে !

৯২



বৃথা কেন নির্নিমেষে আজ
চেয়ে রও মাঝে-মাঝে ভুলি' সব কাজ
নিঠুর এ মৃত্তিকার ধরণীর তলে,
অথবা ঊর্দ্ধের ওই চির-রুদ্ধ মেঘের মহলে ?
তুমি আজ 'তুমি' ব'লে তাই চেয়ে থাকো ;
কাল কি করিবে যবে—তুমি আর 'তুমি' রবেনাকো ?

৯৩

দেবতা মানব নিয়ে মিছে আর হ'য়ো না বিহ্বল,
তর্ক তুলে প্রতিদিন স্বর্গ-মর্ত্ত্য বিচারে কি ফল ?
কালের সমস্যা যত কালে হোক লয়,
জীবনে যেটুকু আজো র'য়েছে সময়,
সুরা-সংবাহিনী সখী—উচ্ছ্বসিত বক্ষতলে যার
যৌবনের যুগল আধার,
বেড়ি' তার ক্ষীণ কটি চপল ভঙ্গীতে
ডুবে যাও মিলন-সঙ্গীতে !

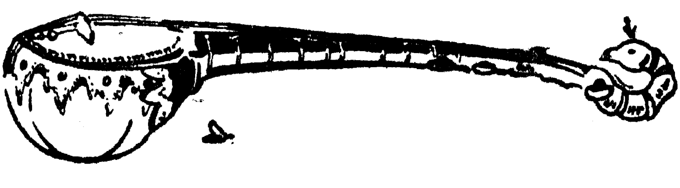
৯৪

লোকে বলে নাহি মোর
জ্যোতিষের গণনায় ভুল,
"বর্ষ-চক্রে" করিয়াছি
মানবের ইচ্ছা অনুকূল ।
তা'ই যদি সত্য হয়,
তবে সেটা সুনিশ্চয়
হ'য়েছে সম্ভব শুধু
তুলে দিয়ে পঞ্জিকা হইতে
যেকাল জন্মেনি আজও
আর যেটা ম'রেছে অতীতে !

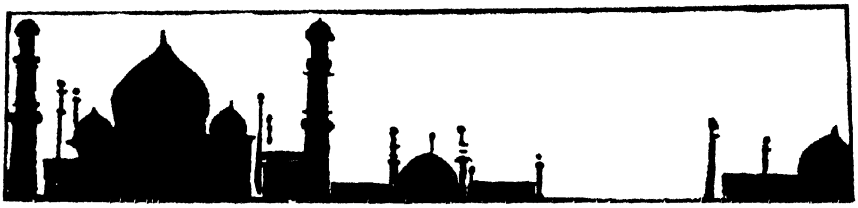
৯৫

দ্রাক্ষা-মধু নয়কি বধূ সৃষ্টি বিধাতার
নিন্দা করে আঙুর-রসের স্পর্দ্ধা এত কার ?
কে বলে এ পাপের ফাঁদ ?
এ যে বিধির আশীর্ব্বাদ,
পাত্র ভ'রে সমাদরে নিত্য করো পান,
হয় যদি এ অভিশাপই সেও তো তাঁর'ই দান !

৯৬



"সত্য সখী, অনুতাপে দগ্ধ শোচনায়
শপথ ক'রেছি আমি কত দিন হায়—
বৃথা বার-বার,
নিশ্চয় করিব এই উন্মাদিনী সুরা পরিহার!"



এই যে সঞ্জীবনী-সুধা
তৃপ্ত করে সকল ক্ষুধা,
হয় তো সখী একদা এর ক'রবো আমি ইতি,
আন্‌বে যেদিন সংস্কারে অনুতাপের ভীতি,
কিম্বা কোনো অপার্থিব সুধার প্রলোভন
ভুলায় যদি মন,
অথবা সই হঠাৎ যদি আসেই শেষের দিন
ভঙ্গুর এ ভৃঙ্গারও মোর ধূলায় হবে লীন !

৯৭

সুরাপান প্রেমগান
অপরাধ ভেবে যারা
থাকে সদা সাধু সেজে,
সুর-পুরে গেলে তারা,
দেব-লোক ক'রে দেবে
সুখহীন সেইদল,
সেথা গিয়ে অকারণে
বলো সখী কিবা ফল ?

৯৮

এ বড় বিস্ময়কর মানি !
আমাদের বহুপূর্ব্বে অগণিত কত কোটী প্রাণী
পার হ'য়ে আঁধারের রুদ্ধ দ্বারদেশ
অনন্ত অম্বরে যারা ক'রেছে প্রবেশ,
বলেনা তো কিছু তারা ফিরে এসে কেহ ?
পথের ইঙ্গিতমাত্র নাহি দেয় একটি বিদেহ !
অজানা সে ওপারের লইতে উদ্দেশ
নিজেদেরই তাই কিগো একে-একে যেতে হয় শেষ ?

৯৯

সাধু ভক্ত জ্ঞানী গুণী মনীষী-নিচয়
আমাদের বহুপূর্ব্বে হ'য়েছিল ধরণীতে যাদের উদয়,
তপোলব্ধ তত্ত্ব-কথা করিয়া প্রকাশ
অজ্ঞান-আঁধার যারা চেয়েছিল করিবারে নাশ ;
মোহাচ্ছন্ন ধরণীর তমসার তীরে
পুড়িয়া ম'রেছে যা'রা হাসি-মুখে সত্যের খাতিরে ;
সুপ্তির স্বপন টুটি',
সহসা জাগিয়া উঠি',
জলদ-গম্ভীরে ডাকি প্রতিবেশিগণে
যে বাণী শুনায়ে তা'রা সর্ব্বসুধীজনে
অনন্ত নিদ্রায় পুন পড়িয়াছে ঢলি',
গল্প-কথামাত্র হায় আজি সে সকলই !

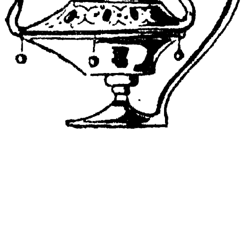
১০০

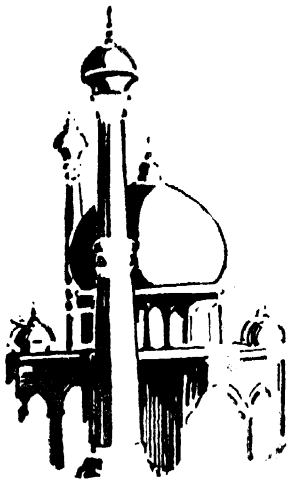
ধূলি মুছি' ধরণীর
আত্মা যদি ইচ্ছামত পারে
চ'লে যেতে শূন্য পথে
অবহেলে স্বর্গের দুয়ারে,
নহে কিগো এটা তা'র
দারুণ লজ্জার কথা তবে—
প'ড়ে থাকা এতকাল
মাটির এ দেহ ল'য়ে ভবে?

১০১

সত্য বটে পথের মাঝে
এটা একটা বস্ত্রাবাস—
যেথায় এসে ক্ষণেক ব'সে
ক'রবে শুধু শ্রান্তিনাশ
মৃত্যুলোকে ডাক প'ড়েছে
এমন রাজা বাদ্‌শা যারা!
দণ্ড-দুয়েক কাটিয়ে শুধু
বিদায় নিয়ে গেলেই তারা
অম্‌নি এসে মহাকালের
নিত্যসাথী 'ফরাস্‌' তাকে
আস্‌বে ব'লে নবীন অতিথ
নূতন ক'রে সাজিয়ে রাখে!

১০২



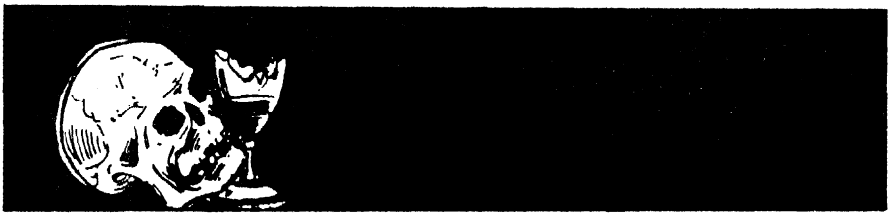


পাঠাইয়াছিনু একদিন
আমার আত্মারে সেই পরিচয়হীন
সুদূর অদৃশ্য-লোক যথা—
জানিবারে জীবনের ওপারের দু'-একটি কথা;
দীর্ঘ দিন পরে মোর আত্মা এসে ফিরে
ডেকে বলে ধীরে—
চেয়ে দেখ স্বামী,
স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি!

১০৩

পূর্ণ হ'তো মনস্কাম পারিতাম যদি
নেহারিতে হেথা নিরবধি
প্রাণময়ী কল্পনার মানসী-প্রতিমা,
আনন্দের না রহিত সীমা,
হ'লেও সে স্বজনের মিথ্যা মোহ মায়া—
তাহারেই লইতাম স্বর্গ ব'লে মানি';
অনুতাপে দগ্ধ মোর জীবনের ছায়া,
এই'ত সে নরকের মূর্ত্তি ব'লে জানি

১০৪



সেও ভালো, ওগো, সেও ভালো—
নিমেষে নিভিয়া যাওয়া জীবনের আলো!
বিশ্বের তালিকা হ'তে
সহসা প্রলয়-স্রোতে
মুছে যাওয়া আরও এক অভাগার প্রাণ—
সেই মোর বাঞ্ছিত বিধান!
নিশিদিন বিন্দু বিন্দু ঝরি'
নিত্য এই যেতেছি যে মরি'
নিঃশেষিয়া জীবন-প্রবাহ—
অসহ এ দাহ!
ব'হে আনে অভিশাপ অশক্ত জরার,
দিয়ে যায় তীব্র জ্বালা সন্তপ্ত ধরার!

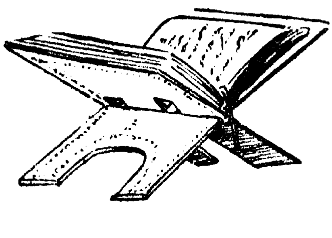
১০৫

তৃষার্ত্ত পথিক যদি
বারেক দেখিতে পায় দূরে
মরু-সরসীর ছায়া,
পরাণ উঠিবে তার পূরে;
হোক্ সে যতই ম্লান
অস্পষ্ট আভাসটুকু তার,
সে তবু ছুটিবে সেথা
পাসরিয়া পথ'-ক্লান্তিভার,
উঠিবে অবশ দেহ
নববলে উল্লাসে উদ্ভাসি'
দলিত পথের তৃণ
আবার যেমতি ওঠে হাসি!

১০৭

আবার নূতন করি' এ জগৎ সৃষ্ট যদি হয়,
তা'হলে নিশ্চয়
বিধাতার ধরি' দুটি হাত
নিয়তির গ্রন্থে আমি লিখাবো নূতন কোনো পাত—
রবে যাহে আমাদেরও নাম একধারে
অথবা ফেলিব তাহা মুছি' একেবারে!

১০৬



নিজেই গ'ড়েছে সে তো মানুষেরে হেন নিরুপায়,
তা'দেরই নিকটে তবে বলনা সে কেন পেতে চায়
রাং'এর বদলে খাঁটি সোণা?
যে ধন ধারে না কোনও জনা,
সে দেনা তাদের কাঁধে কেন বলো মিছে সে চাপায়?
এ কথা সুধানো বড় দায়!

১০৮



রোষ-রক্ত আঁখি হেরি ভয়েতে কি তার
দয়া বলি' মেনে লবো যত অবিচার ?
বলিব কি জোড়-করে—ওগো ভগবান,
একমাত্র জানি হেথা তুমিই প্রধান
জগতের ন্যায়বান প্রভু ?—
সে কাজ জীবনে আমি করিবনা কভু !
স্থান নাহি হবে মোর পান্থশালে আর
কাপুরুষ-উপহাস, নিয়ত ধিক্কার
শুনাইবে জনে জনে সুহৃদ-সভাতে,
হয়ত বা দূর ক'রে দেবে পদাঘাতে !

১০৯

সংজ্ঞাহীন মহাশূন্য হ'তে,
গ'ড়ে নিতে যেন কোনও মতে
যা'হোক একটা কিছু কল্পনার ছবি সচেতন
কেন এই তোমাদের চিরদিন প্রাণান্ত যতন ?
শাস্ত্রবাক্য নিষেধের ঈষৎ ব্যত্যয়ে
শাস্তি হবে মৃত্যু-দণ্ড—এই মিথ্যা ভয়ে
ক'রিবে কি সদা পরিহার
অনন্ত এ নিখিলের আনন্দ অপার ?

১১০

প্রখর উত্তাপ হ'তে
যাত্রিদল লভিতে আশ্রয়,
নগর-প্রাকার-পার্শ্বে
তরু-ছায়া যথা খুঁজে লয়,
দণ্ড-দুই অবসর
পরস্পর কাটাবার ছলে,
নব-পরিচিত সনে
প্রীত-মনে কত কথা বলে
তেমতি এ বিশ্বপথে
পান্থ-জীব পরিচয়হীন
সংসারের তরু-ছায়ে
শ্রান্তি দূর করে কিছুদিন !

১১১

মোল্লা মিঞা, একটা কথা—এই অনুরোধ রে
শীঘ্র যা'তে ম'রতে পারি সেইটি শুধু দেখে
ধাক্কা তোমার উপদেশের স'ইছে না যে আর,
প্রাণটা নিয়ে টি'কে থাকাই উঠছে হ'য়ে ভ
চ'ল্‌ছি যত সিধে হ'য়েই—ব'ল্‌ছ তুমি বাঁকা,
দেখ্‌তে না পাও চোখে কিছুই, বচন শুধু
দোষটা আগে আপন চোখের সারিয়ে নিয়ে দ
মুছিয়ে দিতে এসো আমার অঙ্গ হ'তে কা

১১২





মরণ যেদিন আস্‌বে আমার দ্বারে,
জীবন-হারা এ দেহ মোর ভাসিয়ে দিও সুরার সুধা-ধারে
যাবার বেলা, শেষ-ফাগুনের পানোৎসবের গানে
ছড়িয়ে দিও অমৃত-সুর আমার কাণে-কাণে ;
আমায় যদি হয় প্রয়োজন প্রলয়-দিনে কা'রো,
মাটির কোলে কবর আমার খুঁজ্‌তে যেতে পারো,
সিক্ত-আঁখি স্মৃতির অশ্রুজলে
পান্থশালার প্রবেশ-পথের তলে !

১১৩

সুরা-পানটা মন্দ যদি মনেই করে কারুর মন,
দোষ দিও না সুরাপায়ীর—এইটি শুধু মোর নিবেদন !
থাক্‌তো যদি আমার তেমন অনধিকার-তত্ত্বে মতি,
তোমাদেরই মতন জেনো ভণ্ডামীতেই হ'তো গতি ;
তাই তো বলি'—ধর্ম্ম-কপট মন দিয়ে সব আজকে শোনো,
মদ্যপেরা ক'রুকনা কেউ দোষের ব্যাপার যেমন কোনও'
তোমরা যে সব তাদের চেয়ে হাজারগুণে অধিক পাপী
পারবে না কেউ এই কথাটা আর বেশিদিন রাখ্‌তে চাপি' !

১১৪

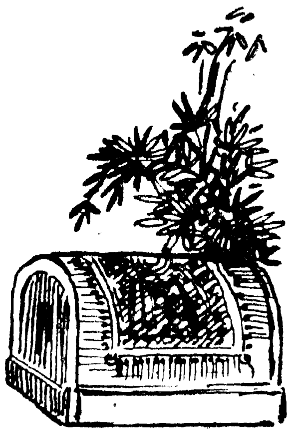
একটা দিনের জন্যে কেবল
এই জগতে থাক্‌তে এসে,
লাভটা শুধুই কষ্ট পাওয়া
দুঃখ-শোকের সঙ্গে হেসে !
পালিয়ে যেতে হবেই জেনো
অনুতাপের তীব্র দাহে
জীবন-প্রহেলিকার প্রশ্ন
মিটিয়ে নিতে পারবে না হে !

১১৫



চাহিল জানিবারে প্রতিমা একদিন
ভক্ত-জনে তাঁর ডেকে,
পূজিছ কেন বলো পাষাণ-রূপ-মম
কী গুণ আছে এর দেখে ?
পূজারী কহে তাঁরে—নিখিল-পতি যিনি,
সৃজন-কাজ যাঁর হাতে,
প্রকাশ হন তিনি আপন গৌরবে,
তোমার দু'টি আঁখিপাতে
অরূপ দেবতার অতুল রূপরাশি,
তাহার কণা পরিমাণ,
তোমার মাঝে দেবী অসীম কৃপাবশে
করেন তিনি যে গো দান !

১১৬



তরুণ প্রিয়, হৃদয় হর'
মুগ্ধ করো প্রণয়-জালে,
এগিয়ে চলো পরাণ-জয়ী
রূপের তব পূর্ণ তালে !
তীর্থ চেয়ে পুণ্য বেশী
একটি যদি হৃদয় ভরো,
তাই তো বলি তীর্থ ফেলে
চিত্ত-জয়ে যাত্রা করো ।

১১৭

দুঃখ তোমার বাড়িয়োনা আর
আক্ষেপে হে বন্ধু বৃথা,
অন্যায়ের এ জগৎটাতে
জ্বালিয়ে রাখো ন্যায়ের চিতা !
মিথ্যা যখন এই ধরণী—
তখন হেথা কিসের ভয় ?
দূর ক'রে দাও ভাবনা যত,
কিছুই সখা সত্য নয় !

১১৮

তোমার গলার মালায় যে-সব মুক্তা অগণন,
জানো কি তার কোন্‌টি ছিল কোন্ সাগরে
ওই যে মণি-মাণিক তোমার জ্ব'লছে অলঙ্কারে,
জন্মেছিল কোন্ খনিতে চিন্‌তে পারো তারে ?
লুট্‌তে পারে বসুন্ধরার বক্ষ চিরে যারা,
গুপ্ত-ধন-রত্ন শুধু ভোগ করে গো তারা !

১১৯

মন্দিরে কি মস্‌জিদে ভাই
প্রভেদ কিছুই নাই,
উভয় গৃহই ভক্তগণের
উপাসনার ঠাঁই,
ক্রুশের প্রতীক, কোষা-কোশী
কিম্বা জপের-মালা,
শঙ্খ-প্রদীপ ধূপ-ধূনা বা
চেরাগ্ বাতি জ্বালা,
সকলই সেই একজনেরই
পূজার উপচার,
বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন প্রথায়
অর্চ্চনা হয় যাঁর !

১২০



ঘুমের সুদাখ অবসর !

কিছুই সথা সত্য নয় !

ওগো প্রিয়, তোমার বিরহে
নাহি দহে
যাহার হৃদয়,
কোথা আছে হেন নিরদয় ?
এত অন্ধ বলো আঁখি কা'র
যে তোমার
দেখা নাহি চায় ?
যতই উপেক্ষা করো তবু জেনো হায়,
তোমারই চরণ স্মরি',
আগ্রহে অঞ্জলি ভরি,
ত্রিভুবন আছে প্রতীক্ষায় !

১২১

সকল আনন্দ মোর
সজ্ঞানে রহিলে নিভে' যায়,
সুরা-মত্ত হই যবে,
একেবারে চেতনা হারায় !
এ-দুয়ের মাঝামাঝি
যতটুকু বাঁচিবারে পাই
ভাল লাগে তা'ই।
নহি মত্ত একেবারে—নহি সচেতন,
সেই মোর প্রকৃত জীবন !

১২২

কোন্ প্রমাদে পরাণ কাঁদে
এমন ক'রে ওমার—
দুঃখ কিসের তোমার ?
ভাগ্য নেহাৎ মন্দ ভেবে মিথ্যা করো খেদ,
দাও ডুবিয়ে আনন্দে হে জীবন-ভরা ক্লেদ !
পাপীর শুধু আছেই জেনো তাঁর দয়াতে অধিকার,
পাপ করেনি জন্মে যে জন,
বিধির কৃপায় কী দাবী তার ?

১২৩

ক্ষণস্থায়ী তোমার জীবন
বৃথা কেন করো ক্ষয়
তন্দ্রা থাকে বিরচি' শয়ন ?
জাগো প্রিয়ে, জাগো জাগো, দিন ব'য়ে যায়,
বাসনার রক্ত-রাগে রঙীন গোলাপ
ফোটে কি লো অলস নিশায় ?
সুপ্তি—সে তো মৃত্যুর দোসর !
তারে না করিও সখী রজনীর নর্ম্ম-সহচর
বেঁচে হেথা রবে যে ক'দিন।
সমাধির শূন্য-গর্ভে হ'বে যবে এ দেহ বিলীন,
পাবে তো সে মৃত্যু-ঢাকা মৃত্তিকার বুকের ভিতর,
ঘুমের সুদীর্ঘ অবসর !

১২৪



ওগো সাকী, নিয়তির তরঙ্গ-তাড়নে
জীবন-তরণী যদি হয় কূলহারা,
না মেলে আশ্রয় যদি পথ-শ্রমে হ'লে মোরা সারা ;
কিছু নাহি আসে যায়, আমাদের করে
পান-পাত্র পূর্ণ যদি থাকে,
সত্য রবে সাথে-সাথে নির্দ্দেশিতে পথ
জীবনের সকল বিপাকে !

১২৫

আনো, আনো, সুরা আনো—
প্রাণ মোর নেচে ওঠে আনন্দ-উল্লাসে !
চাও সখী, ফিরে চাও, নিখিল জগৎ
তোমারেই আজি ভালবাসে !
সৌভাগ্যের সুখ সূর্য্যোদয়
স্বপ্নসম স্বল্পায়ু নিশ্চয়,
এ কথাটা ভুলো না জীবনে।
দিন চলে পলে-পলে ক্ষিপ্র-পদে রজনীর সনে
উত্তরিতে অনন্ত মরণে,
যৌবনের উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস
থাকেনাকো জেনো বারোমাস,
জলের জোয়ার সম জুড়াইয়া যায় একদিন
শুব্ধ-শান্ত-তরঙ্গ-বিহীন !

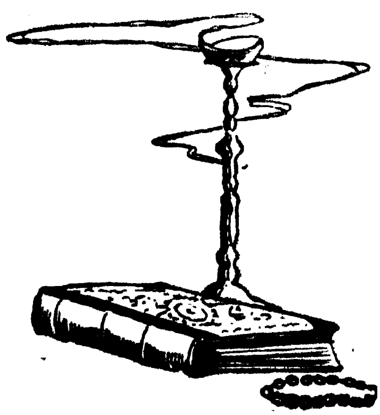
১২৬

আমোদ-স্রোতে গা-ভাসানো,
হ'চ্ছে জেনো আমার বিধান,
ধর্ম্মটাকে এড়িয়ে চলাই,
আমার মতে ধর্ম্ম প্রধান !
ভাগ্যদেবী পত্নী মম,
নেয় না কিছু ক'রলে দান
বলে—আমার চাইনে কিছুই,
ফূর্ত্তিতে থাক্ তোমার প্রাণ

১২৭

একটি চুমুক সরস সুরা
শ্রেষ্ঠ অনেক রাজ্য চেয়ে,
সে দেয় ফেলে রাজার মুকুট
সিংহাসনও ধূলায় ছেয়ে !
সবার চেয়ে মধুর জেনো
প্রেমিক জনের দীর্ঘশ্বাস,
তার তুলনায় তুচ্ছ অতি
ভক্ত-হৃদের মুক্তি-আশ !

১২৮



চোখ রাঙিয়ে স্বধর্ম্মী সব
শাস্তি যাচে পাপের মম,
নিত্য তখন নির্ব্বিকারে
মূর্ত্তি-পূজার ভক্ত সম
যুক্ত-করে শ্রদ্ধাভরে
সঙ্গোপনে দিবস-যামী,
মোর মানসী দেবীর পায়ে
মনের ব্যথা জানাই আমি !
মদ্য-পানের অন্যায়েতে
যদিই আমার শাস্তি ঘটে,
সুরাই তবু চাইব আমি,
যা' থাকে মোর ভাগ্য-পটে !

১২৯

সবাই বলে মাতাল যারা
নরক ঘেঁটে ম'রবে তারা !
আহাম্মুকে দেখায় ভয়,
সত্য সথী মোটেই নয় ;
কাণ দিও না ওটায় তুমি,
স্বর্গ হবে শ্মশান-ভূমি,
সুরা-সেবক কেউ না পান
সেথায় যদি থাকার স্থান !

১৩০





বিষাদে মলিন মুখ
আকাশের অশ্রু পড়ে ঝরি' ;
পিপাসিত পুষ্প ওঠে
বিকশিয়া তা'ই পান করি' !
সে ফুলের শোভা হেরি'
তৃপ্তি লভে নিখিল নয়ন,
মধু-গন্ধে মুগ্ধ হয় মন !
না জানি সে কার প্রীতি করিতে সাধন
আমার এ দেহ লভি'
মৃত্তিকার মোহ-আলিঙ্গন
প্রাণহীন সে ভূমির ধূলি-কণা-পরে
কুসুম ফুটাবে থরে-থরে !

১৩১

পশু-পক্ষী-তরু-লতা
সচেতন সর্ব্বপ্রাণী মাঝে,
জীবনী-রসের সুরা
শতরূপে সতত বিরাজে,
পাত্র যদি পান্থশালে
চূর্ণ হয়, হোক্ শতবার ;
অবিকৃত রবে সুরা,
ধ্বংস নাহি এ জগতে তার !

১৩২

সেদিন দেখি পানশালাতে,
সুরা-পায়ীর পাত্র হাতে,
দেওয়ানা এক ফকীর এলেন জ্ঞানী !
নিলেম দেখে কৌতূহলে
তখনও তাঁর কুক্ষি-তলে,
উপাসনার ছোট্ট আসনখানি !
অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসিলাম—প্রভু !
আজকে হঠাৎ ব্যাপার কী এ ?
হেথায় কেন ও-সব নিয়ে ?
আসেন না তো কেউ এখানে কভু !
ব'ললে সাধু কাঁধটি আমার ধ'রে—
বিশ্ব কেবল শূন্য ফাঁকা
পান ক'রে যা নিত্য আমোদ ক'রে !

১৩৩

সুরায় জীবন আমি
ক'রে যাবো ভোর ;
ফুরাতে না দিব কভু
পাত্রখানি মোর ;
আমার কবর হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া দিবস-রজনী,
সুরার সুরভি-ধারা
আমোদিত ক'রিবে ধরণী,
যে-কেহ আসিবে মোর
সমাধির পাশে
হবে প্রীত-পুলকিত
আসব-সুবাসে !

১৩৪

এই সরাইয়ের পানশালাতে
ঠিক ক'রেছি আমার ব
একূল ওকূল দু-কূল বেচে
থাকবো হ'য়ে সুরার দা
আশীর্ব্বাদের নাইকো আশা,
ভয় করিনি অভিশাপে
স্বর্গ-লোভে হইনি পাগল
দিইনিক' ডুব অনুতাপে
চাইনে আমি ছাড়িয়ে যেতে
পঞ্চ-ভূতের স্নেহের মায়া
থাক্‌বো প'ড়ে এইখানেতেই,
জড়িয়ে ধ'রে যমের ছায়া

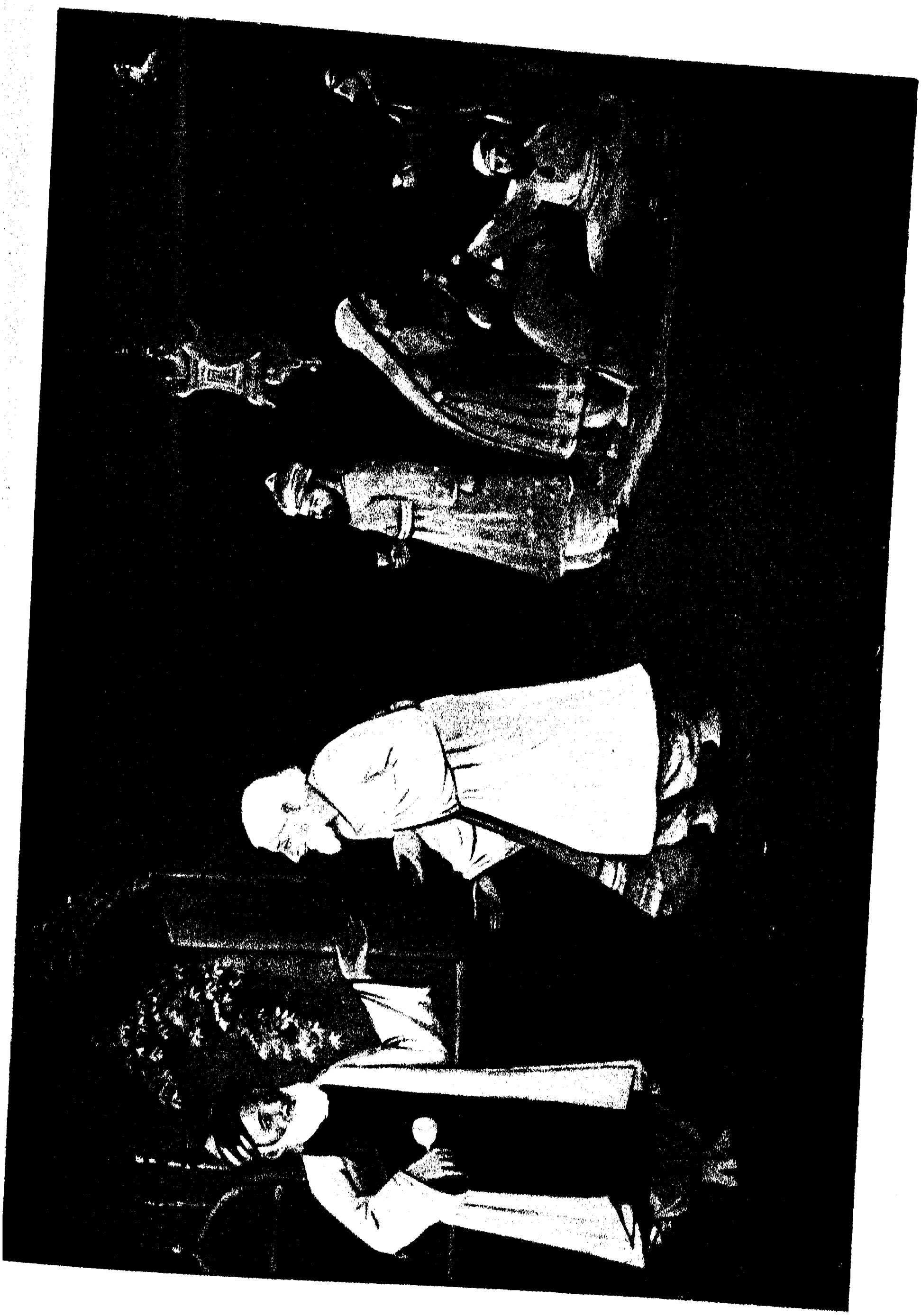
১৩৫

বুন্‌লে বটে খায়াম বুড়ো
জ্ঞান-তাঁবুতে অনেক দ
আজ সে তবু মরছে পুড়ে
তপ্ত অনল-কুণ্ডে পড়ি' !
জীবন-ডুরি ছিন্ন ক'রে
দিয়েছে তার মৃত্যু-অসি,
ভাগ্য গেছে ছড়িয়ে শিরে
লাঞ্ছনা আর ঘৃণার মসি

১৩৬



"সেদিন দেখি পানশালাতে,
সুরা-পাত্রীর পাত্র হাতে,
দেওয়ানা এক ফকীর এলেন জ্ঞানী !
চেয়ে দেখলেম কৌতূহলে
তখনও তা'র কুক্ষি-তলে,
নিত্য-নমাজ-উপাসনার ছোট্ট আসনখানি !"





সুরা বিনা বেঁচে থাকা—বিড়ম্বনা সার ;
কবির কণ্ঠের গান,
বাঁশরীর কলতান
সুরার অভাবে সখী, কিছুই লাগে না ভাল আর !
ত্রিলোক সন্ধান করি দেখিয়াছি ঘুরি বার-বার,
বিনা হেথা আনন্দ কেবল
জীবনের তরু-শাখে ফলে কটু ফল !

১৩৭

ওগো যত নীতিবিদ্ !
এ তো দেখি তোমাদেরই রুচির বিকার,
মামারে নিন্দিয়া কেন,
অকারণে মোর প্রতি করো অবিচার ?
রা আর সুন্দরীর উপাসনা ছাড়া
ক'রি না তো এ জীবনে কোনো মহাপাপ !
রই তরে শিরে মোর কেন দিতে চাও
ঘৃণিত এ অখ্যাতির এতখানি চাপ !

১৩৮

কোথায় করুণা তব ?—
নিমজ্জিত পাপে আমি অতি,
আঁধার হৃদয় মোর !
কোথা তব পুণ্যময় জ্যোতি ?
পাই যদি স্বর্গ আমি,
দীর্ঘকাল তপস্যার পরে,
সে তো হবে উপার্জ্জন !
নহে সে তো পাওয়া তব বরে ?

১৩৯

একান্ত দুর্ব্বল-চেতা যারা,
ধরণীর মায়াটুকু তারা
পারে না ত্যজিতে কভু হৃদয়ের বলে,
দয়ার ভিখারী হ'য়ে দুঃখ-সাথে সন্ধি ক'রে চলে
বিশ্বের অঙ্গনে আজীবন।
জগতের মোহ-মুক্ত যাহাদের মন,
তাহাদেরই তরে শুধু তোলা থাকে ধাতার আশিস
অন্য জনে লভে শুধু জগতের মন্থনের বিষ !

১৪০



মাটির এ মূর্ত্তি মোর
গ'ড়েছেন যবে ভগবান,
সেদিনই হ'য়েছে ঠিক
আমার যা' ভবিষ্য-বিধান !
তাঁর ইচ্ছা বিনা মোর
কোনো কাজ সাধ্য নয় যবে,
আমার নরক-বাস
শাস্তি হওয়া উচিত কি তবে ?

১৪১

দয়া যদি কৃপা তব,
সত্য যদি তুমি দয়াবান,
কেন তবে তব স্বর্গে
পাপী কভু নাহি পায় স্থান ?
পাপীদের দয়া করা
সেই তো দয়ার পরিচয়;
পুণ্য-ফলে কৃপালাভ
সে তো ঠিক দয়া তব নয় !

১৪২



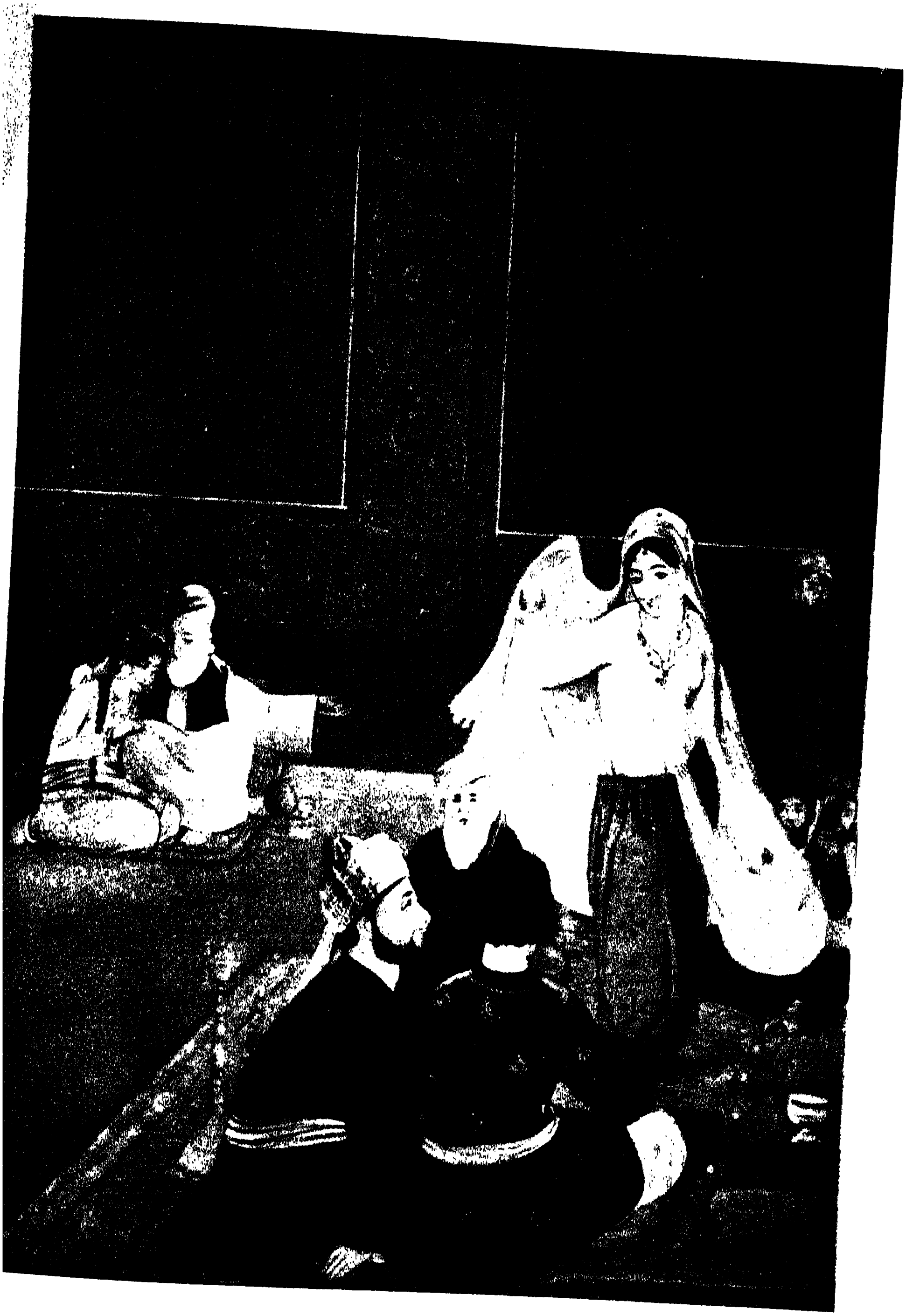
নহে তো এ সুরা-পাত্র,—এ যে ব্রহ্ম-
গর্ভে এর দ্রবীভূত রক্ত-বর্ণ মণি !
দেহ মাত্র পানাধার, মদিরা জীবন
স্ফটিক-ভৃঙ্গার এ'রে পেয়ে ফুল্ল-মন,
এ যেন গো প্রেমিকের শান্ত আঁখিজল,
রুধিরাক্ত ক্ষত হৃদি করে সুশীতল।

১৪৩

করো করো সুরা পান,
মৃত্যুজয়ী এ যে প্রাণ,
কঠোর তপের তব মহা-পুরস্কার;
যৌবন সিদ্ধির সীধু,
কলঙ্ক-লাঞ্ছিত বিধু,
ত্রিতাপ-জুড়ানো এ যে ওষধির সার
ফাল্গুনের ফুল-বনে
বসন্তের বার্ত্তাবহ অগ্রদূতসম,
চির-অভ্যাগত সুরা
শ্রেষ্ঠ বন্ধু, জীবনের সর্ব্বপ্রিয়তম !
সুরা-সঙ্গিনীরে দাও
বক্ষে তুলি বার-বার গাঢ় আলিঙ্গন,
নিরানন্দ বিশ্বে একা
সুরামাত্র মানবের প্রকৃত জীবন !

১৪৪

"এই সরাইয়ের পানশালাতেই
ঠিক ক'রেছি আমার বাস!
একূল-ওকূল দু'-কূল বেচে
থাকবো হ'য়ে সুরার দাস!"



পান করো, পান করো,
পূর্ণ-পাত্র ওষ্ঠে ধরো,
থাক্ প্রাণ সুরা-সারে ভ'রে
ফুরায়ে আসিলে দিন,
দেহ-মন হবে ক্ষীণ,
মরণে চেতনা লবে হ'রে!
অনন্ত নিদ্রার কোলে
যেদিন পড়িবে ঢ'লে,
মৃত্তিকার সমাধি-শয়নে,
প্রিয়া সেথা নাহি রবে,
বেদনার অনুভবে
মুছাইতে বাষ্প দু'নয়নে;
বন্ধু কেহ আসিবে না,
রূপসীরা হাসিবে না,
নিশি-দিন নিঃসঙ্গ কবর
চাপিয়া ধরিবে প্রাণ,
প্রণয়ের কলগান
করিবে না জীবন মুখর!

১৪৫

আজি এ মিলন-রাতে, ঢালো, ঢালো, সুরা ঢালো,
গাও সখী, গাও প্রেম-গান;
তোমার অধরে থাক্ শান্ত হ'য়ে সারা নিশি
আমার এ দুরন্ত পরাণ!
ঢালো, ঢালো, সুরা ঢালো, জীবনের সুখ আলো,
ও রাঙা কপোল সম লাল,
চিত্ত মোর বিক্ষোভিত, এলায়ে প'ড়েছে যেন
তোমার আকুল কেশ-জাল!

১৪৬



চির অন্ধ তমসায় সে হৃদয় থেকে যায় কালো,
জ্বলে না যেখানে কভু প্রেমের অম্লান-স্নিগ্ধ আলো;
হয়নি কখন যার প্রেমের আবেগে মত্ত মন,
ব্যর্থ তার সমস্ত জীবন!
অভাগা সে, মেটে নাই কভু যার প্রণয়ের সাধ,
পায়নি জীবনে কভু যে কাঙাল প্রেমের প্রসাদ!
প্রেমহীন সে জীবন একান্ত নিষ্ফল জেনো তার,
যার চেয়ে ব্যর্থ হায় ধরণীতে নাহি কিছু আর!

১৪৭

'অর্থ নারে মানুষেরে করিতে রসিক'—
মানি আমি তোমাদের এ কথাটা ঠিক;
কিন্তু যদি রসিকের অন্ন নাহি জোটে,
বিশাল এ ধরণীর পদতলে লোটে
শ্যাম-স্নিগ্ধ যে কোমল শষ্প-আস্তরণ,
তারে যেন মনে হয় কণ্টক-শয়ন,
সচ্ছল সময়ে শুধু দেখা যায় প্রিয়ে,
আধ ফোটা গোলাপের বিম্বাধরে হাসি.
অভাবের অনটনে ক্ষুব্ধ প্রাণ নিয়ে
সদ্য-ফোটা শতদলও মনে হয় বাসি!

১৪৮



নিয়তির চক্র সখী সুখ-মুগ্ধ অসংখ্য হৃদয়
করিয়াছে শোক-বজ্রাহত,
অস্ফুট-গোলাপ-কলি অসময়ে দিয়াছে ফেলিয়া
অনাদরে মৃত্তিকায় কত !
টানিয়া ছিঁড়িয়া কেন আপনারে দলিতেছ' তুমি
জোর করি' সজীব-যৌবনে ?
ফোটার আগেই ওগো জান'না কি গিয়েছে শুকা'য়ে
ফুল-কলি কত' না বিজনে !

১৪৯

অকপটে যে বাসে লো ভালো,
সে কভু না দেখে তার প্রণয়িনী রূপসী কি কালো !
হোক্ সে দরিদ্র দীন,
সর্ব্ব-আভরণ-হীন,
অথবা ধনীর বালা বহুমূল্য বেশ
প্রেমিকের প্রেম কি গো কম-বেশী হয় তাহে লেশ ?
থাক্ না পালঙ্কে শুয়ে অথবা সে পথ-ধূলি-'পরে
যায় যদি যাক্ চ'লে স্বর্গলোকে দেবতার বরে,
কিম্বা যদি কর্ম্মদোষে নরকেই হয় তার বাস,
যথার্থ প্রণয়ী কভু নাহি ছাড়ে প্রিয়-বাহুপাশ !

১৫০

রূপ-গর্ব্বে লো গরবী রাণি !
তোমার এ কমনীয় রম্য দেহখানি,
এই তব যৌবনের অনিন্দ্য আধার,
জানো কিগো নহে তা তোমার
এই যে আকাঙ্ক্ষা তব—
লালসার নিতি নব
তৃষা ও মনের,
সকলি ও অজানা জ
করতলে রাখি শির বসি নিরজনে,
ভাবো যদি একথাটা কভু মনে-মনে
রবে না বুঝিতে বাকী এ রহস্য আর
কার মাথা রাখিয়াছ করতলে কার ?

১৫১

মূর্খ যারা নিরক্ষর ভাগ্যবশে আজি ধনবান,
তাহাদেরই ভাগ্যে জোটে ইরাকের শ্রেষ্ঠ সুরা
যা' কিছু উত্তম যত্ন খুঁজে পেতে এনে রাখে ঘ
অকেজো আনাড়ী কারি
তুর্কী-তরুণীরা, যারা যোগ্য শুধু করিতে রঞ্জন
বীর্য্যবান পুরুষের মন,
তা'দের বিলোল-হাসি বিলায় বিফলে,
নিতান্ত অজাত-শ্মশ্রু বালকের দলে !

১৫২



শাস্ত্রে বলে স্বর্গে গেলে
চ'লবে আমার মদ্য-পান
অপ্সরীরা নৃত্য-গীতে
নিত্য সেথা তুষবে প্রাণ,
মর্ত্ত্যে কেন কেবল তবে
ওই দু'টোতেই জোর্ মানা
ক'রবে লোকে মদের ঝোঁকে
হয়তো বা কু-কাজ নানা,
এই ভয়ে কি ব'লতে হবে—
পান করাটাই মস্ত পাপ,
এ যে তোমার বিধান-দাতার
বেয়াড়া সব শাসন-চাপ!

১৫৩



কেবল আশায় আমি এ জীবন করিয়াছি ক্ষয়,
বিন্দুমাত্র সুখ কভু করিনি সঞ্চয়,
আজ তাই মনে শুধু জাগে এই ভয়,
স্বল্প এ জীবনে যদি না পাই সময়,
প্রতিশোধ নিতে সেই ধৃষ্ট বিধাতার
অদৃষ্টের পরিহাস ব্যঙ্গ শুধু যার!

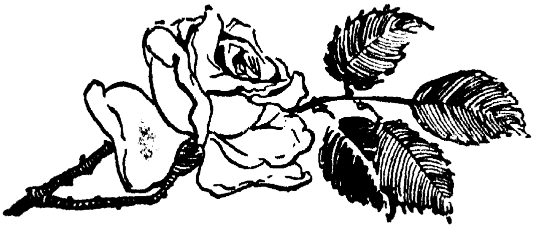
১৫৫

জীর্ণ মোর যৌবনের মনোহর সাজ
ঝরিয়া মরিয়া গে'ছে আজ!
জীবনের বাসন্তী-নিশায়
সুখ-পিপাসায়
ফুটেছিল যত মধু ফুল
একে একে হ'য়েছে নির্ম্মূল!
ওগো মোর যৌবনের রাণি!
নাহি জানি
কবে তুমি এসেছিলে ভুলে—
চলে গেছ' কবে পুন' একা মোরে ফেলিয়া অকূলে!

১৫৪

হে আমার রাজরাজেশ্বর!
কী কাজ তোমার বলো
দীন এই ভৃত্য'পরে করিছে নির্ভর?
আমার অন্যায় কোনও দোষ-ত্রুটি-অপরাধে প্রভু
তোমার কি অপমান হ'তে পারে কভু?
ক্ষমা করো—দয়া করো দুর্ব্বলেরে দেব,
ভ্রান্তজনে শাস্তি দেওয়া তোমার কি সাজে?
তুমি যে দয়াল-দাতা, স্নেহপূর্ণ প্রাণ
অক্ষমের ব্যথা যে গো বুকে তব বাজে!

১৫৬





আরক্ত গোলাপ সম
রূপে রসে অনুপম
সুন্দরীরে কামনা যে করে,
ক্রূর-কাঁটা নিয়তির
ক্ষুর-ধার তীক্ষ্ণ-তীর
বেঁধে যদি কভু বক্ষ'পরে
তাহাও সহিতে তা'রে হ'বে !
মৃগশৃঙ্গ মাত্র শুধু ছিল এই কঙ্কতিকা যবে
পারেনি সে পরশিতে সেরূপে কখনও
আমার প্রিয়ার চারু কেশ—
যতক্ষণে আপনারে শতখণ্ডে ক্ষত না করিয়া
সহিয়াছে নিদারুণ ক্লেশ !

১৫৭

ওই যে নিশ্চল স্থাণু পাষাণ পর্ব্বত
প্রাবৃটের পুলকিত মত্ত শিখীবৎ
উল্লাসে নাচিবে সেও প্রফুল্ল পরাণ
মাত্র যদি পাত্র-দুই সুরা করে পান !
অভাগা সে—নিন্দা করে সুরার যে জন ;
সুরা এনে দেয় জেনো মৃতের জীবন !

১৫৮

শিশির-তিলকে উষার তুলিকা
সাজাতো যখন কুসুম-
সুনীল-বসনা স্থল-কমলের
কাঁপিয়া উঠিতে ঘোম্‌টা-জা
বুকের নিচোল পাপ্‌ড়ি-আঁচল
সরমে ঢাকিত গোলাপ-কলি
নিলাজ মলয় চপল চরণে
অঙ্গে যতই পড়িত ঢলি !

১৫৯

জীবন-বিভীষিকা যাকে
মৃত্যু-ভয়ের চাইতে মারে,
মরণ তাকে ভয় দেখাতে
এমন কি আর অধিক পারে
দিনকতকের মেয়াদ শুধু
ধার-করা এই জীবনটা মোর
হাস্যমুখে ফেরত দেবো
সময়টুকু হ'লেই রে ভোর !

১৬০



"হে আমার রাজরাজেশ্বর !

কী কাজ তোমার বলো

দীন এই ভৃত্য'পরে করিছে নির্ভর ?"





মানবের সুখলিপ্সু ইন্দ্রিয়-নিচয়
অবিরত কাণে কাণে কয়
নাও' নাও' ভোগ ক'রে নাও
সহস্র দুঃখের মাঝে যতটুকু সুখ হেথা পাও!
তারা বলে—ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন
নহে ইহা চিরশ্যাম তৃণের মতন
নিষ্পেষিত হ'য়ে তবু উঠিবে আবার,
জীবন দলিত হ'লে জাগেনাক' আর!

১৬১

আঁধার জীবন পথে
রূপসীর আঁখি হ'তে
দীপ্তিটুকু করিয়া গ্রহণ
মোমের প্রদীপ সম
জ্বলে ধীরে হৃদি মম
তিলে তিলে দহে আজীবন!
সেই বহ্নি বুকে ধ'রে
হৃদয় উৎসর্গ ক'রে
আপনারে দিই বলিদান—
রূপানলে পতঙ্গ সমান!

১৬২

ভবিষ্যতের অন্ধকারে
দৃষ্টি দিতে ব্যস্ত কেন?
তত্ত্বকথা ভাবতে ব'সে
মিথ্যা তব ক্লান্তি হেন?
চিন্তামণির চিন্তা ওটা;
করুন তিনি তাঁর যা' কাজ,
তুচ্ছ তুমি লুপ্ত হ'লে
আট্‌কাবে না সৃষ্টি আজ!

১৬৩

ফিরিয়া সন্ধানে তব
যুগে-যুগে হতাশ ভুবন
পায়না তোমার দেখা
নিখিলের ধনী কি নির্ধন
আছ' তুমি আমাদের
একান্ত নিকটে জানি প্রভু,
বধির এ কর্ণ হায়,
নাহি পায় পদ শব্দ তবু!
আমাদেরই দৃষ্টি-পথে
জেগে আছো অপূর্ব্ব প্রভায়,
তবু এই অন্ধ-আঁখি
রূপ তব দেখিতে না পায়!

১৬৪



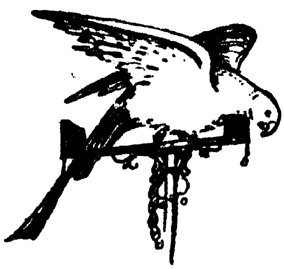


দেখা যদি পেতে চাও তাঁর
ছাড়ো এই অনিত্য সংসার
ছিন্ন করো জীবনের যত কিছু কঠিন-বন্ধন !
জগতের শতপাকে বদ্ধ জীবগণ
পাবেনা দেখিতে কভু তাঁরে
বৈরাগ্যের কঠোর কুঠারে
স্বজনের মায়া-মোহ-পাশ না যদি করিতে পার নাশ !

১৬৫

বনের বিহগ সম
এসেছিনু হেথা আমি উড়ে
ইচ্ছা ছিল নীড় মম
বাঁধিবারে উচ্চ কোনো চূড়ে।
কিন্তু হেথা কেহ নাই
উপায় যে দিতে পারে ব'লে
এসেছি যে পথে তাই
ফিরে যাই সেই পথে চ'লে !

১৬৬



সত্য নহে এই সৃষ্টি,
শূন্যে এটা স্বপনের ছায়া
জ্ঞানী জনে ব'লে গেছে'
এ জগৎ শুধু মিথ্যা-মায়া
ভুলে গিয়ে এ'র চিন্তা
পান করো প্রফুল্ল অন্তরে
মিথ্যা-মায়া-স্বপ্ন-জালে
চিত্ত কেন বৃথা ঘুরে মরে

১৬৭

যেদিন প্রথম প্রেম অভিভূত করিল আমা
মূর্ত্তি ধরি' এল যেন সুখ,
অন্তর চাহিল কত কহিবারে অকথিত-বাণী
রসনা রহিল তবু মূক,
নির্ঝরের তীরে আসি তৃষাতুর হৃদয় তথাপি
মরিল অতৃপ্ত পিপাসায় !
এ হেন বিস্ময়কর সকরুণ কাতর মরণ
দেখেছে কে জগতে কোথায় ?

১৬৮



পান করি, করি প্রেম,
এই যদি অপরাধ
ক্ষমা করো সাধুবর
ছাড়ো মিছে এ বিবাদ ;
থাকো তুমি জপে ব'সে
দাড়ি নিয়ে মালা হাতে
আমি রবো সুরা আর
প্রণয়িনী-প্রিয়া সাথে !

১৬৯

দৈবের দৌরাত্ম্য সহি মিছে কেন আর
চিত্তের শান্তিরে তব করিছ সংহার ?
পান করো তার চেয়ে পাত্র পূর্ণ করি'
অনবদ্য-আঙুরের গোলাপী নির্যাস ;
দূরে যাবে দুর্ভাগ্যের দুর্ভাবনা যত
দুর্ব্বল এ অন্তরের সর্ব্ব দুখ-ত্রাস !
এ-জগৎ হত্যাকারী;
বধিতেছে নরনারী
অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুর পীড়নে
তাহাদেরই ব্যথাতুরা
বক্ষ-রক্ত সম সুরা
ক্ষরিছে দ্রাক্ষার লক্ষ স্তনে !
এ রুধির পান করি প্রতিশোধে যাপিব জীবন
ঘাতকের রক্তে বলো কে না করে শোণিত-তর্পণ !

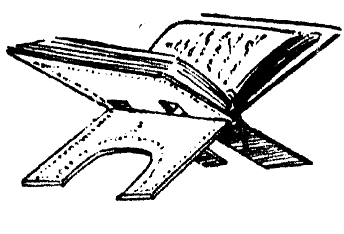
১৭০

জগদীশ ! জগতে তোমার
মানুষই সৃষ্টির মাঝে সার,
আছে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার
জীবনের আনন্দ অপার !
সংসার-চক্রটি তব সে যে
নিয়েছে অঙ্গুরী সম গণি'
নানা রত্ন মাঝে শোভে যার
মনুষ্যত্ব চির-মধ্য-মণি !

১৭১

এক হাতে মোর কোরাণ শরীফ্
মদের গেলাস অন্য হাতে
পুণ্য-পাপের, সৎ-অসতের
দোস্তি সমান আমার সাথে
নীল-পাথরের ওই যে আকাশ
আমায় দেখে নির্নিমিথ্ !
ভাবছে আমি নই মোস্লেম্—
কাফেরও তো নইক' ঠিক্ !

১৭২





ওগো রাণি, রাজেন্দ্রাণি, নির্ম্মম পাষাণি !
আমারে বাঁধিতে তব কেন এ প্রয়াস নাহি জানি ;
নির্দ্দোষীরে দণ্ড দিয়ে বলো দেবী কী আনন্দ পাও ?
রাজার কুমারে তুমি ভিক্ষুক করিতে কেন চাও ?
অক্ষমে করিতে জয় ল'য়ে তব সমগ্র বাহিনী
আক্রমণ করা হেন বারে-বারে সাজে কি গো রাণি ?
মোর অস্ত্র নানাছলে ভুলায়ে করিয়া অধিকার
আমারেই করিবে প্রহার ?
এ তো নহে বীরাঙ্গনা রমণীর যোগ্য ব্যবহার !

১৭৩

ভাগ্য যদি তোমার কাছে
থাক্‌তে না চায় অচঞ্চল
আট্‌কে রাখো গায়ের জোরে
নেই কি তোমার বাহুর বল ;
নিদয়া ওই দেবীর কৃপা,
দস্যুসম লুঠ ক'রে নাও
নিঃশেষে আজ নিঃস্ব করো
ভাণ্ডারে তার যা কিছু পাও
অন্য জনের আলিঙ্গনে
ভাগ্যবতী থাকেন যদি
তোমার ঘরে দেবীর দেউল
শূন্য রবেই নিরবধি !

১৭৪

গতনিশি না হইতে ভোর
গোপনে স্বপন-প্রিয়া মোর
ভুলাল' গো হৃদয় আমার !
পরিপূর্ণ পাত্রখানি তার
অধরে ধরিয়া যবে সাধিল করিতে মোরে পান,
কহিলাম করজোড়ে—ফিরাইয়া লহ তব দান
আজিকার মতো মোরে ক্ষম !
সে কহিল—কথা রাখ' মম
আমার প্রীতির লাগি পান করো আজি প্রিয়ত

১৭৫

গত রাত্রে নদী কূলে শুয়েছিনু সুখে
ক'রে লয়ে পান-পাত্র প্রেয়সীরে বুকে,
উঠেছিল রূপে তার উদ্ভাসি অন্তর,
মুক্তা যেন সমুজ্জ্বল শুক্তির ভিতর !
হেন কালে কণ্ঠ কার ধ্বনিল শ্রবণে
'রজনী ফুরালো আর থেকনা শয়নে !'

১৭৬



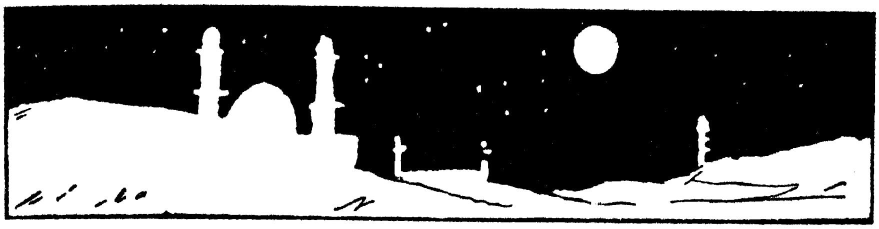
ক্ষমা করো, সর্ব্ব অপরাধ,
এই হাত, পুরাইতে সাধ
পান-পাত্র করেছে' গ্রহণ
পান্থশালা-পথে প্রভু, প্রলোভনে প'ড়েছে চরণ !

অন্য জনের আলিঙ্গনে

ভাগ্যবতী থাকেন যদি

তোমার ঘরে দেবীর দেউল

শূন্য রবেই নিরবধি !



সে এক বিজন মরুর বুকে,
অবিশ্বাসী থাক্‌তো সুখে,
নাইক গৃহ, ধর্ম্ম, নীতি, নাই কিছু তার পরিচয়,
মান্‌তো না সে বিধির বিধান, ঈশ্বরে তার নাইক' ভয় !
বল্‌তে পারো এমন মানুষ
আছে কি কেউ কোথাও আর,
এই জগতের বন্দীশালায়
এমন থাকার সাধ্য কা'র ?

১৭৭

বিরহের বজ্র-দীর্ণ
সকাতর অন্তর আমার
প্রিয়ার প্রসঙ্গ চিন্তা
নিশি দিন করে অনিবার !
প্রেম-রস-সুধা-ধারা
সাকী যবে দিল মোরে আনি'
আমারই হৃদয়-রক্তে
ভরিল সে পান-পাত্র খানি !

১৭৮

আনন্দ তোমার যদি ডুবে যায় দুশ্চিন্তা-সাগরে
দুখের জাঁতায় যদি অন্তরের সুখ পিষে' মরে
সেই ত অন্যায় সখী, সেই মহা পাপ !
কেন বৃথা বহিতেছ হেন মনস্তাপ ?
কী তোমার পরিণাম—জানোনা যখন,
সুরা আর প্রেমে করো আনন্দ-বরণ !

১৭৯

দয়া করো ভগবান,
ভগ্ন-প্রাণ
শৃঙ্খলিত জনে—
এই মোর মিনতি চরণে !
আশাহত ক্ষত এ অন্তর !
হে ঈশ্বর,
ক্ষমা করো, সর্ব্ব অপরাধ,
এই হাত, পুরাইতে সাধ
পান-পাত্র করেছে' গ্রহণ
পান্থশালা-পথে প্রভু, প্রলোভনে প'ড়েছে চরণ !

১৮০



নিত্য আত্ম-প্রবঞ্চনা হ'তে
কোনও মতে
তুমি ভগবান
দাও মোরে, দাও মুক্তিদান !
আমারে কাড়িয়া ল'ও আমা হ'তে আজ
ওগো বিশ্বরাজ !
যুক্ত করো তোমাতে এ প্রাণ !
ধরণীর ধূলিম্লান
সদসতে বদ্ধ এ হৃদয়,
ওগো দয়াময় !
আজিকে সকল সত্ত্বা ভুলাও হে মম,
শৃঙ্খল খসা'য়ে মোরে লহ প্রিয়তম !

১৮১

লক্ষ ব্যথায় কণ্টকিত
বক্ষে ব'ওয়া শোকের বাজ,
দুঃখভরা এই জগতে
সেইত' সকল লোকের কাজ !
তারাই সুখী যাদের কভু
আস্‌তে না হয় ধরার কোলে,
কিম্বা যারা এসেই আবার
কাজ সেরে' যায় শীঘ্র চ'লে !

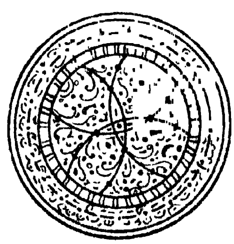
১৮২

গগনের গ্রহ-চক্র অলক্ষ্যে থাকিয়া
ষড়যন্ত্র করিছে নিয়ত
দুর্লভ জীবন তব কেমনে তাহারা
সঙ্গোপনে করিবে নিহত !
কী উপায়ে হরি' পরমায়ু
প্রাণবায়ু
করিবে নিঃশেষ—
তারা শুধু সবে মিলি সেই পথ করিছে নি
এই যে ব'সেছি মোরা শ্যাম-তৃণাস
আজিকে দু'জনে,
এরাই উঠিবে জেগে নবরূপে একদা আবার
ভেদি এই জীর্ণ দেহ তোমার আম

১৮৩

উচ্ছ্বসিত অধরে তোমার
অফুরন্ত উৎস মোর জীবন-ধারার
হিম-ওষ্ঠ এই পেয়ালার
নাহি পায় স্পর্শ যেন তার।
সে যদি ও বিম্বাধরে
স্পর্দ্ধাভরে কভু করে
চুম্বন প্রদান
নিশ্চয় করিব তবে আমি তার হৃদি-রক্ত পান !
তোমার অধর স্পর্শে আছে বলো তার
কোন্ সর্ত্তে কিবা অধিকার ?

১৮৪



"সে এক বিজন মরুর বুকে,
অবিশ্বাসী থাক্‌তো সুখে,
নাইক গৃহ, ধর্ম্ম, নীতি, নাই কিছু তার পরিচয়,
মান্‌তো না সে বিধির বিধান ঈশ্বরে তার নাইক' ভয়!"



তোমারই সৃজন-শক্তি
গড়িয়াছে আমারে এমন,
তোমারই কৃপায় মোর
দেহে আজো স্পন্দিছে জীবন ;
এই বোঝা-পড়া শুধু
এতকাল করিতেছি আমি
আমার পাপের চেয়ে
দয়া তব বড় কিনা স্বামী !

১৮৫

তেমন আদর্শ লোক কে আছে ধরায়,
ভুলিয়া বিপথে যেবা কভু নাহি যায় ?
আছে কি জগৎ মাঝে হেন কোনো জন
যে পারে যাপিতে হেথা একেবারে নিষ্পাপ-জীবন ?
আমি যদি মন্দ কাজ করি কিছু ভুলে
দিওনা শাস্তির বোঝা শিরে মোর তুলে ;
আঘাতের বিনিময়ে আঘাত প্রদান
সে কি কভু হ'তে পারে তোমার বিধান ?

১৮৬

এই শক্তি, এই প্রাণ,
এ সকলই তব দান,
মোর সত্ত্বা, আত্মা, মন
এ তো প্রভু তব ধন !
আমার এ দেহখানি
তোমারি হে নাথ, জানি ;
একান্ত তোমারই আমি,
তুমিও আমারই স্বামী,
কেহ নাই তুমি ছাড়া,
তোমাতেই আমি হারা !

১৮৭

বন্ধু গো' আর ভাগ্য নিয়ে
কি ফল বলো ভুলে'
মিথ্যা তব দুর্ভাবনা
সিকে'য় রাখো তুলে ;
জীবন যখন যাবেই জানো
গুঁড়িয়ে ধূলো হ'য়ে
নিন্দা-গ্লানি মন্দ-বাণী
যাওনা কেন স'য়ে !

১৮৮

পান্থশালার দুয়ার-পথে,
লুটিয়ে মাথা অবিরত
মুছাই আমি আমার কেশে
পায়ের ধূলা ময়লা যত,
এইখানেতেই লুকিয়ে আছে
এ জীবনের সকল আলো,
চাইনে আমি স্বর্গ নরক
পুণ্য পাপের মন্দ-ভালো
উভয় লোকই হঠাৎ যদি
বিধির কোনও খেয়াল ভরে
একটি জোড়া ভাঁটার মতো
গড়ি'য়ে আসে আমার ঘরে,
তখন যদি সুরায় আমার
সিক্ত থাকে মনের গোড়া
সস্তা দরে বিকিয়ে দেবো
স্বর্গ-নরক মাণিক-জোড়া !

১৮৯

বিন্দু আজি সিন্ধু হ'তে
ছিন্ন হ'য়ে কাঁদছে দুখে,
সাগর হেসে বল্‌ছে আমি
আছিরে ঠিক তোদের বুকে !
সত্য একা—বিশ্বব্যাপী,
সত্য ছাড়া নাইরে কিছু
সেই একেরে কেন্দ্র ক'রেই
বহুর প্রকাশ হ'চ্ছে পিছু !

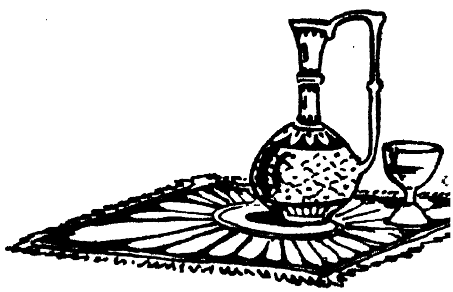
১৯০

পড়িস্‌নে কেউ মুশড়ে ভেঙে
দুর্ভাগ্যের দুর্ব্বিপাকে
দিস্‌নেরে আর আমল বুকে
বিচ্ছেদের ওই দুঃখটাকে ;
ডুবিয়ে দে মন সুরার স্রোতে
সুন্দরীদের অধর-পুটে ;
তোদের দামী জীবনটা আজ
নেয়না যেন হাওয়ায় লুটে !

১৯১

দাও সাকী এনে দাও
পাত্রখানি মোরে,
মধু-রস-সুধা-ধারে
পরিপূর্ণ ক'রে !
প্রীতির শৃঙ্খলে যার
বাঁধা এক সাথে
জ্ঞানী, মূর্খ, দু'জনাই,
দাও তাই হাতে !

১৯২



"জীবন-ধারার উৎস উচ্ছ্বসিত অধরে তোমার!
হিম-ওষ্ঠ এই পেয়ালার
স্পর্শ যেন কোনও দিন নাহি পায় তা'র।"

ক'রছি বটে নিত্য প্রাতে
প্রতিশ্রুতি দান—
আজ থেকে আর এক চুমুকও
ক'রবো নাকো পান,
অনুতাপেই রাত কাটাবো
তপ্ত আঁখির-জলে,
যাবোই না আর পান্থশালার
সুরাপায়ীর দলে।
কিন্তু যেদিন দীপ্ত-নবীন
নাচ্‌ত ফাগুন এসে,
কুঞ্জ-বনে ফুল্ল মনে
উঠ্‌ত গোলাপ হেসে!
টুটতো আমার প্রতিশ্রুতি
নিত্য বারম্বার
ব'লতো তারা—পান করে নাও,
বাঁচ্‌বে ক'দিন আর?

১৯৩



অণু-পরমাণু যার মানুষের ধারণা-অতীত,
সেই জানে আছে কি-না পাপ-পুণ্য-ধর্ম্ম-হিতাহিত!
পাপের মদিরা পানে মত্ত মোর দুরন্ত হৃদয়,
শান্ত ক'রে দাও তারে কৃপা দানে অগো দয়াময়!
ক্ষমা ক'রো যদি আমি ক'রে থাকি কোনও অপরাধ,
ওমর চাহে না কিছু—যাচে শুধু তোমার প্রসাদ!

১৯৫

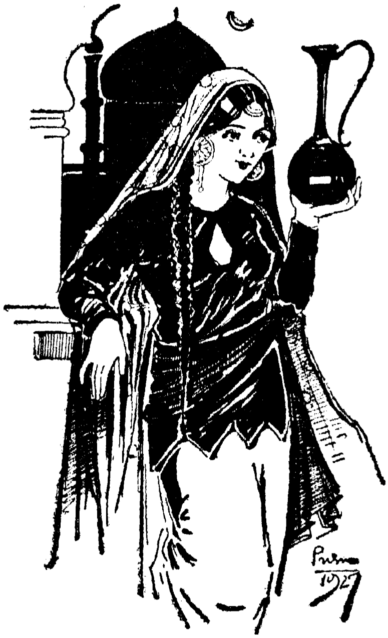
পারো কি পড়িতে কিবা লেখে অন্ধকার?
সে রহস্য ভেদ করা সাধ্য কি তোমার,
শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী গুণী পারেনি যে কাজ,
সে কাজ করিবে তুমি ভাবো কি হে আজ?
পান করো—করো ধরা স্বর্গে পরিণত,
স্বর্গ-ভোগই হয় যদি তোমাদের ব্রত!

১৯৪



ক্ষান্ত হও কুম্ভকার,
শান্ত করো হস্ত ক্ষণকাল,
মানুষের এ দেহের
অবশিষ্ট মৃত্তিকার তাল,
তারে ল'য়ে প্রতিদিন
করিও না হেন হেলা-ফেলা;
জানো কি তোমার ওই
ক্রূর চক্রে ঘুরিছে দু-বেলা
হয় তো কতই মৃত
সুল্‌তানের দেহ-অবশেষ
কত-না তন্বীর তনু,
সুন্দরীর লাবণ্য-আবেশ!

১৯৬



আমার এ অন্তরাত্মা ছিল একদিন
তোমারি তো অন্তরঙ্গ বধূ প্রিয়তম,
কোন্ অপরাধে তারে ঠেলে দিলে দূরে,
তোমার নিকট হ'তে ওগো নিরমম !
তুমি তো কখনো পূর্ব্বে তার সাথে কভু
করো নাই হেন হীন রূঢ় আচরণ,
তবে কেন আজি তারে শাস্তি দাও নাথ,
দেহ-ভার কত আর করে সে বহন !

১৯৭

হায়, যদি থাকিত কোথাও হেন কোনো স্থান—
তীব্র বেদনায় যেথা শান্তি লভি' জুড়াতো পরাণ,
আমরা দরিদ্র যাত্রী হয় তো সেথায় লভিতাম
দীর্ঘ-পথ-শ্রান্তি-পরে হৃদয়ের বাঞ্ছিত আরাম !

১৯৮

গত-রাত্রে সুরা-মত্ত মনের খেয়ালে
আছাড়িয়া ভেঙেছিনু পান-পাত্র পাষা
সে কথা করিনে অস্বীকার
যন্ত্রণায় করিয়া চীৎকার
চূর্ণ-পাত্র অভিশাপ দিয়াছিল
তুমিও আমারই মতো নিক্ষেপিত হবে।

১৯৯

ওগো বিশ্ব-দ্বারী,
একমাত্র তুমি হেথা সত্য-পথচারী ;
খোলো খোলো তব সিংহ-দ্ব
দেখাইয়া দাও আজি কোথা পাবো সুপ
মানুষের গুরু যারা মানিব না তাদের নি
অনিত্য শাস্ত্রের বাণী, ধ্রুব শুধু তব উপদে

২০০



"—যতক্ষণ আছে মোর
পাত্র সুধা ভরা,
খাদ্য কিছু সঙ্গে আছে
ক্ষুধা তৃপ্তি করা,
দেখ্‌ছো যা' তা' সত্য বটে আশ !
তোমার বাইরে প্রভু, দেখ্‌তে যে-রূপ পাই,
যথার্থ কি অন্তরেতেও সত্য তুমি তা'ই ?

হায়, যদি থাকিত কোথাও হেন কোনো
তীব্র বেদনায় যেথা শান্তি লভি' জুড়াতো
আমরা দরিদ্র যাত্রী হয় তো সেথায় লভি
দীর্ঘ-পথ-শ্রান্তি-পরে হৃদয়ের বাঞ্ছিত আ

পরিয়ে দিতো প্রভাত যখন
রৌপ্য-মুকুট অন্ধকারে,
কাঁদ্‌তো কেবল ভোরের-পাখী
উষার আলোর অশ্রু-ধারে!
দীপ্ত দিনের দর্পণে সে
ফুটিয়ে যেন ব'লতে চায়—
ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের
একটা নিশা বৃথায় যায়!

২০১

আনো সাকী পূর্ণ-কণ্ঠ অমৃত-ভৃঙ্গার,
নিঃশেষ করিয়া আজি মর্ম্ম-কোষ তার
রক্ত-রাঙা সুরাটুকু দাও ঢেলে দাও,
বিশ্বের সন্তাপ যত ক্ষণেক ভুলাও;
সুরাসম বন্ধু বলো কোথা পাবো আর,
স্নিগ্ধ-শান্ত অকপট প্রণয় তাহার!

২০২

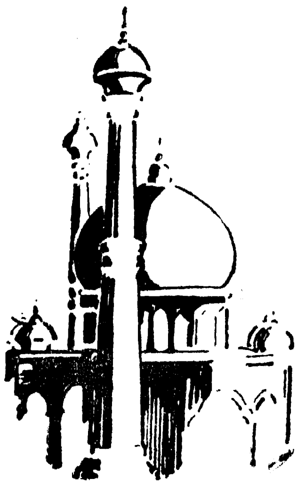


তোমার বিলোল ছলা-কলার
লাস্য-লীলায় ওগো প্রিয়ে,
হরণ করো প্রিয়-জনের
দুখের বোঝা হৃদয় দিয়ে;
চিরস্থায়ী নয় তো ও-রূপ,
আর কি পরে সময় পাবে?
দেহের তব লাবণ্য সই
দু'দিন বাদে মিলিয়ে যাবে!

২০৩

সে একদিন পান্‌শালে কোন্ বারাঙ্গনা দেখে,
শেখ্‌জী বলেন ডেকে—
দেখ্‌ছি তুমি মূর্ত্তিমতী পাপ!
মদ্যপায়ী ব্যভিচারীর অসংযমের ছাপ
অঙ্গে তোমার আঁকা!
তোমার রূপের কদর্য্যতা থাক্‌ছেনা আর ঢাকা!
বারবণিতা ব'ললে হেসে—স্বামী,
দেখ্‌ছো যা' তা' সত্য বটে আমি!
কিন্তু তোমার বাইরে প্রভু, দেখ্‌তে যে-রূপ পাই,
যথার্থ কি অন্তরেতেও সত্য তুমি তা'ই?

২০৪



যতক্ষণ আছে মোর
পাত্র সুরা-ভরা,
খাদ্য কিছু সঙ্গে আছে
ক্ষুধা-তৃপ্তি-করা,
তুমি আছ পার্শ্বে মোর
যতক্ষণ প্রিয়া,
রাজার ঐশ্বর্য্যে নাহি
লুব্ধ হবে হিয়া !

২০৫

আজি এই জীবনের পূর্ণিমা-লগনে,
আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়িনী সনে
মিলনের তীব্র অভিলাষ
ব'হে আনে বক্ষে শুধু ব্যর্থতার সুদীর্ঘ নিশ্বাস !
জ্যোৎস্না-পুলকিত এই যামিনীর এ হেন সময়,
বিরহ-বেদনা যেন ক্ষণকাল সহ্য নাহি হয় !
এ দুখ-কাহিনী আমি সুহৃদেও শুনাতে অক্ষম—
এ কি গো দুঃসহ জ্বালা, অন্তরের যন্ত্রণা নির্ম্মম !

২০৬

হে মানব, স্বর্গ হ'তে এ রহস্য হ'য়েছে
সারা-সৃষ্টি তোমাতেই একাধারে পে
দেবতা, অসুর তুমি, তুমি পশু, তু
তুমি সাধু, স্বর্গ-দূত, পাপী তুমি, তুমিই
তোমারি তুলনা তুমি, তোমাতেই সবার
তোমারি মাঝারে হেরি অপরূপ তোমার

২০৭

আকাশের পান-পাত্রে
ঢল-ঢল প্রভাত-মদিরা—
গোলাপ-পল্লব সম,
মেঘমালা অনুপম
তারই মাঝে সাঁতারে অধীরা !
তৃষার্ত্ত ধরণী যেন
তরল উষারে করে পান,
তারকা-খচিত ওই
ভরি' তার নীল পাত্রখান।

২০৮



“আকাশের পান-পাত্রে
ঢল-ঢল প্রভাত-মদিরা—
গোলাপ-পল্লব সম,
মেঘমালা অনুপম
তা’রই মাঝে সাঁতারে অধীরা!
তৃষার্ত্ত ধরণী যেন
তরল উষারে করে পান,
তারকা-খচিত ওই
ভরি’ তা’র নীল পাত্রখান!”



দীন মোরা গৃহ-হীন, স্থান নাই আর,
ঊষার আগেই এসে এই পানাগার
পূর্ণ করিয়াছি তাই যত তৃষাতুর;
নিশি-শেষে অন্ধকার না হইতে দূর,
দাঁড়ায়েছি প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত মনে
হেরিতে দিনের হাসি আলোর নয়নে!

২০৯

যৌবন উড়িয়া গেছে পিক-বঁধু সম।
গেয়েছিল গোলাপের কুঞ্জে অনুপম
বসন্তের গুটি-দুই প্রভাতী-সঙ্গীত;
ফাগুনের স্বপ্ন সেই হ'য়েছে অতীত,
তাই তপ্ত নিদাঘের দগ্ধ-করা বায়ে
সে আজ অলক্ষ্যে কোথা গিয়াছে পলায়ে!

২১০

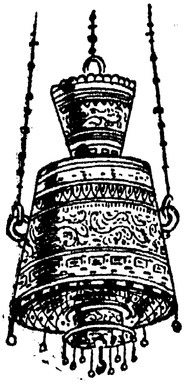
সুরায় যদি সিক্ত থাকে
অধর আমার দিবস-যামী,
বিশ্ব-জগৎ হো'ক না তোমার
একটী কণাও চাইনে আমি;
বিস্মৃত হও হে নৃপতি
হারিয়ে-ফেলা রাজ্য যত,
পান করো এ রঙীন সুরা
জুটবে সরেশ রাজ্য কত!

২১১

এই আমাদের পান-শালেতে
দীন-দুখী নেই, সবাই রাজা,
দাসীর মতো যোগায় সুরা
যার প্রাণে চায় যখন যা'-যা'!
বন্ধুগো সব থাক্‌তে সময়,
নাও হেসে নাও নৃত্য-গীতে,
যাক্ নিবে যাক্ এক-চুমুকে
দুঃখ যাদের জ্ব'লছে চিতে!

২১২





কে তোমারে আন্‌লে সখী
আমার পাশে কাল্‌কে রাতে,
কে সরালে ঘোম্‌টা তোমার
সুধার লোভে অধর পাতে ?
ফিরিয়ে আবার কে নিল গো
এক-নিমেষেই তোমায় ডেকে,
এ আগুনের বহ্নি-জ্বালা
আমার বুকে জ্বাল্‌লে সে কে ?

২১৩

তোমার আলিঙ্গনের মাঝে
ছিলাম সুখে মূর্চ্ছাহত,
দিবা-নিশির সীমার পারে
প্রেমের মোহন-স্বপ্নে কত !
হঠাৎ তোমায় ছিনিয়ে-নেওয়া
এই প্রভাতের নিঠুর শ্বাস,
তাড়িয়ে দিলে আমায় দূরে
চিরদিনের উঠিয়ে বাস !

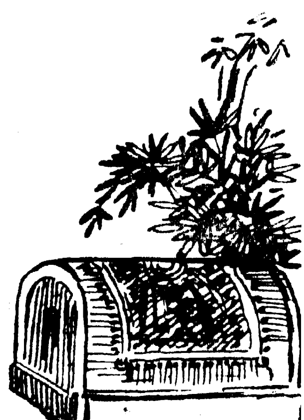
২১৪

পড়তে নূতন প্রেমের পুঁথি
ব্যস্ত ছিলেম যখন ঘরে
উৎসাহী এক যুবক যেন
ব'ললে হেঁকে তার-স্বরে
যার আছে গো প্রেমের রাণী
চাঁদের মতো অনুপম,
সে চাহে, তার নিমেষগুলি
উঠুক্ বেড়ে বর্ষ সম !

২১৫

মরুভূমির মধ্যে গিয়ে
মস্ত যদি শহর গড়ো,
একটি হৃদয় আমোদ করা,
তার চাইতে অনেক বড়,
একটি যদি মুক্ত-জীবন
বাঁধতে পারো প্রেমের-ডোরে
বন্দী-শতক মুক্তি-দানের
চাইতে সে যে শ্রেষ্ঠ ওরে !

২১৬

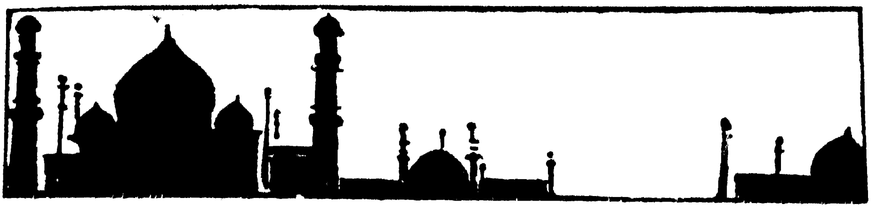


আপনারে আপনা হারাই,
পৃথিবীর সুখ-সাধ
কিছু আর পেতে নাহি চাই!

২২০



তোমার আলিঙ্গনের মাঝে
ছিলাম সুখে মূর্চ্ছাহত,
দিবা-নিশির সীমার পারে
প্রেমের মোহন-স্বপ্নে কত !
হঠাৎ তোমায় ছিনিয়ে-নেওয়া
এই প্রভাতের নিঠুর শ্বাস,
তাড়িয়ে দিলে আমায় দূরে
চিরদিনের উঠিয়ে বাস !



সন্দেহ-বিশ্বাস মাঝে
ভেদ শুধু একটি নিঃশ্বাস!
শ্বাস-কষ্ট মানুষেরে
ক'রে রাখে ভক্ত বারো মাস,
জীবন-মৃত্যুর মাঝে
একটি নিশ্বাস শুধু ভেদ,
পান করো প্রাণ ভরে
এ জীবন না হ'তে নির্ব্বেদ!

২১৭

সুরাই তাদের বন্ধু,
ওগো বন্ধু, মৃত্যু যারা চায়,
অসীম আনন্দে প্রাণ
সুরা-স্রোতে ধীরে ডুবে যায়!
মৃত্যু-যাত্রী নাহি জানে
কবে আসে শিয়রে মরণ,
প্রলয়ের পদ-চিহ্ন
প্রেম-পুষ্প করে আবরণ!

২১৮

ক্ষণস্থায়ী জাগরণ!
কেন ভুলে নিদ্রা যাও তুমি?
শয্যা তব হবে কি গো,
আগে হ'তে মৃত্যু-লীলা-ভূমি?
ওঠো প্রিয়ে, জাগো, জাগো,
রূপ যে গো বৃথা ব'হে যায়,
চির-নিদ্রা যেতে হবে
যদি এই জীবন ফুরায়!

২১৯

বিজনে আমার মনে
কত-দিন এই স্বপ্ন ভাসে—
কে এক সুন্দরী যেন
গাহিতেছে বসি' মোর পাশে,
চোখে তার দেখে আমি
আপনারে আপনা হারাই,
পৃথিবীর সুখ-সাধ
কিছু আর পেতে নাহি চাই!

২২০





মধুর যৌবন-তাপ অঙ্গে তব আছে যতদিন,
আনন্দ-জোয়ারে চলো দেহ-তরী ভাসায়ে নবীন !
ধরণীর প্রাণহীন প্রণয়ী মরণ,
ল'য়ে তার ক্ষিপ্রতর নিঃশব্দ চরণ,
ছুটিয়া আসিছে প্রতিক্ষণে
তোমারে ধরিতে তার হিমতম দৃঢ় আলিঙ্গনে !
সে আসিয়া দাঁড়াবার আগে,
সার্থক করিয়া লও জন্ম তব প্রেম-অনুরাগে !

২২১

মিনতি ক'রি লো তোরে সাকী,
পান-পাত্রখানি মোর আয় দেখি রাখি,
হেন কোনো আনন্দের নিরালা নিলয়ে
যেথা আমি বিহ্বল-হৃদয়ে
নব-মুঞ্জরিত স্নিগ্ধ গোলাপ-বিতানে,
আমার সে প্রেয়সীর মুখ-পদ্মপানে,
চাহিয়া থাকিতে যেন পারি সারা-দিন
দ্বিধা-লজ্জা-ভয়-কুণ্ঠা সর্ব্ব-বাধাহীন !

২২২



বসন্ত এসেছে আজি কণ্ঠে ল'য়ে তা
কোকিলের আকুল ঝঙ্কার,
দিকে-দিকে ওই শোনো রাণী,
বেজে ওঠে আজি কত আকাঙ্ক্ষার অক
প্রবীণা ধরণী পুন ভুলি' ওই কপটের ছ'-
সুবেশে নবীনা সেজে ছুটিয়া এসেছে কু

২২৩

কিশোরী তরুণী কত,
অপূর্ণ প্রেমের-ব্রত
এ জগতে যারা
এতকাল হ'য়েছিল সার
রৌদ্র-জলে ধরা-তলে নিশি-দিন রহিয়া শয়
বসন্তের কণ্ঠে শুনি' যৌবনের আবাহন গা
তৃণে-তৃণে বাতায়ন খুলি'
বনফুলদল সম সহসা তুলিয়া মাথাগুলি
হাসি-মুখে চাহি' ক্ষণকাল,
ঢলিয়া পড়িছে পুন মরণের আনন্দে মা

২২৪





সুন্দরের মরণ যেথায়,
সুন্দরও সেথায়
জন্ম-লাভ করে বার-বার,
সমাধিই সুন্দরের সূতিকা-আগার !
যাহা কিছু এ জগতে দেখিছ নূতন,
সবই সেই চির পুরাতন
পুরাতনও শাশ্বত-নবীন !
ক্ষুদ্র সে ক্রমশঃ হয় বড়, বড় যে কালেতে হয় ক্ষীণ !
আজিকে আমার ছন্দে বাজিছে যে নব সুর তাল,
হয় তো তোমারও সখী সুরু হবে কাল !

২২৫

প্রিয়তমে পদ-তলে কী সুন্দর শ্যাম-বসুন্ধরা,
ঊর্দ্ধে ভাসে কী নীল আকাশ,
আছি বেঁচে তুমি-আমি, দু'-জনারই মন-মুগ্ধ-করা
বিচিত্র এ প্রাণের বিকাশ !
যৌবন-সাগর-তীরে প্রণয়ের সুখ-সূর্য্যোদয়,
নিবিড় মিলনে মোরা লীন,
এ বাঁচার স্বাদ পেয়ে, প্রেয়সী লো, আজ মনে হয়
মৃত্যু অতি নিঠুর, কঠিন !

২২৬

ঐশ্বর্য্যে দরিদ্র বটে,
জীর্ণ দেহ, অঙ্গে ছিন্ন বাস,
তবু এই জন্ম লভি'
আমি কভু হইনি হতাশ ;
প্রাণের কামনা যত
ক'রেছে লো পরিপূর্ণ বিধি,
দিয়েছে সে দয়াময়
যা' আমার অন্তরের নিধি ;
সুখ-নিশি-অন্তে দেছে
প্রশান্ত প্রভাত প্রতিদিন,
সুরাপাত্র করে, আর
বক্ষে তুমি প্রেয়সী নবীন !

২২৭

বীণা আর বাঁশরীর
বিজড়িত যথা দুই সুর,
আমাদের এ মিলন
তেমতি লো অপূর্ব্ব-মধুর !
সঙ্গীতের সুর সম
যে-দু'টি জীবন বিনিময়,
তারা এ ধরার বুকে
বিচ্ছিন্ন হবার কভু নয় !

২২৮

জীবনের সুধা-পাত্র ফুরাইলে বালা,
ম্লান হ'য়ে এলে এই কুসুমের মালা,
হেন শক্তিধর কেহ নাহি এ ধরায়
যে পারে ভরিতে পাত্র, ফুলেরে ফুটাতে পুনরায় !
তোমার জীবনী-রসধারা,
গান গেয়ে উন্মাদিনীপারা
নেচে চলে আজও সখী প্রতি ধমনীতে,
কবে সে থামিয়া যাবে বিদায়ের-রোদন-ধ্বনিতে,
মূর্চ্ছিতের সম !
তাই ব'লি—ওগো প্রিয়,—ওগো প্রিয়তম,
এস, এস, পান করো প্রাণময়ী সুরা,
পাত্রখানি চু'মি আজ যুগল অধর
হ'য়ে যা'ক আনন্দে বিধুরা !
মুছে নিক্ ওই তব তৃষার্ত্ত রসনা
সুরার সরস সুধা, প্রতি বিন্দু—প্রতি ফেন-কণা !

২২৯

ভেবে কি দেখেছো সখী ক্ষণস্থায়ী কত এ জীবন,
একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন,
মরা-বাঁচা শুধু এক বেলা !
খেয়ালীর সৃজনের খেলা !
একটি রাতের শুধু উৎসবের মহা-সমারোহ,
মুহূর্ত্তের স্বপ্ন-মাঝে—মিথ্যা—মায়া-মোহ !
নিদাঘের দগ্ধ পথে অবসন্ন আমরা পথিক,
ছায়াচ্ছন্ন তরু তলে এ যেন গো পেয়েছি ক্ষণিক
বিশ্রামের স্নিগ্ধ অবসর !
তা'রপর
হ'লে বেলা শেষ,
না জানি সে কোথা পুন হবো নিরুদ্দেশ !

২৩০



জীবন-প্রবাহ মোর
বড় দ্রুত ব'হে চ'লে যায়,
ছুটেছে দু'-কূল সনে,
দিবা-নিশি প্রতিযোগিতায়
দেখে যায় কতমুখ,
গেয়ে যায় মৃদু কলতান,
পরিপূর্ণ হ'লে বুক
পারাবারে ঢেলে দেয় প্রাণ !

২৩১

জীবন-বিহঙ্গ ওই অরুণ-কিরণে করি' স্নান,
শোনো সখী গাহিছে কি গান
ক্ষণস্থায়ী ঐ তার সঙ্গীতের সুর
শ্রবণ-মধুর
সুরু হ'য়ে গেছে বহুক্ষণ,
এক কলি—একটি চরণ—
ক্ষণিক উচ্ছ্বাস শুধু—নিমিষের আনন্দ বরণ,
তা'রপরে—সব শেষ,
নিথর আঁধার বেশ
আসিবে লো অনন্ত মরণ !

২৩২



মানুষ নিজেকে ভুলি'
দেবতার আসনে বসায়,
মানুষ আধারমাত্র
আত্মা তার নিবসে সুরায়,
মানুষ বাঁশের বাঁশী,
প্রাণ তার মুরলী-নিক্কণ,
মানুষ প্রদীপমাত্র
শিখা তার ক্ষণিক জীবন!

২৩৩

হ'তেম যদি বাদ্‌শা আমি,
এর চেয়ে কি সুখের হ'তো
তোমার রূপের এই যে আলো
উজল যেন চাঁদের মতো!
এই যে আদর, এই যে সোহাগ,
অযাচিত পাচ্ছি তোমার,
অমর-করা এই যে চুমা
তুলনা এর কোথায় আর?

২৩৪



জানি, জানি, স্বর্গ-লোভই
মর্ত্ত-জনের সবার প্রিয়
স্বর্গ যদি কাম্য, তবে
স্বর্গ হেথায় নামিয়ে নিয়ো,
হয় তো স্বর্গ সত্য আছে,
কিন্তু সেটা অনেক দূরে,
আমার স্বর্গ পেয়েছি সই
তোমারি এই চিত্ত-পুরে!

২৩৫

স্বর্গ স্বর্গ সবাই করো
স্বর্গ সে এই ধরায় রাজে
নরক বলো তোমরা যাকে
তাও দেখেছি এই সমাজে,
জান্‌তে কি চাও ভবিষ্যতও
কি হ'বে কার কোন্ জনমে?
এখানকার এই জীবনছাড়া
নেই কিছু আর প্রিয়তমে!

২৩৬



ফুল্ল-তরুণ চন্দ্র-কলা জ্যোৎস্নালোকে ভেসে,
কোমল করে বাজিয়ে তালি ব'লতো যেন হেসে—
মত্ত রাঙা চমৎকার,
রত্ন হেন নাইক আর,
সরল-প্রাণা আমার ওগো অসাবধানী-প্রিয়ে,
জান্‌তে যদি কী এ—
ভাবনা-ভয়ে অশ্রু-জলে হয় তো হ'তে সারা,
নয় তো সুরা—আমার এ-যে বুকের রক্ত-ধারা !

২৩৭

তোমার চোখে ও কার দিশা,
আছে কি তার খবর জানা ?
কোন্ সে রাণীর নয়ন-কোণের
চয়ন ক'রে চাউনি আনা ?
ও গায়িকা হাস্যময়ী,
নৃত্য-চপল, চিত্ত-হরা,
তোমার আঁখির মর্ম্ম কিছু
ব'লতে পারো লো অপ্সরা ?

২৩৮

এই যে তোমার দিব্যদেহ,
জাফরানি এ কোমল তনু,
সাজিয়ে রেখো যত্নে সখী
বাঁকিয়ে চোখে পুষ্প-ধনু,
তোমার মাঝে যে রূপ রাজে,
পূজবে এসো আমার সাথে
দেখ না তার উপাসনায়
মগ্ন আমি দিবস-রাতে !

২৩৯

প্রণয়িনী যথা মরাল গ্রীবাটি
ফিরায়ে ঈষৎ চকিত প্রা
সরমে রাঙিয়া কহিতে চাহিত
গোপন কথাটি দয়িত-কা
শুনিতে সে-কথা দুরু-দুরু হিয়
দুঃসহ এক আগ্রহ নিয়া,
যে রহে দাঁড়ায়ে,
দু'-বাহু বাড়ায়ে,
ব্যগ্রতা ভরি' ব্যা
ধরণী তাদের ভুলায়ে নিয়ত,
কত-না আশার
ইঙ্গিতে চায়
জানাতে সবার
সুগভীর ভালবাসা,
অভাগা মানুষ বোঝে না ইসারা,
না জানে পড়িতে নীরব ভা

২৪০



বৃথা তার নারী-জন্ম
নাহি যার একথাটা জানা,
বুকের কমলে রাজে
রমণীর গৌরব-নিশানা !
আকুল কুন্তল-ভার
যত্ন যার নাহি প্রসাধনে,
নারী হ'য়ে নারীত্বের
বোঝে না সে প্রভাব জীবনে !

২৪১

হ'তেম যদি নারী আমি,
রাত্রি-দিবা ফুল্লপ্রাণ
যেতেম গেয়ে রূপের মম
নিত্য-নব স্তোত্র-গান,
সসম্ভ্রমে লুটিয়ে ভূমে
নুইয়ে-জানু সাম্‌নে তার,
দিতেম পূজা নারী হওয়ার
গৌরবেরে বারম্বার !

২৪২

আমাদের শুষ্ক অপরাধ—
সে তো তাঁরই বিরাট ন্যায়ের এক-কণা,
আমাদের যত দুর্ব্বলতা—
সে তাঁহারই অসামান্য শক্তির সূচনা,
আমাদের সর্ব্ব পাপাচার—
নিজকৃত জানি' তিনি করেন মার্জ্জনা,
আমাদেরই মাঝে আপনারে,
দয়ালের প্রকটিয়া তুলিতে বাসনা !

২৪৩

বাড়ুক প্রিয়ে তোমার নিতি
ভবিষ্যতের সুখের দিন,
আমার অসীম দুখের মতো
হোক সে চির-বিরামহীন !
তোমার প্রেমের মদির বিনা
ধরণী যার শূন্য দীনা,
তার কাছে কি উচিত এমন
নিঠুর হ'য়ে বিদায়-চাওয়া ?
জানই তো মোর জীবন সখী,
তোমার প্রেমের দানেই পাওয়া !

২৪৪



হৃদি-তীর্থের হতাশ-যাত্রী,
আকাঙ্ক্ষা-পথ দীর্ঘ অতি,
সঙ্গীত সুরে শ্রম যদি তব,
দূর করি' কিছু তাহে কী ক্ষতি ?
এসহে বন্ধু, এই পান্‌শালে
শ্রান্ত ও দু'টি চরণ রাখো,
প্রণয় তোমার হো'কনা প্রবল,
সুরাও সবল হারবে নাকো !

২৪৫

জানি হে জানি সে কি আকুল প্রেম-তৃষা,
ক্ষুধিত পশু সম গরজে দিবা-নিশা,
যা'-কিছু ফেলি' দূরে
ফিরিছ ঘুরে-ঘুরে'
ল'য়ে যে প্রাণ-হরা প্রবল প্রেম-ক্ষুধা,
তুষিতে পারে তা'রে শুধু এ সুরা-সুধা !
সাকী লো সাজা ফুলে
নিবিড় এলো চুলে,
চুণীর পানাধার দেলো, দে হাতে তুলে,
গানের সুরে ভেসে, নাচের তালে দুলে,
স্মৃতির ব্যথা যত আজি সে যা'ক ভুলে !

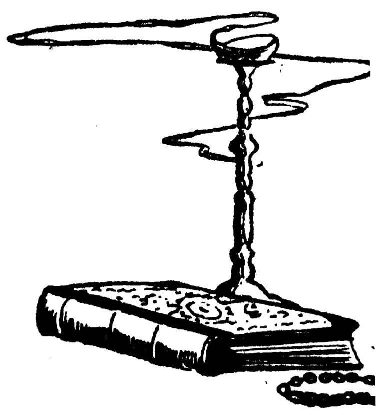
২৪৬

কে ক'রেছে সুরা সৃষ্টি—
তরল গরল !
কে গ'ড়েছে নারী-মূর্ত্তি—
রূপের অনল !
ছেড়ে থাকা দুইই যদি
তাহার বিধান,
সে-বিধি পালনে তবে
দিক্ দৃঢ় প্রাণ !

২৪৭

এসেছিনু প্রিয়ে পূজিতে তোমারে,
জ্বালায়ে' জীবন-ধূপ,
দেবী তুমি ওগো, দেখিয়াছি তব
অলোক-মহিম-রূপ !
তোমারই মাঝারে দেখিয়াছি আমি,
মানবীও মোর জাগে,
দেবী ও মানবী দু'ই একাধারে
জিনিয়াছি অনুরাগে !

২৪৮





কেবল তব অমূল্য ওই
হৃদয়-মণি পাইনি আজও,
তুহিন-শীতল পাষাণ ও প্রাণ
আপন করা শক্ত কাজও!
তাত্‌বে না তো প্রেমের তাপেও,
মান্‌বে না হায় অনুরাগে,
বিরাট তব শান্ত হৃদয়
বিশ্ব জুড়ে একলা জাগে!

২৪৯

নরকাগ্নি-শিখানল
ঢাকে যদি ধরণীর
শ্যাম-স্নিগ্ধ কায়া,
সূর্য্য-চন্দ্র-তারাদল
নাহি যদি রহে স্থির,
চূর্ণ হয় মায়া,
নিদয়-হৃদয়া প্রিয়ে,
আমি তবু সাথে রবো
অচল-অটল,
ঝঞ্ঝা-বজ্র শিরে নিয়ে
যাবো অনুসরি' তব
সুধাবো কুশল!

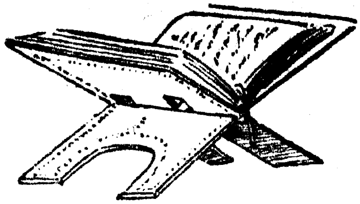
২৫০

আমি যেন দেখি সখী তোমারই ও মুখ,
আলো ক'রে আছে ওই গোলাপের বুক!
তাই প্রিয়ে মুগ্ধ-করা ও মুখেরই সম
গোলাপও আমার চোখে চির-মনোরম!
ওগো নারী, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তুমি অবনীর,
গোলাপে গঠিত যেন ভিতর-বাহির!
মাঝে-মাঝে সবিস্ময়ে তাই মনে হয়,—
তুমি তো গোলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়!

২৫১

গোলাপ পল্লবে লেখা,
সুরার অঞ্জলি করি' দান,
পেয়েছি এ পান-পাত্রে
যে গভীর জ্ঞানের সন্ধান;
নিখিলের যত প্রশ্ন
সকলেরই মিলিবে উত্তর,
কেবল অজ্ঞাত র'বে
দেহ—আত্মা—কেবা পরস্পর?

২৫২

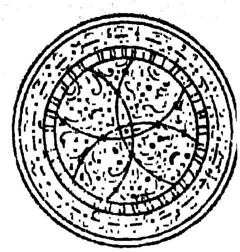


পূর্ণিমার চন্দ্রসম
পীন-বক্ষ অনুপম,
দীর্ঘ ঋজু তনু ও তোমার,
সমুন্নত যেন দেবদার!
তোমারে হেরিলে আজ হিংসা-বিষে পূর্ণ হয় মন!
যে তোমারে ভালবেসে দিবা-নিশি বলে গো আপন,
বসায়েছ' তুমি যারে হৃদি-সিংহাসনে আপনার,
প্রতি চারু অঙ্গে তব একা যে গো তারই অধিকার!

২৫৩

হে মোর রহস্যময়ী মৃত্তিকা জননী,
তব ধনে হ'য়ে আজ ধনী
তুচ্ছ করে তোমারে যাহারা—
মূঢ়-চেতা এ হেন কাহারা?
আত্মার কাহিনী যারা উপকথা বলি নাহি জানে,
তারাই ঘুরিয়া মরে মিছে সেই আত্মার সন্ধানে,
তাদের জীবন তাই ব্যর্থ আজ ল'য়ে শূন্য হিয়া;
আমি তো অবাক মোর মৃত্তিকার মহিমা হেরিয়া!

২৫৪

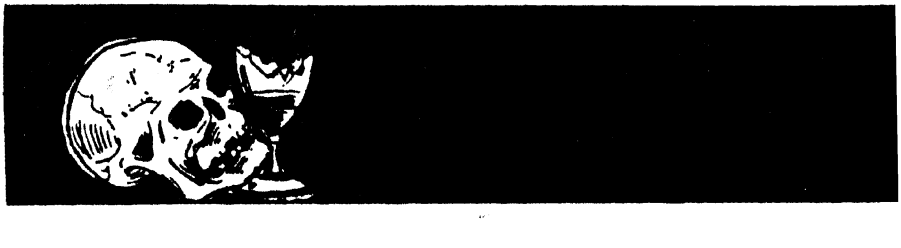


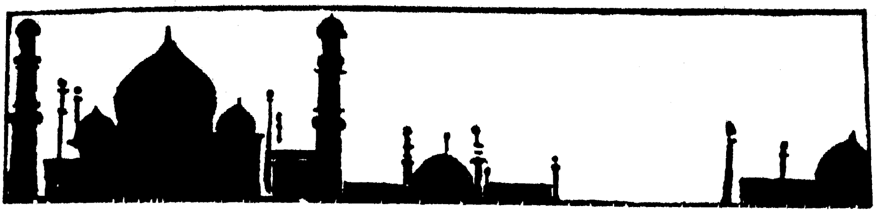
এই মাটি—স্বপ্নে-ঘেরা এই যে মৃত্তিকা,
অপরূপ রসায়ন f
যাদুকর এই ধূলি যা'র ইন্দ্রজাল
সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র কীট, মাতঙ্গ বিশা
নর-নারী ছোট-বড় দীন হ'তে মহান নৃপা
সকলই এ মৃত্তিকার ক্ষুদ্র বীজ অ
এই মাটি অতুলন
গন্ধে ভরি' কুঞ্জ-বন
ফুটাইয়া তোলে ফুলদ
এই মাটি গ'ড়ে তোলে রূপে-রসে রমণীয় দেহ
এই মাটি যার কোলে ভিক্ষু হ'তে রাজ-
সবাকার চিরদিন সমান অ

২৫৫

এই মাটি যার বুকে এ হেন স্পন্দন,
হেন সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রাণে যার হেরি অ
যে-মাটির প্রতি কণা মাঝে
অন্তরের দেবতা বিরাজে,
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা বিরচিত উপাদানে য
মূর্খ জনে করে শুধু অবহেলা হেন মৃত্তিকা

২৫৬





বিষণ্ণ অন্তর মোর চেয়েছে যখনি
গাহিবারে আনন্দের গান,
হে আকাশ, বক্ষে মোর হেনেছ তখনি
নিদারুণ বজ্র-সম বাণ!
হে দুর্ম্মদ নির্ভীক গগন,
দুঃসাহসী হে চক্রী মহান,
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে,
ধূলি-'পরে রুধিরাক্ত প্রাণ
বারম্বার করিয়া আহত—
ছিন্ন-পক্ষপুট এক অসহায় বিহঙ্গের মত!

২৫৭

ূর্ণমান্ হে চক্র বিরাট, সহস্রের রোদন তোমারে
নাহি পারে
ধরিয়া রাখিতে ক্ষণ-কাল!
ষার অনিন্দ্য প্রাতে কী সুন্দর হেরি তব ভাল!
শুধু ও সুনীল মুখপানে,
নিঃশঙ্ক-পরাণে
নিশীথে চাহিতে করে ভয়,
ামার সহস্র আঁখি অন্ধকারে তীব্র মনে হয়!

২৫৮

ভালবাসি মোর মানসীরে আমি
এমনই প্রবল প্রেমের টানে,
নিরখি' সে প্রেম নিখিল বিশ্ব
বিস্ময় আজি মনে যে মানে!
ক্ষণেক তাহারে না হেরিলে পাশে
জীবন-প্রদীপ ম্লান হ'য়ে আসে,
তথাপি তাহারে দূরে রেখে আমি
একাকী আছি এ নির্ব্বাসনে,
হয় তো মিলন হবে গো আবার
সৃজনের কোন্ প্রলয়-ক্ষণে

২৫৯

বুকের ধনে জড়িয়ে বুকে
ভাবনা ভোলো নিবিড় সুখে,
চুম্বনে তার অধর-পুটে
অমৃত-স্বাদ উঠবে ফুটে;
ন্যায়ের বাঁধন যুক্তি-ডোর
ছিন্ন ক'রে হওগো ভোর
ভালবাসার স্নিগ্ধ সুরে!
জাগিয়ে দেবে চিত্ত-পুরে
দ্রাক্ষা-সুধা নূতন প্রাণ—
অমূল্য সে বিধির দান!

২৬০



একটা কথা পার্‌বে কি হে
মন খুলে আজ ব'লতে পাপী,
জেনে-শুনেই ক'রছো তো পাপ,
রাখ্‌ছো না তো মনকে ছাপি' ?
ছাড়্‌তে যদি পার্‌তে, তবু
জীবন গেলে ছাড়্‌তে না ভাই,
পাপ করো যা' বুঝে-সুঝেই—
এই কথাটি শুন্‌তে যে চাই !

২৬১

যাঁরাই বেশী নিন্দা করেন
অন্য জনের দুর্ব্বলতার,
ছড়িয়ে বেড়ান হাট-বাজারে
প্রতিবেশীর অখ্যাতি ভার
ভণ্ড তারা সবাই জেনো,
ভক্ত বিটেল জনে-জনে
পুণ্যবাণের ছদ্ম-বেশে
পাপ করে হে সঙ্গোপনে !
অন্ধকারের সুযোগ খুঁজে
দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষাতে,
আমরা ঈষৎ আড়াল হ'লেই
তারাও ঢোকে পানশালাতে !

২৬২

জঘন্য এই জগৎটাতে
নেইকো এমন একটা প্রাণ—
যার আছে হে পাপের প্রতি
সহজ-সরল অপাপ টান !
দেশের পাপী অনেক সময়
বিদেশে হয় পুণ্যবান !
গোলাপ কি গো গাইতে পারে
আপন বুকের কাঁটার গান ?

২৬৩

মুগ্ধ যারা গোলাপ পেয়ে,
এগিয়ে এসে ব'লুক তারা—
কাপুরুষের মতন কেন
মিথ্যা ভয়ে হ'চ্ছে সারা !
নিকুনা তুলে সুরার-আধার
দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে,
জড়িয়ে ধরুক বক্ষে যাদের
পাগল তারা ভালবেসে !

২৬৪



"ওমর বলে আমার বাণী
জগৎকে আজ শুনিয়ে দিও,
রক্ত-গোলাপ রঙীন সুরা
আমার কাছে সমান প্রিয় !"



ওমর বলে আমার বাণী
জগৎকে আজ শুনিয়ে দিও,
রক্ত-গোলাপ, রঙীন সুরা
আমার কাছে সমান প্রিয় !
নারীর 'পরে নাইকো আমার
একটু কণাও অবিশ্বাস,
বন্ধুরা সব হয়তো শুনে
ক'রবে আমায় উপহাস !
এদের আবার জন্মদাতা
ব্রহ্মাণ্ডের সেই যে পতি—
শ্রদ্ধা আছে তাঁর উপরও,
তাঁকেও আমি জানাই নতি !

২৬৫

দৃষ্টি দেছেন সৃষ্টিকর্ত্তা,
বঞ্চিত কি ক'রবো তা'কে ?
ধ'রবো ছেড়ে ফুলের সুবাস
ঐশ্বর্য্যের ব্যর্থতাকে ?
এই যে দেহ, এই যে পরাণ,
অনুভূতির সূক্ষ্ম স্নায়ু !
তাঁর দয়ারই এ সব নিদান
তিনিই দেছেন অল্প আয়ু !
উপবাসী থাকতে শুধু
মূর্খেরা দেয় উপদেশ,
জন্ম তোমার সফল করো
জগৎ-পিতার এই আদেশ !

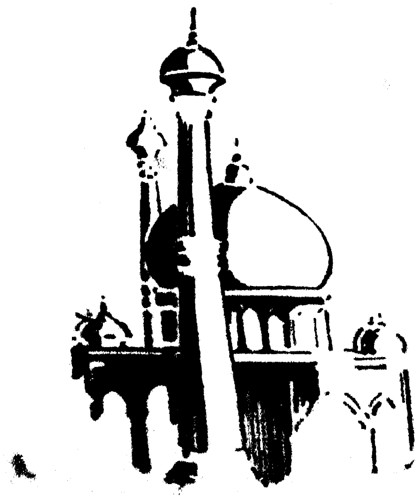
২৬৬

ফুলের মতো সুন্দরী এই
নর্ত্তকীরা ভাগ্যহীনা—
নিঠুর প্রাণে তোমরা ওগো
কোরো না কেউ তাদের ঘৃণা !
'আমার' ব'লে এদের জেনো,
আদর করে অনেক জনে,
হাস্য-আলাপ নৃত্য-গীতে
শান্তি ঢালে দগ্ধ-মনে ;
তোমার আমার সবার এরা,
কিনবে যারা মূল্য দিয়ে,
হা ভগবান, নারীর জীবন
ফুলের মতই কৃপার কী হে ?

২৬৭

ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ অতি,
যোগ্য নহি নরক-বাসের,
স্বর্গ-পথও আগ্‌লেছে মোর
মস্ত বোঝা অবিশ্বাসের ;
কিন্তু আমি ভালইবাসি
স্বর্গ-নরক উভয় লোক,
অথচ মোর কারুর প্রতিই
নাইকো তেমন অধিক ঝোক,
তাই তো দু'টোর মধ্যে আমি
আট্‌কে আছি, লক্ষ্মী-ছাড়া
অধঃপাতের প্রতি ধাপেই
দু'য়ের ডাকেই দিচ্ছি সাড়া !

২৬৮



অন্তর হ'তে আদরিণী তুমি,
জগতের চেয়ে দামী,
প্রাণের অধিক প্রিয়তমা ওগো,
মিথ্যা ব'লিনি আমি !
এতেও তোমার মর্যাদা তবু
হল' না প্রকাশ করা ;
শোনো, শোনো প্রিয়ে, মৃত্যুর চেয়ে
তুমি মোর প্রিয়তরা !

২৬৯

মুকুরের মতো ও-মুখে তোমার
আকাশের ছায়া জাগে,
ও-দু'টি নয়নে উথলিয়া ওঠে
সুরা-ফেন অনুরাগে।
থাকুক্ তোমার স্বর্গ কুশলে,
নরকেই লব' স্থান,
তোমার হাসির প্রতিরূপ সে তো
আমারই দীর্ঘশ্বাস !

২৭০

ভাগ্যে তোমার মূর্খ জগৎ
এক বিষয়ে নেহাৎ ক
কোন্ জিনিষের কদর কত
নেইকো সেটা সঠিক
আসল-নকল চেনার যদি
বুদ্ধিটুকু থাক্‌তো তা
দ্রাক্ষা-সুধা সুলভ কিগো
পানশালাতে থাক্‌তে
গোলাপ ফুলের সঙ্গ সখী
ইচ্ছা হ'লেই কেউ কি
একটি গোলাপ কিন্‌তে তখন
যা' কিছু মোর বিকি

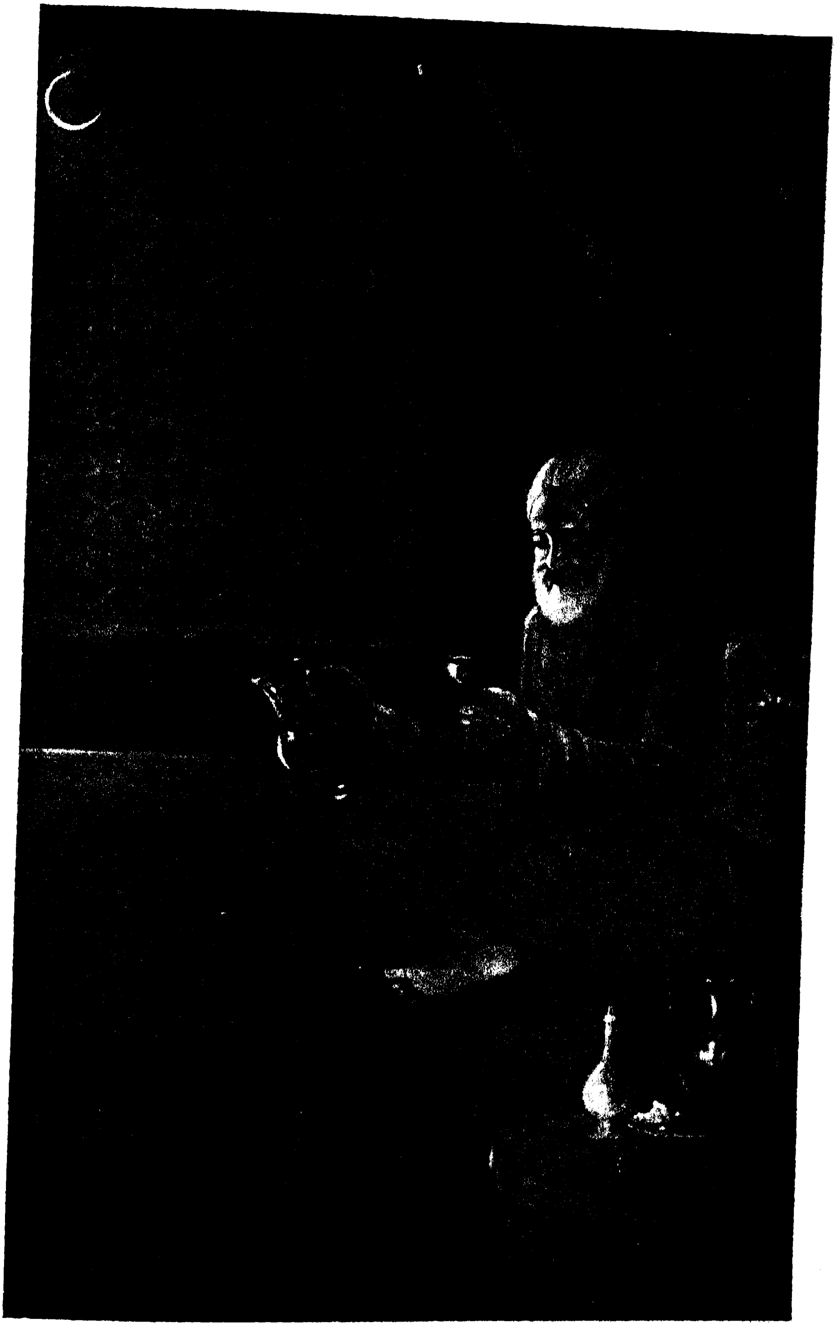
২৭১

এ জীবনের আঁধার পথে
পাও যদি কেউ এমন প্র
যে তোমারেই ভালবেসে
আপন হৃদয় ক'রবে দান,
প্রাণ খুলে তায় ভালবেসো,
জড়িয়ে ধ'রো বক্ষে তাকে,
ত্যাগ ক'রো সব তার খাতিরে,
তুচ্ছ ক'রো জগৎটাকে !
অনিত্য এ ধরায় জেনো
কিছুই বড় টি'কৃতে নারে ;
ভালবাসাই হেথায় শুধু
অমর হ'য়ে থাক্‌তে পারে !

২৭২



মুকুরের মতো ও-মুখে তোমার
আকাশের ছায়া জাগে,
ও-দু'টি নয়নে উথলিয়া ওঠে
সুরা-ফেন অনুরাগে।
থাকুক্ তোমার স্বর্গ কুশলে,
নরকেই লব' বাস,
তোমার হাসির প্রতিরূপ সে তো
আমারই দীর্ঘশ্বাস!





জ্ঞানীর মাঝে সেই তো জ্ঞানী,
শ্রেষ্ঠ ব'লে তারেই মানি—
অস্ফুট এই সুরার বাণী
বুঝতে যে জন পারে ;
সেই তো কবি, রসগ্রাহী ব'লতে পারি তারে
প'ড়তে পারে প্রেমের আলোয় যে-জন ওগো রাণী,
গোলাপ-ফুলের-পাপড়ি ঢাকা গন্ধ-লিপিখানি !

২৭৫

কতই খুঁজেছি তবু
প্রেমিকের পাইনি সন্ধান,
প্রেমিক ব্যতীত কেবা
ভালবেসে দিতে পারে প্রাণ ;
ভাল যে বেসেছ, সেও
করে যদি আহার বিহার
প্রেমিক সে নয় কভু,
মরেনি গো পশু বৃত্তি তার !

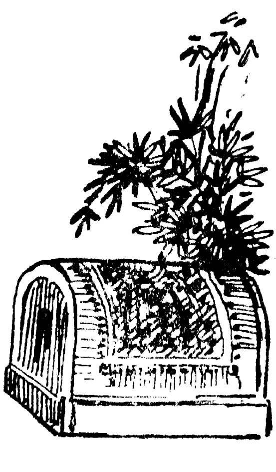
২৭৩

বিদায়-বেদনা-অশ্রু-নীরে,
আমার এ অনুরক্তা সুরা-সজনীরে
যদি প্রিয়ে কভু ত্যাগ ক'রি,
বুলবুলের ক্ষুদ্র হৃদি দীর্ণ হ'য়ে যাবে লো সুন্দরী !
হতাশে পড়িবে ঝরি গোলাপের পেলব পল্লব,
সেদিন বিশ্বের লোক বিস্ময়ে করিবে অনুভব
ক'রেছে কী ওমর উন্মাদ ?
আমার সে ত্যাগে সখী জগতে রটিবে অপরাধ !

২৭৬

প্রেম যে বিরাট এক নিদ্রাহারা ক্ষুধিত অনল,
প্রেমিকের দৃষ্টি রহে নির্নিমেষে চাহি অচঞ্চল
গাঢ় স্নেহে নিরবধি প্রণয়িনী পানে,
জগতের কিছু আর এ জীবনে সে তো নাহি জানে।
প্রেমিক বিমুখ হ'লে
প্রেম যায় দূরে চ'লে,
সে কখনও নাহি সহে প্রিয় অবহেলা
ধৈর্য্য চাই অপ্রমেয় প্রেমিকের প্রাণে,
প্রেম নহে দু'-দিনের শুধু ছেলেখেলা !

২৭৪





ধাতার সন্তোষ তুমি সাধিতেছ ভাবি'
বিশ্বের আনন্দ হ'তে হৃদয়ের দাবী
ওগো ভ্রান্ত-চিত,
রেখোনাকো করিয়া বঞ্চিত !
হেন মিথ্যা উপাসনা কভু
হেরিলে হবে না প্রীত জগতের প্রভু !
মানুষের বিধি মেনে, বিধির বিধান
হে ধীমান্,
কোরোনা লঙ্ঘন ;
কপট ধর্ম্মের নামে সত্য কভু কোরো না বর্জ্জন !

২৭৭

প্রিয় পরিচিত যত চারু-মুখগুলি
বলো আজ লুকালো কোথায় ?
বলো কোথা কোন্ দেশে গেল বুলবুলি—
গোলাপ সে ঝ'রে কোথা যায় ?
জিজ্ঞাসিনু এই প্রশ্ন জ্ঞানীরে যে-দিন
কহিল সে দ্বিধা-লজ্জা হীন—
সুরা-পানে চিন্তা করো দূর,
তারা যেথা চ'লে যায়—চিরদিন অজ্ঞাত সে পুর !

২৭৮

ওই আকাশের গ্রহ-তারার
ভিড়ের মধ্যে যে-দিন যাবে
শান্ত-শ্যামল স্নিগ্ধ এমন
জগৎ কি আর সেথায় পা
হায় ধরণী, হৃদয় রাণী,
তোমায় ফেলে যেতেই হবে-
মনটা আমার কাঁদ্‌ছে গো আজ
সেই বিরহের অনুভবে !

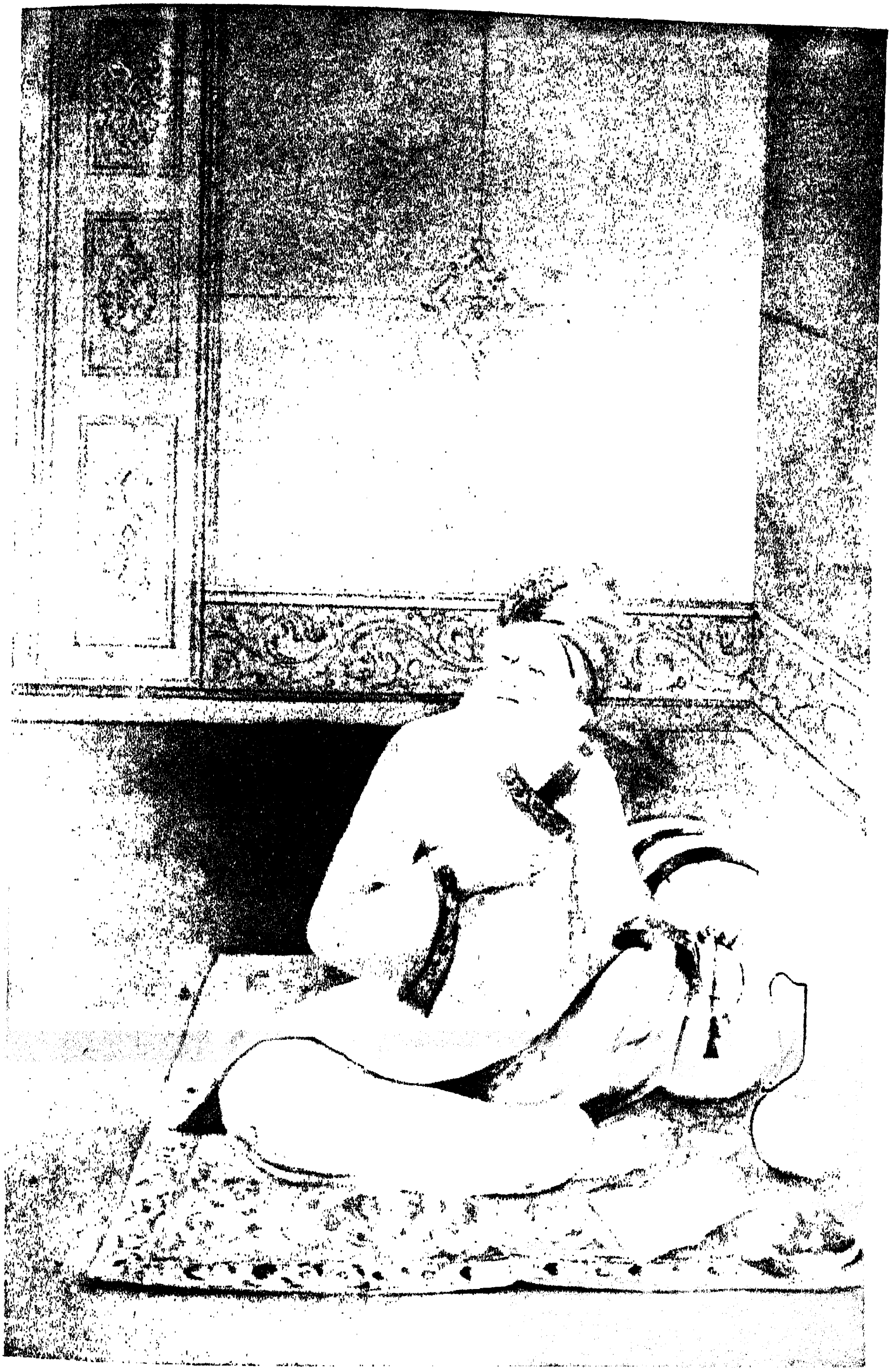
২৭৯

পান্থশালার পন্থাটি এই
সবার তরে নয়কো প্রিয়ে,
শ্রেষ্ঠ লোকের সত্ত্ব জেনো—
অল্প ক'জন লোককে নিয়ে !
কেউ তো তারা ছোঁয় না সুরা
যেমন তেমন লোকের সাথে,
সুযোগ হ'লেই সব আসরে
পাত্র তারা নেয় না হাতে !

২৮০



"ওই আকাশের গ্রহ-তারার
ভিড়ের মধ্যে যে-দিন যাবো,
এমন স্নিগ্ধ শান্ত-শ্যামল
জগৎ কি আর সেথায় পাবো ?
হায় ধরণী, হৃদয়-রাণী,
তোমায় ফেলে যেতেই হবে—
মনটা আমার কাঁদছে গো আজ
সেই বিরহের অনুভবে।"



সুরা ও সঙ্গীতে যদি
জীবনের দিন কেটে যায়,
নদীকূলে তরুমূলে
এ পরাণ তৃপ্তি যদি পায়,
চাহিনা অধিক সুখ
সম্পদের বিলাস আরাম
নাহি চাহি পুণ্য-ফল
হোক্ তার যত বেশী দাম!
স্বর্গ যদি থাকে তবে
আছে জেনো সে এই জগতে
নরক ভীরুর স্বপ্ন
বৃথা ভয়ে ছুটো না বিপথে!

২৮১

যৌবনে যার বুকের মাঝে
স্বপ্ন-লোকের সুরটি বাজে
দীপ্ত ক'রে প্রাণের প্রদীপখানি,
অলক্ষ্যে তাঁর অচিন হাতে
মুগ্ধ হিয়ার রঙীন পাতে
উঠবে ফুটে গভীর প্রেমের বাণী!
প্রেমাস্পদের নামটি মনে
গুঞ্জরিয়া সঙ্গোপনে
কল্পনাতে ক'রবে কাণা-কাণি!
লক্ষ ভেদের প্রভেদ তা'কে
তফাৎ করে আর কি রাখে,
পারবেনা সে চ'লতে বাঁধন মানি,
মত্ত পরাণ মিলন যাচে,
স্বর্গ নরক পায়ের কাছে
তুচ্ছ হয়ে লুটায় যে তার রাণী!

২৮২



গ'ড়লে যখন আমায়, তাতে
হাত ছিল কি আমার কভু?
পরাও যা' এই বেশভূষা নাথ,
আমার সেকি ইচ্ছা প্রভু!
করাও যে সব মন্দ, ভালো
দয়াল, সে কি আমার কাজ?
মোর ললাটের লিখনটাতে
বাজ পড়েছে হঠাৎ আজ!

২৮৩

ঘৃণ্য আমার প্রেমের সাথী
বাস করে গো ব্যথার ঘরে,
নিত্য নিঠুর প্রভাত এসে
চিত্ত আমার চূর্ণ করে!
এই যে দ্রুত-পালিয়ে-যাওয়া
জীবনটা মোর হেথায় এসে
মাতৃ-হারা শিশুর মতোই
একলা কেঁদে বেড়ায় ভেসে!
মুক্তি পাবার সকল আশা
মিলিয়েছে তার অস্তাচলে,
দুঃখ শোকের শঙ্কা যত
কাঁপছে শুধু বুকের তলে!

২৮৪



তোমার রূপের আঙুর চোয়া
পান করি এ সুধার ধারা
এই নিখিলের আঁখির আলো
তোমার রূপেই আপনহারা !
তোমার রঙীন অধর সখী
বিশ্ব-হৃদয় মুগ্ধ করে,
তোমার চোখের চাউনী যেন
নিত্য নূতন শক্তি ধরে !

২৮৫

তারপরে কি, আদর ক'রে
আন্‌বে তাকে যত্নে ধ'রে—
গোলাপ যেথা কবরে মোর লুটিয়ে পড়ে ঝ'রে ?
সেই সমাধির বক্ষে কেবল,
ডাগর আঁখির দু'-ফোঁটা জল
ঢাল্‌বে কি গো ব্যথায়-ব্যাকুল প্রণয়-উদাস প্রাণে ?
দুখের সে এক মোহন ছবি
অবাক্ হ'য়ে প্রেমের কবি
আঁক্‌বে সেদিন কল্প-লোকের রঙীন্ তুলির টানে !

২৮৬

ওরে আজ, যামিনী কি উন্মাদিনী পারা,
দিশেহারা
জ্যোছনা-সায়রে
লীলা-ভরে
করিছে গাহন
আঁধারের কোন্ তীরে খুলি' তার তিমির
ডুবেছে সে অসহ পুলকে,
দ্যুলোকে-ভূলোকে
তুলি' কোন্ রূপের
নগ্ন-শুভ্র তনুখানি তা
বিদ্যুৎ-বিভায় যেন দিকে-দিকে উঠিছে
পূর্ণিমার অকলঙ্ক শশী
বুঝি তার স্তনান্তরে হইয়া মগন
অলোক আলোকে আজি মহানন্দে ভরি
কিন্তু প্রিয়ে, রজনীর উরসের চেয়ে
মুগ্ধ মোর নয়নের লুব্ধ দৃষ্টি ছেয়ে
তোমার উদ্দাম ওই পীন প
মনে হয় অনে

২৮৭

প্রেম শুধু বেঁধে দিতে পারে বিশ্বময়
হৃদয়ে হৃদয় !
মিলনের মহানন্দে দু'টি প্রাণ হ'য়ে আত্মহারা,
সম্পূর্ণ করিয়া তোলে অসম্পূর্ণ জীবনের ধারা।
অন্তরের বিনিময়ে
যুগল হৃদয়ে
লভে তারা যে অমূল্য দান,
ধরা-তলে সে ধনের নাহি পরিমাণ ;
সহস্র তীর্থের পুণ্য, নিখিলের ঐশ্বর্য্য আরাম
অনন্তকালেও কভু নাহি পারে দিতে তার দাম

২৮৮

যা হবার নয় তাকে

সাধনায় হতে পারে ভাই ?

২৯২



তারপরে কি, আদর ক'রে

আন্‌বে তাকে যত্নে ধ'রে—

গোলাপ যেথা কবরে মোর লুটিয়ে পড়ে ঝ'রে ?

সেই সমাধির বক্ষে কেবল,

ডাগর আঁখির দু'-ফোঁটা জল

ঢাল্‌বে কি গো ব্যথায়-ব্যাকুল প্রণয়-উদাস প্রাণে ?

দুখের সে এক মোহন ছবি

অবাক্ হ'য়ে প্রেমের কবি

আঁক্‌বে সেদিন কল্প-লোকের রঙীন তুলির টানে !



প্রণয়ে অধীর নহে ওষ্ঠ দু'টি যার,
সে প্রেমহীনার
নীরস অধর-পুটে চুম্বনের চেয়ে,
তোমার চরণ-পদ্ম ছেয়ে,
অনুরাগ-বিচ্ছুরিত অজস্র চুম্বন
দিই যদি ক'রে নিবেদন
ওগো মম জীবনের আলো,
সেই মোর ভালো!
প্রতিদিন শক্তিহীন যদি এই দু'বাহু প্রসারি'
তোমার ও তনুখানি বক্ষে মোর ধরিবারে পারি,
সুধা-স্নিগ্ধ সে পরশ শান্ত সুমধুর
হৃদয়ের সর্ব্ব-তাপ ক'রে দেবে দূর!
প্রতি রাত্রে তাই মোর শ্রান্ত দু চরণ,
তোমারেই করিয়া স্মরণ,
স্বপ্ন লোকে সারা-নিশি বেড়ায় সঞ্চরি'
তব পদ-চিহ্ন অনুসরি'!

২৮৯

হের লালসা সখী পাপ ব'লে গণ্য করে যারা,
এ-কথা কি ভুলে যায় তারা,
সে-লালসা সৃজিয়াছে নিজে ভগবান
জগতের সাধিতে কল্যাণ!
লালসার বহ্নি-শিখা সর্ব্বাঙ্গে করিতে অনুভব
তিনিই ত দিয়াছেন মানবেরে ইন্দ্রিয়-বিভব!
না যদি ভাল-মন্দ সবই সেই ইচ্ছা বিধাতার—
অপরাধী হ'লে তবে দোষ কেন ধরিছ' আমার?

২৯০

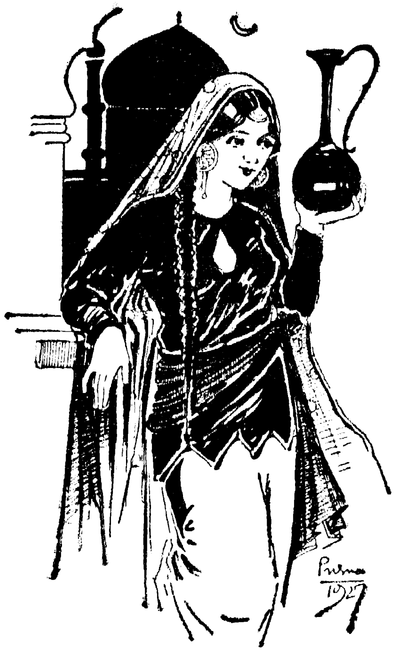
আনো প্রিয়ে, সুরা আনো
সুরু হোক অধরের কাজ
তোমার ও দেহ-তটে
স্বর্গ মোর নামিয়াছে আজ
ও দু'টি কপোল আভা
আরক্তিম আনো সুরা সই
তব কেশ সম মম
হৃদি-তাপ জটিল বড়ই!

২৯১

বিধাতার বিধি ছাড়া
প্রকৃতি মানেনা বিধি আর
জীবনের রাশ তব
নিয়তি লয়েছে হাতে তার!
যা হয় বা হবে যাহা—
হবেই সে এজগতে তাই,
যা হবার নয় তাকি
সাধনায় হতে পারে ভাই?

২৯২





প্রেম-বীজ প্রাণে যদি
অঙ্কুরিত হ'য়ে থাকে তবে
জীবনের দিন তব
মুহূর্ত্তও ব্যর্থ নাহি হবে!
বিধাতার তুষ্টি আশে
বহিলেও বঞ্চিত জীবন,
অথবা ভোগের মাঝে
লিপ্ত যদি রহে সদা মন!

২৯৩

দগ্ধ হও যে অনলে
সে আগুনে করিওনা ভয়?
অনুতাপে তব পাপ
না যদি নির্ম্মল কভু হয়,
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা যবে
উড়াইবে জীবনের ধূলি
ধরণী লজ্জিতা হবে
তোমারে যে নিতে কোলে তুলি!

২৯৪

স্বর্গের মুখে ঝেড়ে চলে যাও
তোমার পায়ের ধূ
পান ক'রে নাও সুরা সমুদ্র
ভেসে যাক্ পুঁ
চলে যায় যারা ফেরে নাত আর
আসেনাতো গেলে
ধ্যান উপাসনা এখানে চলেনা
পৃথিবী সে নয় স্ব
মন্দই যদি মনে করো তবে
এসেছিলে কেন শুনি
পাপের বোঝার অনুতাপ নিয়ে
কাটাবে কি দিন

২৯৫

মিনতি চরণে প্রিয়ে
দ্বার হতে দিওনা তাড়ায়ে
বারেক দেখার আশে
সারা নিশি রয়েছি দাঁড়ায়ে!
তোমার ভ্রূকুটি আমি
মানিবনা যত ব্যথা পাই,
হলেও দুর্লভ তবু
তোমাকেই আমি পেতে চ
আমার এ মাথা যত
নত ক'রে দেবে ধূলি 'পরে
ততই ছুটিব আমি
পিছে তব আকুল অন্তরে!

২৯৬



যৌবন বিদায় লয়ে চলে গেছে আজ ;
সম্পদের স্বর্ণ-রথ
মিলায়েছে স্বপ্নবৎ
চ্যুত মোর মস্তকের তাজ !
উৎসব আনন্দ গান
হয়ে গেছে অবসান ;
বেসেছিনু যাহাদের ভালো !
মরণের অন্ধকারে একে একে সকলে মিলালো
যে ধনুতে জুড়ি তীর
যুঝেছিল এই বীর
মহাকাল ভেঙেছে সে ধনু
হেলিয়া প'ড়েছে হায়
ঝঞ্ঝাহত তরুপ্রায়
জরা-ভারে প্রাচীন এ তনু ।
ভরি দু'ই করতল
নেমে আসে আঁখি জল
অভাগার অপেয় পানীয়,
বিস্বাদ জীবন-সাধ তিক্ত আজি প্রিয় !

২৯৭

জীবন—মরণ—যুগল প্রবাহ
বহে যায় সাথে সাথে,
নূতনের সনে পুরাতন যেন
মিলিয়াছে হাতে হাতে !
প্রবীণের মাঝে প্রকাশে নবীন
যেথা লাভ—সেথা ক্ষতি,
পারেনা রুধিতে মানুষে জগতে
কালের প্রবল গতি !
এসেছিল হেথা সকলে যেমন
নরনারী ভেদ নাই,
চলে গেছে পুন কেজানে কোথায়
সকলেই যাবে তাই !

২৯৮

আমার দুখের দুর্লভ ধন
বেচিবনা আমি বাঁচিতে প্রিয়ে,
তোমার বিরহ যন্ত্রণা মোর
কে পারে কিনিতে মূল্য দিয়ে ?
তোমার মাথার একটি অলক
ভাব অলকায় নে যায় মোরে,
তোমার চোখের একটি পলক
দিয়ে যায় যে গো হৃদয় ভ'রে !
সিংহাসনের প্রলোভনও প্রিয়ে
যেতে পারি আমি হেলায় ফেলে,
জীবনের শেষ সমাধি ক্ষেত্রে
পার্শ্বে তোমার কবর পেলে !

২৯৯

ওগো দ্বারী খোলো দ্বার,
খোলো খোলো একবার,
দেখাও আমারে পথ—
পূর্ণ কর মনোরথ ;
ওগো যারা চ'লে গে'ছে আগে
ধ'রেছিল তারা হাতে,
যাইনি তাদের সাথে
মানুষের করুণা কে মাগে ?
আমি চাই ওগো নাথ,
তোমার অভয় হাত,
প্রলয়ের প্রবল প্লাবনে
জগৎ ডুবিয়া গেলে
যে হাত রাখিবে মেলে
ভালবেসে জীবনে মরণে !

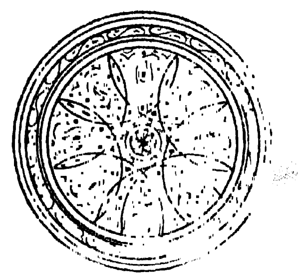
৩০০

পুণ্যে আমার নাইবা যদি
ঘটেই সখী স্বর্গবাস,
না হয় হবো নরক পুরে
আজ্ঞাবহ পাপের দাস !
ভাগ্যে যদি যশ না জোটে
কলঙ্কটাই কিনবো আমি
আস্‌তে না চায় সুখ যদি লো
দুঃখটাকেই করবো দামী !
দাও এনে দাও রক্ত-সুরা
নিন্দুকেরা জানুক আজ,
মদ্য পানের বিরুদ্ধে যে—
মস্তকে তার প'ড়বে বাজ !

৩০১

ধরণী পারিত যদি শ্যামলা থাকিতে চিরদিন,
মানবের আয়ু যদি নাহ'তো এমন হ্রস্ব ক্ষীণ,
প্রেম হ'তো মৃত্যুহীন
বক্ষে সাকী চির-লীন,
পান-পাত্র যদি প্রিয়ে হ'তো অফুরাণ
গোলাপের ক্ষণস্থায়ী মাধুরী অম্লান
স্থায়ী যদি হ'তো হেথা চিরদিন বসন্ত-বাতাস—
আমার এ আঁখি তব রূপের অনলে
হয় তো তা'হ'লে
নীরবে দহিত বারো-মাস !

৩০২

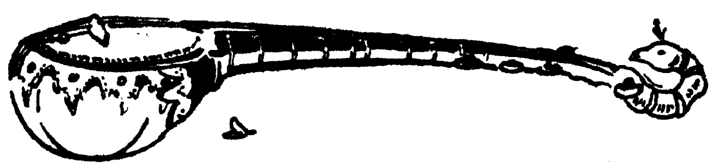


হায় লো প্রিয়ে, হয় তো মোদের
ফুরিয়ে এল সুখের দিন,
ওই দেখা যায় শুক-তারাটি,
ভোরের-হাওয়া ব'ইছে ক্ষী
স্বপ্নে যেন দেখ্‌ছি আমি
স্বর্গ-দুয়ার যাচ্ছে খুলে,
তন্দ্রা-অলস গোলাপ-বাগে
বুলবুলিরা প'ড়ছে ঢুলে !

৩০৩

ছিলাম আমরা সুখে—পরস্পর আলিঙ্গনে
বিস্ময়ে অবাক্‌ করি' কেমনে অজ্ঞাতে
কেটে গেল জীবনের দিন
সন্ধ্যা-তারকার সনে,
যদি মোরা ফুল্ল-মনে
পারিতাম ম'রিতে দু'-জ
প্রভাত হেরিত আসি'—বিজড়িত সে কো
উজল হইয়া আছে দু'টি হাসি-মুখ,
ঊর্দ্ধ হ'তে নীলাকাশ চাহিত বিস্ময়ে,
দৃষ্টি ল'য়ে আগ্রহে উন্মুখ !

৩০৪



ব'লবে কি— সেই [illegible]

বড্ড আমার প'ড়ছে মনে,

তোমায় পেয়ে বুকের কাছে।

তোমার মুখে তার স্মৃতিটি

আজকে যেন লুকিয়ে আছে!

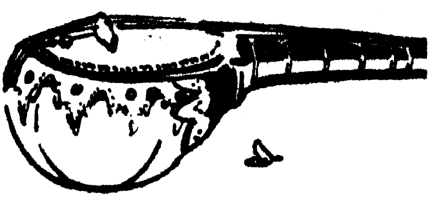
আমার চোখে ওগো প্রিয়,

তার মতনই দেখ্‌তে তুমি—"

এই ব'লে কি মুখখানি তার

সোহাগ-ভরে ফেল্‌বে চুমি' ?

স্থায়ী যদি হ'তো হেথা চিরদিন বসন্ত-বাতাস—
আমার এ আঁখি তব রূপের অনলে
হয় তো তা'হ'লে
নীরবে দহিত বারো-মাস!



ওগো আমার পরাণ-প্রিয় !
এমন-দিনে আজ কি জানি,
পূর্ণ হবে পুলক-রসে
এ জীবনের পাত্রখানি !
হৃদয় আজি উচ্ছ্বসিত
তোমার প্রেমে প্রিয়তম,
তোমার অধর স্পর্শ করি'
ধন্য হবে অধর মম !

৩০৫

এই যে পথের ধূলি—যারে অবহেলে
সবাই চ'লেছো আজ হেসে পায়ে ঠেলে,
একদা সে অভিনব যৌবনের গানে
গেয়েছিল সুরে-লয়ে সকলেরই কাণে,
ক্ষণিকের অনির্দ্দিষ্ট হ'লেও সময়,
বেঁচে থাকা এ জীবনে কী আনন্দময় !
সেদিন মাথায় ছিল গোলাপের তাজ,
সুরায় রঙীন ছিল অন্তরের সাজ !
আজ সে সম্ভ্রম তার গিয়াছে চলিয়া,
তাই বুঝি পদ-তলে যেতেছ দলিয়া ?

৩০৬



আচ্ছা প্রিয়ে, মরণ যদি
শরণ মাগে আমার আগে,
মোর কবরে নয়ন-ধারা
ঢাল্‌বে কি গো অনুরাগে ?
তুচ্ছ আমার দীন সমাধির
অসাড়-শীতল মাটির'পরে,
বিরহিণীর যন্ত্রণা কি
অশ্রু হ'য়ে প'ড়বে ঝ'রে ?
দুঃখ তোমার দু'দিন পরে
যখন সখী জুড়িয়ে যা'বে,
মৃত্যু আমার ভাগ্য ভেবে
হয় তো তখন তৃপ্তি পা'বে !

৩০৭

তা'রপরে কি আমার মতো
দেখলে কা'কেও বাস্‌বে ভালো—
মুখখানি যার তোমার বুকে
আমার মুখের জ্বাল্‌বে আলো !
ক'রতে গিয়েই আদর তা'কে,
ব'লবে কি—"সেই খায়ামটাকে
বড্ড আমার প'ড়ছে মনে,
তোমায় পেয়ে বুকের কাছে !
তোমার মুখে তার স্মৃতিটি
আজ্‌কে যেন লুকিয়ে আছে !
আমার চোখে ওগো প্রিয়,
তার মতনই দেখ্‌তে তুমি—"
এই ব'লে কি মুখখানি তার
সোহাগ-ভরে ফেল্‌বে চুমি' ?

৩০৮

অতৃপ্ত এ অন্তরের একান্ত কামনা এই মোর—
এ জীবন-অমানিশা হ'য়ে গেলে ভোর,
আমি কোনো স্বপ্ন-চারী প্রণয়ীর হবো পানাধার ;
পাত্রপূর্ণ সুরা হ'তে তার
প্রাণের আনন্দ যত—জীবনের দুর্লভ মাধুরী—
করিব লো চুরি ;
নবজন্মে সর্ব্ব-সাধ মিটাতে যে চাই,
কে জানে সুরার গুণে হবে কিনা তাই !

৩০৯

ভুলো না তাদের বন্ধু জীবনের আনন্দ-লগনে
ক'রে গেছে যারা কাল হাসি-খেলা তোমাদে
বিস্মৃত স্মৃতির টানে অতীতের মনে-পড়া মুখ
মৃত্তিকার কারাগারে কাঁদে যারা তৃষাতুর বু
অনাদৃত তাহাদের ভুলে যাওয়া সমাধি-শিয়রে
ঝ'রে-পড়া গোলাপের দু'একটি পাপড়ি আ
ভালবেসে মাঝে মাঝে সযতনে দিও, রেখে
তোমাদের পাত্র হ'তে সুখ সুরা স্নেহে বরষি

৩১০

"তামাম্ শোধ্"



'ওমর-সমাধি'

